ভ্লাদিমির ইলিচ
লেনিন
সংক্ষিপ্ত জীবনী

লেনিন · সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভ্লাদিমির ইলিচ
লেনিন
সংক্ষিপ্ত জীবনী

দুনিয়ার মজুর এক হও!

সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো
১৯৭৫

ভ. ই. লেনিনের জীবনী লিখেছেন লেখকবৃন্দ: গ. দ. অবিচ্‌কিন (প্রধান), ক. আ. অস্ত্রউখভা, ম. ইয়া. পানক্রাতভা, আ. প. স্মির্নভা, ইয়ে. ন. স্তেলিফেরভস্কায়া।

В. И. ЛЕНИН

Краткий биографический очерк

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$Л \frac{10103—361}{014(01)—75}$ 703—75

সূচী

বাল্য ও তারুণ্য। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের শুরু ৯

রাশিয়ার বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের নায়ক ২৫

সাইবেরিয়ার নির্বাসনে ৪১

নতুন ধরনের মার্কসবাদী পার্টির লক্ষ্যে ৫২

জারতন্ত্রের উপর প্রথম ঝঞ্ঝাঘাতের অভিমুখে ৭২

প্রতিক্রিয়ার কালে পার্টির জন্যে সংগ্রাম ৯৭

নতুন বিপ্লবী জোয়ারের পর্বে ১১৫

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বস্ততা ১৪১

অক্টোবর বিপ্লবের নায়ক ১৭১

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ২০১

সোভিয়েত দেশের প্রতিরক্ষার নেতৃত্বে ২২১

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অনুপ্রাণক ও সংগঠক ২৫৫

লেনিনবাদের মহাভাবনার বিজয় ২৮৫

বিশ্বের মেহনতীদের নেতা ও গুরু, মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈপ্লবিক মতবাদের প্রতিভাবান উত্তরসাধক, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিভা, সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, মহান মনীষী আর সেই সঙ্গে সহজ ও সবচেয়ে হৃদয়বান মানুষ — মানবজাতির কাছে এই হল লেনিনের পরিচয়।

এই ছোটো বইখানিতে সংক্ষেপে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের জীবন ও কীর্তির মূল পর্যায়ের কথা, ভাস্বর ভবিষ্যৎ — কমিউনিজমের দিকে সব জাতির পথ আলোকিত করে তুলেছে তাঁর যে অমর শিক্ষাবলী, তার কথা বলা হয়েছে।

বাল্য ও তারুণ্য। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের শুরু

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের (লেনিনের) জন্ম হয় ১৮৭০ সালের ১০ই (২২শে) এপ্রিল, রাশিয়ার মহানদী ভলগার তীরে সিম্‌বিস্ক্‌ শহরে (বর্তমানে উলিয়ানভ্‌স্ক)। ভলগাতীরের সিম্‌বিস্ক্‌, কাজান, সামারা (বর্তমানে কুইবিশেভ) শহরে, ভলগার বিশাল প্রসারতায় কাটে তাঁর বাল্য ও কৈশোর।

লেনিনের দাদু ন. ভ. উলিয়ানভ ছিলেন নিজেগোরোদ গুবের্নিয়ার* রুশী ভূমিদাস কৃষক।

---

* গুবের্নিয়া — জারীয় রাশিয়ার প্রশাসনিক আঞ্চলিক বিভাগ। এরূপ বিভাগ আবার দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল: উয়েজ্‌দ ও ভলোস্ত। — **সম্পাঃ**

১৭৯১ সালে ও জায়গা ছেড়ে তিনি উঠে আসেন আস্ত্রাখান গুবের্নিয়ায়, আর তারপরে — আস্ত্রাখান শহরে। সেখানে তিনি শহুরে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ে রেজিস্ট্রিভুক্ত হন ও মারা যান খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে।

লেনিনের পিতা — ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ, বাল্যকাল থেকেই অভাব-অনটনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কেবল দাদার সাহায্য, অধ্যবসায় ও মেধার জোরেই তাঁর পক্ষে উচ্চ শিক্ষালাভ সম্ভব হয়। কাজান বিশ্ববিদ্যালয় সমাপ্ত করে ইলিয়া নিকোলায়েভিচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরিদর্শক এবং পরে সিম্‌বির্স্ক্‌ গুবের্নিয়ার স্কুল পরিচালক হন। সে কালের পক্ষে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মানুষ, জনশিক্ষার ব্যাপারে অনেক কিছুই তিনি করেছেন। গ্রামাঞ্চলে স্কুল খোলেন, শিক্ষকদের সাহায্য করেন। ভলগাতীরের অরুশী অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিকে তাঁর খুবই নজর ছিল।

লেনিনের মা, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আসেন ডাক্তার পরিবার থেকে। তিনি পড়াশুনা করেন বাড়িতে, কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। সাহিত্যে তাঁর ভালো দখল ছিল, আর তিনি খুব ভালোবাসতেন সঙ্গীত। ইচ্ছাশক্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর বেশ ছিল। বুদ্ধিমতী, শান্ত ও সৌজন্যশীলা এই মহিলা ছেলেমেয়েদের মানুষ করার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলেন।

উলিয়ানভ পরিবারে ছেলেমেয়ে ছিল ছয়টি: আন্না, আলেক্সান্দর, ভ্লাদিমির, ওলগা, দ্মিত্রি, মারিয়া। মা-বাপে তাদের বহুমুখী শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন, চেয়েছিলেন তাদের পরিশ্রমী, সৎ, বিনয়ী ও জনগণের অভাব-অনটনের প্রতি সজাগ করে তুলতে। তাই উলিয়ানভদের সব ক'টি ছেলেমেয়ে যে বিপ্লবী হয়ে ওঠে সেটা অকারণে নয়।

ভ্লাদিমিরের বাল্যকাল কাটে এক বৃহৎ এবং অসাধারণ মিলমিশ পরিবারে। চঞ্চল, হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল শিশু হয়ে বেড়ে ওঠে ভ্লাদিমির। হৈচৈ, ছুটোছুটির খেলায় খুব ঝোঁক তার। সাঁতার দিতে, সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে দূর পাল্লায় হাঁটতে, বরফে স্কেট করতে ভারি ভালোবাসত সে।

পাঁচ বছর বয়সেই ভ্লাদিমির পড়তে শেখে, নয় বছর বয়সে ভর্তি হয় সিম্‌বির্স্ক্ জিমনাসিয়মের প্রথম শ্রেণীতে। পড়াশুনায় খুবই আগ্রহ দেখা গেল ভ্লাদিমিরের, বিশেষ মেধা ও পাঠের প্রতি গুরুত্ব বোধে তাকে আলাদা করে চেনা যেত। ক্লাসের পর ক্লাস উত্তীর্ণ হয়ে এল ভ্লাদিমির প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার পেয়ে। কঠিন পাঠ সে সাগ্রহেই সঙ্গীদের বুঝিয়ে দিয়ে সাহায্য করত। উঁচু ক্লাসগুলোয় সে সাহায্য করে চুভাস জাতির একটি ছাত্র ন. ম. অখতনিকভকে। ছেলেটি সাবালক সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষা দিতে তৈরি হচ্ছিল।

অনেক পড়াশ্না করে ভ্লাদিমির, মহান র্শী লেখকদের রচনা তার ভালো জানা ছিল: যেমন, আ. স. প্শকিন, ম. ইউ. লেরমন্তভ, ন. ভ. গোগল, ই. স. তুর্গেনেভ, ন. আ. নেক্রাসভ, ম. ইয়ে. সালতিকভ-শ্যেদ্রিন, ল. ন. তলস্তয়। তার অধীত সাহিত্যের মধ্যে বড়ো একটা অংশ ছিল বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের — ভ. গ. বেলিনস্কি, আ. ই. গের্ৎসেন, ন. গ. চের্নিশেভস্কি, ন. আ. দব্রলিউবভ, দ. ই. পিসারেভের রচনা; এ'দের অনেক লেখাই তখন ছিল নিষিদ্ধ, তাও ভ্লাদিমির বাদ দেয় নি। খ্বই সে আকৃষ্ট হয় ন. গ. চের্নিশেভস্কির 'কী কর্তব্য' উপন্যাসে। বড়ো রকমের পণ্ডিত হিসেবে, ভূমিদাস প্রথা ও জার স্বৈরতন্ত্রের আপোসহীন শত্র্ হিসেবে চের্নিশেভস্কির ক্রিয়াকলাপের গ্র্ত্বে লেনিন পরে বার বার জোর দিয়েছেন। লেনিনের কথায়, কঠোর সেন্সর সত্ত্বেও চের্নিশেভস্কি তাঁর প্রবন্ধগ্লি মারফত সত্যকার বিপ্লবী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

কিশোর লেনিনের চরিত্র ও দ্ষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে পারিবারিক লালনপালন, অগ্রণী র্শ সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে পরিবেশের জীবন পর্যবেক্ষণের প্রভাবে। সে সময় রাশিয়ায় প‍ুঁজিবাদ দ্রুত বিকাশ পাচ্ছিল, যান্ত্রিক টেকনিক ও হাজার হাজার মজ্র নিয়ে মাথা তুলছিল কলকারখানা। তাহলেও ভূমিদাস প্রথার বহ্ অবশেষ টিকে ছিল। প‍ুঁজিবাদী শোষণের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল

ভূমিদাস প্রথার নিগড়, ফলে শহর ও গ্রামের মেহনতীদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল ভারি দুঃসহ। জার সরকারের স্বৈরাচার, জমিদার ও পুঁজিপতিদের পীড়ন, শ্রমিক ও কৃষকদের দারিদ্র্য ও অধিকারহীনতা কিশোরটির মনে উৎপীড়কের প্রতি ঘৃণা ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। ভ্লাদিমির যখন বিদ্যালয়ে ওপরের ক্লাসের ছাত্র, তখনই তার বিপ্লবী মনোবৃত্তি প্রকাশ পেতে থাকে। একদিন বিদ্যালয়ের পরিচালক তার রচনার খাতা ফেরত দিয়ে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'কী এসব নিপীড়িত শ্রেণীর কথা লিখেছ, সেসব এখানে কেন?'

ভ্লাদিমিরের ওপর খুবই প্রভাব পড়েছিল তার দাদা আলেক্সান্দরের। দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চ নৈতিক গুণে ইনি ছিলেন বিশিষ্ট। লেনিনের বোন, আন্না ইলিনিচনা উলিয়ানভা, স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'সাশার (আলেক্সান্দরের) প্রতি ভ্লাদিমিরের ছিল প্রবল ভালোবাসা, সাশার দৃষ্টান্ত তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।' ছোটো থেকেই সে সবরকমে চেষ্টা করত, দাদার মতো হবে। অমুক অমুক ঘটলে কী ব্যবস্থা নেবে, এ প্রশ্ন করলে সে বরাবর জবাব দিত, 'সাশার মতো'। আলেক্সান্দর পড়তেন পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। হয়তো বড়ো একজন বিজ্ঞানী হতে পারতেন। কিন্তু জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন জনগণের

উন্নত জীবনের জন্যে জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী লড়াই। আলেক্সান্দরের দৃষ্টিভঙ্গি তখন 'নারোদনায়া ভলিয়া'* (জনাভিপ্রায়) দল থেকে মার্কসবাদের দিকে সরে যাচ্ছিল। দাদার কাছ থেকেই ভ্লাদিমির মার্কসবাদী সাহিত্যের কথা প্রথম শোনে।

কৈশোরেই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় ভ্লাদিমিরকে। ১৮৮৬ সালে হঠাৎ বাবা মারা যান। একটা শোক কাটাতে না কাটাতেই এল নতুন আঘাত। জার তৃতীয় আলেক্সান্দরকে হত্যার চক্রান্তে অংশ নেবার জন্য ১৮৮৭ সালের মার্চে পিটার্সবুর্গে গ্রেপ্তার হন আলেক্সান্দর উলিয়ানভ। ঐ বছরেই মে মাসে শ্লিসেলবুর্গ দুর্গে ফাঁসী হল আলেক্সান্দর উলিয়ানভের। আন্না ইলিনিচনা লিখেছেন: 'বীরের মতো মৃত্যু বরণ করেন আলেক্সান্দর ইলিচ, রক্ত তাঁর বিপ্লবী দাবদাহের দ্যুতিতে আলো করে তোলে তাঁর পরের ভাই ভ্লাদিমিরের পথ।'

দাদার ফাঁসী আলোড়িত করে তোলে ভ্লাদিমির উলিয়ানভকে। বিপ্লবী সংগ্রামে নিজের জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত তার জোরালো হয়ে ওঠে। দাদার ও তাঁর কমরেডদের পৌরুষ ও আত্মবলির সামনে শ্রদ্ধায় মাথা

---

* 'নারোদনায়া ভলিয়া' (জনাভিপ্রায়) — বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকে রাশিয়ায় বিদ্যমান বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। — সম্পাঃ

নত করলেও ভ্লাদিমির কিন্তু তাঁদের পথ বর্জন করে। কিশোর উলিয়ানভের ধারণা হল, জার সরকারের স্বতন্ত্র এক একজন প্রতিনিধি এবং স্বয়ং জারকে হত্যার মাধ্যমে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা ভ্রান্ত, তাতে লক্ষ্যসিদ্ধ হবে না। 'না, আমরা ও পথে যাবো না। ও পথে যাওয়া চলে না,' — বলেছিল ভ্লাদিমির।

মেহনতীদের মুক্তির অন্য পথের সন্ধান শুরু করলেন ভ্লাদিমির উলিয়ানভ। বিপ্লবী কর্মের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর উলিয়ানভ বিশেষ আকৃষ্ট হলেন সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতি, এসব বিজ্ঞান গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে লাগলেন তিনি। সোনার পদক পেয়ে বিদ্যালয় শেষ করার পর ভ্লাদিমির ১৮৮৭ সালের অগস্টে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের কোর্স নিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তরুণ উলিয়ানভ। ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বরের গোড়ায় ছাত্র সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ও গ্রেপ্তার হন। ভ্লাদিমির ইলিচ পরে গল্প করেছিলেন, জেলখানায় তাঁকে যে দারোগাটি* নিয়ে যায় তার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল। দারোগাটি তাঁকে শিক্ষাদানের

---

* দারোগা — জার রাশিয়ায় পুলিস কর্মচারী। — সম্পাঃ

ভঙ্গীতে বলেছিল, 'হৈ-হাঙ্গামায় কী আর হবে ছোকরা। শেষটা তো এই দেয়াল!' উলিয়ানভ বলেছিলেন, 'দেওয়াল ঠিকই, তবে **ঘুণধরা,** ধাক্কা দিলেই ভেঙে পড়বে!'

এইভাবেই শুরু হল জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সতের বছরের তরুণ লেনিনের বিপ্লবী পথ।

ভ্লাদিমির ইলিচ অন্তরীণ হলেন কাজান গুবের্নিয়ার ককুশকিনো গ্রামে (বর্তমানে লেনিনো গ্রাম)। এই সময় থেকেই পুলিস তাঁর ওপর নজর রাখতে শুরু করে। ছোট্ট এক অজ পাড়াগাঁয়ে বসে লেনিন অনেক পড়াশুনা করেন। নিজের চেষ্টাতেই নিজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে যান। পরে তিনি গল্প করেছিলেন, 'কাজান থেকে নির্বাসিত হয়ে গ্রামটিতে আমি যত পড়াশুনা করেছি, পরে আমার সারা জীবনে, এমনকি পিটার্সবুর্গের কারাগারে, বা সাইবেরিয়াতেও, তত করি নি। পড়া চলত এক নাগাড়ে ভোর সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত।'

এক বছর পরে কাজান ফেরার অনুমতি মিলল। ভ্লাদিমির ইলিচ ফের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করেন, শিক্ষা চালিয়ে যাবার জন্য বিদেশ যাত্রার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু জার সরকার আবেদন অগ্রাহ্য করল, উলিয়ানভের নাম ছিল 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের' তালিকায়।

কাজানে সে সময় গুটিকয়েক অবৈধ (গুপ্ত) বিপ্লবী চক্র ছিল। এগুলির সংগঠক ছিলেন প্রথম রুশী বিপ্লবী-

উলিয়ানভ পরিবার

ফোটো, ১৮৭৯ সাল

ভ. ই. লেনিন (উলিয়ানভ)। ১৮৮৭

মার্কসবাদীদের অন্যতম ন. ইয়ে. ফেদোসেয়েভ। চক্রের অংশীদারদের সঙ্গে পরিচয় হয় ভ্লাদিমির ইলিচের। একটি চক্রে তিনি যোগ দেন।

ভ্লাদিমির উলিয়ানভ গভীরভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করতে শুরু করেন — মার্কসবাদ হল তার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কসের নাম অনুসারে এক বিপ্লবী শিক্ষামালা। মার্কস ও তাঁর বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পুঁজির শোষণ থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতীদের মুক্তির লক্ষ্যে সারা জীবন উৎসর্গ করেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি তাঁরা সমাজ বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেন, সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের পথ দেখান।

প্রলেতারিয়েতের এই মহাগুরুরা বৈজ্ঞানিকভাবে দেখান, যে-সমাজব্যবস্থায় মেহনতীদের ঘাড় ভেঙে পুঁজিপতিদের মুঠি ভরে সেটা চিরস্থায়ী নয়। পুঁজিবাদী পীড়ন থেকে মানবজাতির মুক্তির জন্য দরকার এমন শক্তির, যা বুর্জোয়ার শাসন চূর্ণ করে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়তে সমর্থ। এই শক্তি হল প্রলেতারিয়েত, মজুরি শ্রমিকদের শ্রেণী। প্রলেতারিয়েত হল বুর্জোয়া সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত, সবচেয়ে সংগঠিত, সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী। মার্কসবাদের মূলকথা ব্যাখ্যা করে লেনিন পরে লিখেছিলেন, 'মার্কস ও এঙ্গেলসের বিশ্ব ঐতিহাসিক কীর্তি হল এই যে তাঁরা সকল দেশের প্রলেতারিয়েতকে দেখিয়ে দিয়েছেন কী

তাদের ভূমিকা, কী কর্তব্য, কী ব্রত: পুঁজির বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বপ্রথম উত্থিত হতে হবে, সে সংগ্রামে নিজেদের চারপাশে **সমস্ত** মেহনতী ও শোষিতদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।'

মার্কস ও এঙ্গেলস এই শিক্ষা দেন যে, প্রলেতারিয়েত ও পুঁজিপতিদের মধ্যে সংগ্রামের শেষ পরিণাম হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিপতিদের শাসন চূর্ণ করবে এবং মেহনতী জনের স্বার্থে প্রতিষ্ঠা করবে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, অর্থাৎ নিজেদের ক্ষমতা।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রশ্নটা মার্কসীয় শিক্ষার একটা প্রধান কথা। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব শ্রমিকদের প্রয়োজন শোষক শ্রেণী — পুঁজিপতি ও জমিদারদের প্রতিরোধ দমনের জন্য, কৃষকদের নিজের পক্ষে টেনে এনে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য। আর এই ঐতিহাসিক কর্তব্য সাধন করতে হলে প্রলেতারিয়েতের চাই নিজস্ব বিপ্লবী পার্টি, যা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে চালিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে তার সঠিক লক্ষ্য নির্দেশ করে, সমাজতন্ত্রের জন্য তার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়।

লেনিন যে সময় বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন, সে সময় মার্কসীয় মতবাদ পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনে প্রাধান্য অর্জন করে রাশিয়াতেও ছড়াতে শুরু করেছিল। রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রথম বিশিষ্ট প্রচারক হলেন গ.ভ. প্লেখানভ। জারের নির্যাতন থেকে

আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়ে প্লেখানভ ও তাঁর সঙ্গীরা জেনেভায় (সুইজারল্যাণ্ড) ১৮৮৩ সালে ‘শ্রমমুক্তি’ নামে প্রথম রুশী মার্কসবাদী গ্রুপ গঠন করেন। এই গ্রুপের সভ্যরা মার্কস ও এঙ্গেলসের গ্রন্থ রুশ ভাষায় অনুবাদ করতেন ও গোপনে রাশিয়ায় পাঠাতেন। ১৮৮০-এর দশকে রাশিয়াতে দেখা দিল মার্কসবাদী চক্র ও গ্রুপ।

এই মার্কসবাদের মধ্যেই তরুণ লেনিন খুঁজে পেলেন সেই ভাবাদর্শের হাতিয়ার, যা আয়ত্ত করে রুশ প্রলেতারিয়েতের পক্ষে আত্মমুক্তি অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয় সম্ভব। কার্ল মার্কসের প্রধান রচনা — ‘পুঁজি’ গ্রন্থটি তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেন। আন্না ইলিনিচনা পরে বলেছেন, কী আবেগ আর অনুপ্রাণনা নিয়ে লেনিন তাঁকে বলতেন ‘মার্কসের মূল তত্ত্বের কথা, যে নতুন দিগন্ত তাতে উন্মোচিত হচ্ছে তার কথা... এমন একটা সতেজ বিশ্বাসের স্রোত বইত তাঁর কাছ থেকে যে তাতে সহালাপীরাও সংক্রামিত হত। কথা বলে লোককে বোঝানো, স্বমতে আনা — এ ক্ষমতা তাঁর তখনই দেখা গিয়েছিল।’ লেনিন হয়ে উঠলেন প্রত্যয়সিদ্ধ মার্কসবাদী, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মহাভাবনার অগ্নিগর্ভ প্রচারক।

১৮৮৯ সালের মে মাসে ভ্লাদিমির ইলিচ গোটা পরিবারের সঙ্গে কাজান থেকে সামারা গুবের্নিয়ায় চলে

আসেন। এখানে তাঁর কাটে সাড়ে চার বছর। গরমে তাঁরা থাকতেন আলাকায়েভকা গ্রামের কাছে খামারবাড়িতে, শরতে চলে আসতেন সামারায়। এই সময়টা তাঁর কেটেছে অটুট পরিশ্রম ও পাঠে। ভ্লাদিমির ইলিচ অক্লান্তভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা অধ্যয়ন চালিয়ে যান ও বিদেশী ভাষা শিখতে থাকেন, বিশেষ করে জার্মান ভাষা। এই সময়েই মার্কস ও এঙ্গেলসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিমূলক গ্রন্থ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' তিনি জার্মান থেকে রুশীতে অনুবাদ করেন। হাতে লেখা এই অনুবাদ পড়া হত বিপ্লবী যুবকদের চক্রে। স্বভাবসিদ্ধ উদ্যম ও প্রত্যয়ে লেনিন এখানেও মার্কসবাদী শিক্ষার প্রচার চালান।

লেনিন যখন সামারায় আসেন, তখন বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন, প্রধানত শিক্ষার্থী, যুবকেরা ছিল নারোদবাদের প্রভাবে। বিপ্লবী আন্দোলনে তখনো তার খুব প্রাধান্য। কেমন ছিল এই নারোদবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি? রাশিয়ার ভবিষ্যৎ বিকাশটা তারা কী চোখে দেখত, কী পদ্ধতিতে লড়ত জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে?

নারোদবাদীরা বলত যে রাশিয়ায় পুঁজিবাদ বিকশিত হবে না, অন্য সমস্ত দেশ থেকে স্বতন্ত্র কোনো একটা বিশেষ পথে সে এগুবে। শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা তারা অস্বীকার করত, কৃষকদেরই মনে করত

মূল বিপ্লবী শক্তি, চেষ্টা করত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে নামাতে। এই লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা আসত গ্রামে — এটাকে তখন বলা হত 'জনগণের মধ্যে' যাওয়া। এই থেকেই জনবাদী বা নারোদনিক (নারোদ মানে জনগণ) নাম হয়। কৃষকেরা কিন্তু নারোদবাদীদের প্রচারে খুব আস্থার ভাব দেখাত না।

জার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নারোদবাদীরা খুব একটা বড়ো স্থান দিত সন্ত্রাসকে; ভাবত, জার সরকারের স্বতন্ত্র এক একজন প্রতিনিধিকে হত্যা করতে পারলে স্বৈরতন্ত্র ভয় পেয়ে যাবে, কর্মনীতি পরিবর্তনে বাধ্য হবে। এইভাবে তারা অনুমান করত, জনগণ নয়, ব্যক্তিবিশেষই জারতন্ত্র চূর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু এটা ছিল খুবই ভুল। বিশিষ্ট জার রাজকর্মচারীদের এবং এমনকি স্বয়ং জারকে নিহত করেও প্রচলিত ব্যবস্থা বদলানো যায় নি। জারতন্ত্রী ব্যবস্থা থেকেই গেল। নিহত মন্ত্রীর জায়গায় নিযুক্ত হত নতুন, জারের প্রতি সমান অনুগত কর্মচারী, আর নারোদবাদীদের উপর চলত নিষ্ঠুর দলন — সরকার তাদের কারাগারে পুরত, ফাঁসি দিত, কয়েদ খাটাতে পাঠাত নির্বাসনে। নারোদবাদীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগে তাদের বিপ্লবী খ্যাতি বাড়ে, বুদ্ধিজীবী ও অগ্রণী শ্রমিকদের মধ্যে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি সহজ হয়। ১৮৭০-এর দশকের নারোদবাদীদের

প্রতি তাদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা, পৌরুষ ও অগ্নিশুদ্ধির জন্য লেনিন গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের ভ্রান্ত দৃষ্টি ও কর্মেরও সমালোচনা করতেন তিনি।

জার সরকার যখন 'নারোদনায়া ভোলিয়া' (জনাভিপ্রায়) নামক গুপ্ত সংগঠনটি ভেঙে দেয়, নারোদবাদীদের অধিকাংশই বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে সরে যায়। স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে আপোসের প্রচার করতে থাকে তারা। জারতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামী প্রাক্তন বিপ্লবী নারোদবাদীদের বদলে ১৮৯০-এর দশকের এই নারোদবাদীরা শুধু যে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ত না তাই নয়, এমনকি তার পদসেবাই করত। এই ধরনের নারোদবাদীদের নাম হয় উদারনীতিক। লেনিন দৃঢ়ভাবে লড়েছিলেন এই সব উদারনীতিকদের বিরুদ্ধে, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্রিয়াকলাপ উভয় ক্ষেত্রেই এরা সর্বপ্রকার বিপ্লবী মনোবৃত্তি হারিয়ে বসেছিল।

সামারায় লেনিনই প্রথম নারোদবাদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হন। উত্তেজিত বিতর্ক ও আলাপে লেনিন দেখিয়ে দিলেন তাদের তত্ত্বের অযৌক্তিকতা এবং বাস্তবজীবনের সঙ্গে তার স্ববিরোধ।

নিজের শিক্ষা সম্পূর্তির কাজ ভ্লাদিমির ইলিচ দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যান। গ্রীষ্মকালে আলাকায়েভকায় বাগানের ঘন লাইম-বীথির এক কোণে ছায়াঘেরা একটা

জায়গা ছিল তাঁর; একটি কাঠের বেঞ্চি আর টেবিল ছিল সেখানে। আন্না ইলিনিচনা বলেছেন, 'সকালে চায়ের পর বইয়ের বোঝা নিয়ে সেখানে সে যেত এমন কাঁটায় কাঁটায়, যেন খুব কড়া এক মাস্টার বুঝি বা অপেক্ষা করে আছে। দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত একান্ত নির্জনে সারা সময়টা তার ওখানেই কাটত।' পাঠের সঙ্গে অবকাশকেও মেলাত ভ্লাদিমির। শরীরচর্চা, ভ্রমণ, যন্ত্রসঙ্গীত, গান আর দাবা খেলায় ঝোঁক ছিল তার। হাসিঠাট্টা খুব ভালোবাসত, নিজের প্রাণোচ্ছলতা ও তারুণ্যের খুশিতে সবাইকে মাতিয়ে তুলত।

দেড় বছরের মধ্যে ভ্লাদিমির ইলিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের পাঠ্যসূচি নিজে নিজেই পড়ে শেষ করেন। ১৮৯১ সালে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পরীক্ষায় চমৎকার উত্তীর্ণ হন ও প্রথম বিভাগের ডিপ্লোমা পান। ১৮৯২ সালে সামারা সদর আদালতে ভ্লাদিমির ইলিচ আসামীদের উকিল হিসাবে কাজ শুরু করেন। তাঁর মক্কেলরা ছিল প্রধানত গরিব চাষী। তবে শুধু ওকালতি নিয়েই তিনি ছিলেন না। নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য তিনি নিয়োগ করলেন মার্কসবাদ অধ্যয়নে, সক্রিয় বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে নামার প্রস্তুতিতে।

১৮৯২ সালে লেনিন সামারায় প্রথম মার্কসবাদী গ্রুপ স্থাপন করেন, তার সদস্যেরা মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা অধ্যয়ন করত আর মার্কসবাদের বিশদ প্রচার

চালাত। চক্রে ছিল বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন সব তরুণ: আ. প. স্ক্লিয়ারেঙ্কো, ই. খ. লালাইয়ান্‌ৎস, ম. ই. সেমিওনভ, ই. আ. কুজনেৎসভ, ম. ই. লেবেদেভা প্রভৃতি। তখনই লেনিনের গভীর জ্ঞান, প্রত্যয়সিদ্ধি ও স্বপক্ষে টানার ক্ষমতায় তাঁর সমভাবীরা আশ্চর্য হতেন। চক্রের অন্যতম সভ্য ই. খ. লালাইয়ান্‌ৎস তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'তেইশ বছরের এই মানুষটির মধ্যে চমৎকার মিলেছিল একদিকে সরলতা, সংবেদনশীলতা, প্রাণোচ্ছলতা ও রসিকতা এবং অন্যদিকে — দৃঢ়তা, জ্ঞানের গভীরতা, যুক্তির নির্মম ধারাবাহিকতা, বিচার ও সিদ্ধান্তের প্রাঞ্জলতা ও যাথার্থ্য।'

রাশিয়ার গ্রাম জীবনকে ভ্লাদিমির ইলিচ স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রায়ই আলাপ করতেন কৃষকদের সঙ্গে, জিজ্ঞেস করতেন তাদের অবস্থার কথা, মন দিয়ে তাদের বক্তব্য শুনতেন। সেই সঙ্গে মন দিয়ে অর্থনৈতিক বই পড়তেন, কৃষকদের অবস্থা নিয়ে পরিসংখ্যান দেখতেন। সামারায় তিনি 'কৃষক জীবনে নতুন অর্থনৈতিক আন্দোলন' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। লেনিনের যে সব রচনা টিকে আছে তাদের মধ্যে এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো। এতে তিনি রাশিয়ার কৃষিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ এবং গরিব, মাঝারি ও কুলাক (ধনী কৃষক) হিসেবে কৃষকদের স্তরভেদ দেখান।

লেনিনের কাজ শুধু সামারায় সীমাবদ্ধ ছিল না; ভলগাতীরের কাজান, সারাতভ, সিজরান প্রভৃতি শহরের মার্কসবাদীদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন।

লেনিনের পরবর্তী কার্যকলাপের পক্ষে সামারার এই বছরগুলির তাৎপর্য অনেক। বিপ্লবী সংগ্রামের প্রশস্ত পথে উত্তীর্ণ হবার মতো শক্তি সঞ্চয়ের পর্ব ছিল এটা। এইখানেই তাঁর মার্কসবাদী, কমিউনিস্ট প্রত্যয় চূড়ান্তরূপে দানা বাঁধে ও রূপ নেয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের মহাদর্শ ও শিক্ষার বিশ্বস্ত ধারাবাহক হয়ে উঠলেন লেনিন। কিন্তু মফস্বল শহর সামারা লেনিনের বিপ্লবী কর্মের পক্ষে ছিল অপরিসর। বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন তিনি, যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রলেতারীয় জনগণের বিপুলাংশ, বিপ্লবী সংগ্রাম বিকাশের সম্ভাবনা যেখানে বেশি। ১৮৯৩ সালের অগস্টে লেনিন সামারা থেকে পিটার্সবুর্গে চলে আসেন।

রাশিয়ার বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের নায়ক

পিটার্সবুর্গ সে সময় ছিল রাশিয়ার রাজধানী, দেশের শ্রমিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সেখানে ছিল কয়েকটি গুপ্ত চক্র, তাদের সদস্যরা

মার্কসবাদের চর্চা করত, অগ্রণী শ্রমিকদের মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ প্রচার করত। এই রকম একটি চক্রে যোগ দিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ। পার্টির সবচেয়ে পুরনো সভ্য গ. ম. ক্র্জিজানভস্কি বলেছেন, 'হঠাৎ আমাদের উত্তরের সমভূমিতে অসাধারণ একটি মানুষের উদয় হল, যিনি মার্কসের প্রতিভায় পিটিয়ে তোলা হাতিয়ারটির শক্তি যেমন বুঝতেন তেমন আর কেউ পারত না। তাঁর কাছে মার্কসবাদী হলেন সর্বাগ্রে বিপ্লবী।'

বিপুল উদ্যম ও উদ্দীপনায় লেনিন বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মার্কসবাদের গভীর জ্ঞান এবং রাশিয়ার পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগের দক্ষতা, শ্রমিক আদর্শের অপরাজেয়তায় দৃঢ় বিশ্বাস, এবং দক্ষ সংগঠন-ক্ষমতার জন্যে লেনিন পিটার্সবুর্গ মার্কসবাদীদের স্বীকৃত নেতা হয়ে উঠলেন।

পিটার্সবুর্গে লেনিন যখন কার্যকলাপ শুরু করেন, ঠিক সেই সময়ই ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ঊনিশ শতকের ৯০-এর দশকে রাশিয়ায় একটা শিল্পোন্নয়ন দেখা দেয়: নতুন নতুন কলকারখানা মাথা তোলে, দ্রুত বেড়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণী এবং পুঁজিবাদের সঙ্গে সংগ্রামে আরো দৃঢ়ভাবে তারা এগিয়ে আসে। প্রলেতারিয়েতকে নিজ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হলে দরকার স্বাধীন বিপ্লবী শ্রমিক পার্টি।

পিটার্সবুর্গ মার্কসবাদীদের কাছে লেনিন এইরকম একটা পার্টি গঠনের কর্তব্য হাজির করলেন।

কিন্তু মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক পার্টি গঠনের পথে প্রধান বাধা ছিল উদারনীতিক নারোদবাদ।

পিটার্সবুর্গে লেনিন উদারনীতিক নারোদবাদীদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান, এরা তাদের পুস্তক ও পত্রপত্রিকায় মার্কসবাদের ওপর সরোষ আক্রমণ চালাত, নিজেদের বলত জনগণের বন্ধু। ১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মে লেনিন লেখেন ''জনগণের বন্ধু' কারা এবং কীভাবে তাঁরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে লড়েন?'। এ পুস্তকে তিনি নারোদবাদীদের তাত্ত্বিক মতবাদের সর্বাঙ্গীন সমালোচনা করে তাদের ভ্রান্তি ও অনিষ্টকরতা দেখান। লেনিন বলেন যে নারোদবাদ বিপ্লবী মতবাদ থেকে পরিণত হয়েছে উদারনীতিকতায়: এখন তারা কেবল ছোটখাটো সংস্কারের কথা বলছে এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম একেবারে পরিহার করেছে। উদারনীতিক নারোদবাদীদের তিনি উদ্ঘাটিত করে দেখান যে তারা জনগণের কপট বন্ধু, আসলে তারা কুলাকদের স্বার্থই প্রকাশ করছে। লেনিন লেখেন, মেহনতীদের সত্যিকার প্রতিনিধি ও রক্ষক নারোদবাদীরা নয়, মার্কসবাদীরা। এ বইয়ে লেনিন মার্কসবাদী মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যাখ্যাত করেন এবং রাশিয়ার বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য তার তাৎপর্য

দেখান সবদিক দিয়ে। রুশী মার্কসবাদীদের মধ্যে লেনিনই প্রথম সমাজের পরিচালক ও অগ্রণী বিপ্লবী শক্তি হিসাবে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। লেনিন দেখালেন যে কেবল শ্রমিক শ্রেণীই সমস্ত মেহনতীদের নেতৃত্ব নিতে সক্ষম, স্বৈরাচারকে, পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে নিজেদের, শ্রমিকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মেহনতীদের উত্থিত করতে পারে তারাই।

কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রীর মহান ধারণাটা লেনিন বিকশিত করে তোলেন। এছাড়া স্বৈরাচারের, জমিদারদের, বুর্জোয়াদের শাসন উচ্ছেদ, শ্রমিক শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠা ও নতুন, কমিউনিস্ট সমাজ গঠন সম্ভব নয়। এই ধারণাটা তিনি সারা জীবন প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করে গেছেন এবং পরবর্তী বহু বছর ধরে তা কার্যকরী করার জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়েছেন। বার বার তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে বিচ্ছিন্ন সব মার্কসবাদী চক্রকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে একটি একক বিপ্লবী পার্টিতে, যা নেতৃত্ব করবে শ্রমিক আন্দোলনের।

‘ ‘জনগণের বন্ধু’ কারা এবং কীভাবে তাঁরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে লড়েন?’ বইখানি ছাপা ও প্রচারিত হয় গোপনে, কপির সংখ্যা বেশি ছিল না। ছাপাখানায় বই ছাপাবার সুযোগ ছিল না পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদীদের, বইটি প্রচারিত হয় লিথোগ্রাফ করে।

‘হলদে খাতা’ নামে লেনিনের বইটি হাতে হাতে ফিরত, তুমুল তর্ক ও উত্তেজনা জাগাত। পিটার্সবুর্গ, মস্কো, নিজনি নভগোরদ, ভ্লাদিমির, কিয়েভ, রিগা প্রভৃতি শহরে পড়া হত বইটি। ‘শ্রমমুক্তি’ গ্রুপের সদস্যরাও বইটির কথা জানতেন। এ বইয়ের বিপ্লবী তাৎপর্য ছিল বিপুল। নারোদবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয় বইখানি, সংগ্রাম ও বিজয়ের একমাত্র সঠিক পথ তা দেখায় রুশী বিপ্লবীদেরকে, শ্রমিক শ্রেণীকে। বিপ্লবী আন্দোলনের সরিক স. ই. মিৎস্কেভিচ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘এ বইটি বেরবার পর ভ্লাদিমির ইলিচ মার্কসবাদীদের মধ্যে আরো বেশি জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠাবান হয়ে ওঠেন। নবীন রুশী মার্কসবাদী ধারাটি বুঝল যে লেনিনের মধ্যে এক বিরাট রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক শক্তি তারা পেয়ে গেছে।’

শুধু নারোদবাদীদের বিরুদ্ধে নয়, তথাকথিত ‘বৈধ মার্কসবাদীদের’ বিরুদ্ধেও দৃঢ় লড়াই চালাতে হয় লেনিনকে। এরা ছিল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী; বৈধ, অর্থাৎ জার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, পত্রপত্রিকায় তারা মার্কসবাদ সম্বন্ধে লিখত। মার্কসবাদকে বুর্জোয়াদের স্বার্থের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য চেষ্টিত থাকায় তারা বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিহার করত, মার্কসবাদের বিপ্লবী সারবস্তুটাই, যথা — শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয়

একনায়কত্বের মতবাদটা তারা অস্বীকার করত। কিন্তু 'বৈধ মার্কসবাদীরা' যেহেতু নারোদবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াত, তাই তাদের সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়া চলতে পারে বলে লেনিন মনে করতেন। সেই সঙ্গেই মার্কসবাদের এই ছদ্মবেশী শত্রুদের দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেন তিনি, তাদের উদারনীতিক-বুর্জোয়া সত্তাটা তিনি খুলে দেখান। বিপ্লবী বিশ্বদৃষ্টির বিশুদ্ধতা রক্ষা করার, সর্ববিধ বিকৃতি ও অপলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শিক্ষা দেন তিনি মার্কসবাদীদের।

লেনিন উৎসাহভরে বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টি গড়ার কাজে লাগলেন। বড়ো বড়ো কলকারখানার অগ্রণী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন তিনি — যেমন: ভ. আ. শেলগুনভ (বল্টিক জাহাজ-নির্মাণ কারখানা), ই. ভ. বাবুশকিন (নেভস্কি জাহাজ-নির্মাণ ও মেকানিকাল কারখানা), ন. ইয়ে. মের্কুলভ (আলেক্সান্দ্রভস্কি মেকানিকাল কারখানা) ও আরো অনেকের সঙ্গে। এঁরা ছিলেন রুশী শ্রমিক শ্রেণীর চমৎকার প্রতিনিধি, লেনিনের নেতৃত্বে এঁরা পার্টি গড়ে তোলেন। বিপ্লবী-শ্রমিক কর্মীদের, প্রলেতারীয় পার্টির সংগঠকদের লেনিন দরদ দিয়ে লালন-পালন করেন।

নেভস্কি ফটকের ওপারে, পিটার্সবুর্গ ও ভিবর্গ অঞ্চলগুলির শ্রমিক চক্রের নেতৃত্ব করতেন লেনিন।

পড়াশুনা চলত শ্রমিকদের ঘরে। যেমন, সেমিয়ানিকভ কারখানার শ্রমিক চক্র জমা হত ই. ভ. বাবুশকিনের ঘরে, ইনি পরে রুশ শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী হয়ে ওঠেন, লেনিন এঁকে আখ্যা দেন পার্টির গৌরব, জনবীর। লেনিন লিখেছেন, 'জার স্বৈরতন্ত্রের কাছ থেকে যা কিছু অর্জিত হয়েছে, সেটা হয়েছে **একমাত্র** গণ সংগ্রামের মাধ্যমে, যাদের নেতৃত্ব করেছেন বাবুশকিনের মতো লোকেরা।'

মার্কসীয় মতবাদের সবচেয়ে জটিল প্রশ্নও সহজ ও প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন ভ্লাদিমির ইলিচ। মার্কসীয় মতবাদকে তিনি শ্রমিকদের কাছে অন্তরঙ্গ ও বোধগম্য করে তোলেন, দেশ ও মেহনতী জনগণের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সঙ্গে তা মিলিয়ে নিতেন।

লেনিনের চক্রে পড়াশুনার কথা প্রসঙ্গে বাবুশকিন বলেন: 'আমাদের বক্তৃতাগুলো হত খুব জীবন্ত, আগ্রহবহ... এই সব বক্তৃতায় আমরা সবাই নিজেদের খুব তৃপ্ত বোধ করতাম, অবিরাম গুণগান করতাম আমাদের বক্তার।'

১৮৯৪ সালে ভ্লাদিমির ইলিচের পরিচয় হয় নাদেজদা কনস্তানতিনোভনা ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে; ইনি ছিলেন নেভস্কি ফটকের ওপারে শ্রমিকদের রবিবাসরীয় সান্ধ্য স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁর অনেক ছাত্রই ছিল লেনিনের পরিচালনাধীন চক্রের অন্তর্ভুক্ত। একই

সাধারণ কর্মের মধ্যে দিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে নাদেজদা কনস্তানতিনোভনার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

শ্রমিকেরা ভারি ভালোবাসত ভ্লাদিমির ইলিচকে। তিনি ছিলেন তাদের ঘনিষ্ঠ, তাদের প্রতি মনোযোগী ও সজাগ। তাঁর পাঠগুলিতে আসতে লাগল বেশি বেশি শ্রমিক। লেনিন মন দিয়ে শ্রমিকদের কাজকর্ম ও জীবনের পরিস্থিতি অধ্যয়ন করেন, যেসব সমস্যায় তারা আলোড়িত সেগুলির গভীরে প্রবেশ করতেন। ন. ক. ক্রুপস্কায়ার 'স্মৃতিকথায়' আছে, 'শ্রমিকদের রীতিনীতি ও জীবন যাত্রার পরিচয় আছে এমন ছোটোখাটো প্রতিটি ব্যাপারেই ছিল ভ্লাদিমির ইলিচের আগ্রহ, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দিক থেকে তিনি চাইতেন শ্রমিকদের সমগ্র জীবনটাকে ধরতে, সেই জিনিসটার খোঁজ করতেন, যার হদিশ পেলে সবচেয়ে ভালোভাবে বিপ্লবী প্রচার নিয়ে হাজির হতে পারা যায় শ্রমিকদের কাছে।' বোধগম্য দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখাতেন, কীভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করা উচিত জীবনে, পুঁজিবাদী ও জার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার কী পদ্ধতিতে।

পিটার্সবুর্গে স্থানীয় প্রলেতারীয়দের মধ্যে লেনিন বেড়ে ওঠেন শ্রমিক শ্রেণীর নেতা হিসাবে, তাদের সংগঠক ও পরিচালক রূপে।

শুশেন্‌স্কয়ে গ্রামের এই বাড়িতে নির্বাসনের সময় লেনিন থাকতেন

ফোটো

ন. ক. ক্রুপস্কায়া

ফোটো, ১৮৯৫ সাল

পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদীরা প্রচার চালাত ছোটো ছোটো চক্রে। অগ্রণী শ্রমিকদের অনতিবৃহৎ চক্রের মধ্যে মার্কসবাদের প্রচার থেকে ব্যাপক জনগণের মধ্যে আন্দোলনের কাজে এগিয়ে যাবার কর্তব্যটা পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদীদের কাছে লেনিনই প্রথম হাজির করেন। এ ব্যাপারে লেনিনের পুস্তিকা ও প্রচারপত্রগুলির বৃহৎ ভূমিকা আছে। ভ্লাদিমির ইলিচ বলেছিলেন, 'আমার সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা, সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন ছিল শ্রমিকদের জন্য লেখার সুযোগ পাওয়া।' তাঁর লেখা পুস্তিকা ও প্রচারপত্রগুলি সবচেয়ে অদীক্ষিত পাঠকদের কাছেও বোধগম্য ছিল। তাতে লেনিন শ্রমিকদের অধিকারহীন অবস্থা, তাদের ওপর পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণ, মেহনতী জনগণের দারিদ্র্য ও নিপীড়ন দেখাতেন, মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামপথের ব্যাখ্যা করতেন। লেখায় প্রাঞ্জলতা আনবার জন্য লেনিন প্রায়ই ললিতসাহিত্যের আশ্রয় নিতেন। যেমন, 'নতুন কারখানা আইন' পুস্তিকায় তিনি ই. আ. ক্রিলোভের 'সিংহের শিকার' নামে বিখ্যাত গল্পটি তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, ওভারটাইমের নতুন নিয়মটায় সিংহের শিকার বখরার কথা মনে পড়ছে। 'প্রথম ভাগটা সে ন্যায্য মতে নিজেই নিল। দ্বিতীয় ভাগটা নিল এই জন্য যে সে পশুর রাজা; তৃতীয় ভাগটা সে নিল, কারণ সে সবার চেয়ে বলবান; আর চতুর্থ

ভাগটার দিকে যে থাবা বাড়াবে তাকে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।' মজুরদের ওপর শোষণ ও লুণ্ঠন চালাবার সময় পুঁজিপতিরাও ঠিক তাই করে। এই ধরনের প্রচারের ফলে ব্যাপক ধর্মঘট আন্দোলনের বিকাশে সাহায্য হয়।

১৮৯৫ সালের বসন্তে পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদীদের সিদ্ধান্তক্রমে 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও পশ্চিম ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য লেনিন বিদেশে যান।

সুইজারল্যাণ্ডে 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপের সদস্য গ. ভ. প্লেখানভ এবং প. ব. আক্সেলরদের সঙ্গে লেনিন সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সঙ্গে একত্রে 'রাবোৎনিক' (শ্রমিক) নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশের কথাবার্তাও ঠিক হয়। লেনিন তাঁর ওপর যে প্রবল ছাপ ফেলেন সে কথা প্লেখানভ লিখে গেছেন। তাঁর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, দীর্ঘ প্রবাস জীবনে রাশিয়ার বহু লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছে, কিন্তু তরুণ উলিয়ানভ তাঁর যতটা আশা জাগিয়েছিলেন এমন আর কেউ নয়। লেনিনের বুদ্ধি, কর্মশক্তি এবং বিপ্লবের জয়লাভে গভীর আস্থা তাঁর ভালো লেগেছিল।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে লেনিন যান প্যারিস ও বার্লিন। সেখানে তিনি ফরাসী ও জার্মান শ্রমিকদের সভায় হাজির থাকেন, তাদের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি

অধ্যয়ন করেন। প্যারিসে মার্কসের জামাতা, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী পল লাফার্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের মহাগুরু ও নায়ক ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছা ছিল ভ্লাদিমির ইলিচের, কিন্তু এঙ্গেলস তখন ছিলেন গুরুতর পীড়িত। তাই দেখা হয় নি।

তখন হাতে যা সময় থাকত সেটা তিনি গ্রন্থাগারে মার্কসবাদের এমন সব গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যয় করতেন, যা রাশিয়ায় পাওয়া সম্ভব ছিল না।

বিদেশ থেকে ফেরার পর লেনিন পিটার্সবুর্গে না গিয়ে ভিলনো, মস্কো, অরেখভো-জুয়েভো'য় যান, ও সেখানকার স্থানীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের (বিপ্লবী মার্কসবাদীদের তখন এই নাম ছিল) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সুটকেসের নিচেকার গোপন তলায় করে তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য নিয়ে এসেছিলেন, পরে তা বহু শহরে প্রচার করা হয়। আন্না ইলিনিচনা লিখেছেন, '... কাস্টম্‌স্‌ চেকের সময় ভ্লাদিমির ইলিচের সুটকেসটা উল্টে ফেলে তলাটা টিপে দেখা হয়। অভিজ্ঞ কাস্টম্‌স্‌ অফিসাররা এইভাবেই দ্বিতীয় তলা আছে কিনা যাচাই করে। সেটা জানা থাকায় ভ্লাদিমির ইলিচ ভেবেছিলেন, সেরেছে! তাঁকে যে ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দেয় এবং পিটার্সবুর্গে যেখানে তিনি সুটকেসটা দেন সেখানকার অফিসারটাও যে একই রকম নির্বিকার

থাকে, এতে তাঁর মেজাজ হয়ে ওঠে চমৎকার, সেই মেজাজেই তিনি মস্কোয় আমাদের কাছে আসেন।'

১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে লেনিন পিটার্সবুর্গ ফেরেন। আরো বেশি উদ্যোগ নিয়ে তিনি বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, প্রায়ই সভা বসাতেন, আলাপ করতেন শ্রমিকদের সঙ্গে। পুলিসী তৎপরতা বাড়লেও তাঁর বাধা হয় নি। জার পুলিসের নজর এড়িয়ে চমৎকার ধোঁকা দিতেন তিনি, গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য বহুবার বাসা বদল করেন।

১৮৯৫ সালের শরতে লেনিন পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদী চক্রগুলিকে সম্মিলিত করেন একটি একক রাজনৈতিক সংগঠনে, পরে এর নাম হয় 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম সঙ্ঘ'। 'সংগ্রাম সঙ্ঘ' রইল কেন্দ্রীয় গ্রুপের অধীনে, যার নেতা ছিলেন লেনিন। এ সংগঠনে ছিলেন — আ. আ. ভানেয়েভ, প. ক. জাপরোজেৎস, গ. ম. ক্রজিজানভস্কি, ন. ক. ক্রুপস্কায়া, ল. মার্তভ, আ. ন. পত্রেসভ, স. ই. রাদচেঙ্কো, ভ. ভ. স্তার্কভ প্রভৃতি।

'সংগ্রাম সঙ্ঘের' বনিয়াদ ছিল কলকারখানার শ্রমিক চক্রগুলি, এগুলির পরিচালনা করত স্থানীয় গ্রুপেরা, যারা এলাকা কমিটির কাজ চালাত। কঠোর শৃঙ্খলা, ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রের প্রতি অধীনতা এবং তার নির্দেশের নিখুঁত পালন — এই প্রেরণায় লেনিন সঙ্ঘসভ্যদের শিক্ষিত

করে তুলতেন। সংগঠনের সমস্ত ধাপেই রিপোর্টিং নীতির (জবাবদিহি প্রথার) ব্যবস্থা চালু হয়।

'সংগ্রাম সঙ্ঘ' হল রাশিয়ায় বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টির প্রথম অঙ্কুর। এইখানেই তার মহান ঐতিহাসিক তাৎপর্য। এই সঙ্ঘ গণ শ্রমিক আন্দোলনের ওপর নির্ভর করে প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামকে পরিচালিত করত। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারার মিলন কার্যকরী করতে 'সংগ্রাম সঙ্ঘই' রাশিয়ায় প্রথম এগোয়।

৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে স্বতন্ত্র সব মার্কসবাদী চক্রের সম্পর্ক ছিল দুর্বল। এরা কেবল অগ্রণী শ্রমিকদের মধ্যে মার্কসবাদী তত্ত্বপ্রচার নিয়ে থাকত, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ চালাত না। লেনিনের 'সংগ্রাম সঙ্ঘ' রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন অবারিত করে এবং শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। শ্রমিকদের বিপ্লবী চেতনা উত্থিত করার মতো প্রচারপত্র প্রকাশ করত এ সঙ্ঘ। অল্প সময়েই 'সংগ্রাম সঙ্ঘ' ছাপায় কয়েক ডজন প্রচারপত্র; এতে কলমালিকদের স্বেচ্ছাচার বর্ণিত হত, নিজেদের স্বার্থের জন্য শ্রমিকদের কীভাবে লড়া দরকার, পুঁজিপতি ও জার সরকারের কাছে কী কী দাবি হাজির করতে হবে তার ব্যাখ্যা থাকত।

১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মে 'সংগ্রাম সঙ্ঘের' নেতৃত্বে পিটার্সবুর্গ সুতাকল শ্রমিকদের একটি বিখ্যাত ধর্মঘট হয়, তাতে যোগ দেয় তিরিশ হাজারের বেশি নরনারী শ্রমিক। ধর্মঘটের ফলে পিটার্সবুর্গ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিষ্ঠা বাড়ে। তাদের নেতৃত্বের কল্যাণেই ধর্মঘটটি এতটা প্রসার ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করে। পিটার্সবুর্গের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত 'সংগ্রাম সঙ্ঘের' প্রভাব পেঁছয়। এই সঙ্ঘের উদ্যোগ ও দৃষ্টান্তে মস্কো, কিয়েভ, ভ্লাদিমির, ইয়ারোস্লাভ্ল, ইভানভো-ভজনেসেনস্ক এবং রাশিয়ার অন্যান্য শহর ও গুবেনির্য়ায় শ্রমিক চক্রগুলি সম্মিলিত হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সঙ্ঘ ও গ্রুপে। 'সংগ্রাম সঙ্ঘের' কাজে গোটা রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন বিকাশের একটা প্রেরণা লাভ করে এবং তাতে করে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মার্কসবাদী পার্টি গঠনের কাজ সহজ হয়।

'সংগ্রাম সঙ্ঘের' ক্রিয়াকলাপের উপর নজর রাখছিল জার সরকার, এখন তার উপর প্রবল আঘাত হানল। ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরের গোড়ায় লেনিন সমেত তার কর্মীদের একটি বৃহৎ অংশ গ্রেপ্তার হয়। 'রাবোচেয়ে দেলো' (শ্রমিক আদর্শ) পত্রিকার প্রথম যে সংখ্যাটি 'সংগ্রাম সঙ্ঘের' সভ্যরা প্রস্তুত করে তুলেছিলেন, তাও হস্তগত করে পুলিস। গুপ্ত শ্রমিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রচেষ্টা এইভাবেই শেষ হল।

ভ্লাদিমির ইলিচকে রাখা হয় পিটার্সবুর্গ জেলে। একক কক্ষে তিনি কাটান ১৪ মাসের বেশি, কিন্তু জেলের গরাদের আড়ালে থাকলেও বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ তাঁর থামে নি। 'সংগ্রাম সঙ্ঘ'কে পরিচালনার উপায় তিনি বার করেন, বাইরেকার মুক্ত কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, চিঠি, প্রচারপত্র ও পুস্তিকা লিখে তা বাইরে পাঠাতেন। জেলে বসেই লেনিন লেখেন মার্কসবাদী পার্টির প্রথম খসড়া কর্মসূচি ও তার পরিব্যাখ্যান।

বিপ্লবী দলিলপত্র লেনিন লিখতেন বই ও পত্রপত্রিকার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে দুধ দিয়ে। এমনিতে তা চোখে পড়ত না, কিন্তু কাগজ আগুনে গরম করলে তা বেশ ফুটে উঠত। বিপ্লবীরা এই পদ্ধতিতে তখন প্রায়ই পত্রালাপ চালাতেন। রুটি দিয়ে 'দোয়াত' বানাতেন লেনিন, তাতে দুধ থাকত। পরিদর্শকেরা এলেই সেটি তিনি সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলতেন। তাঁর একটি পত্রে লেনিন পরিহাস করে লিখেছিলেন, 'ছয়টি দোয়াত আজ খাওয়া গেল।'

কারারুদ্ধ কমরেডদের সঙ্গেও লেনিন খুবই পত্রালাপ চালাতেন, এ ব্যাপারে কাজে লাগত জেলখানার গ্রন্থাগারের বই: প্রয়োজনীয় অক্ষরগুলোর ওপর

বিন্দুচিহ্ন দেওয়া হত, সেগুলো এক সঙ্গে যোগ করলে পাওয়া যেত বক্তব্য শব্দটি। ভ্লাদিমির ইলিচের চিঠিগুলি উদ্দীপিত ছিল সজীবতায়, শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের উপর বিশ্বাসে। বাইরে পাঠানো ওঁর প্রতিটি চিঠিতেই ফুটে উঠত কমরেডদের প্রতি মনোযোগ। প্রায়ই তিনি নির্দেশ পাঠাতেন — অমুকের জন্য গরম কাপড় জোগাড় করো, অমুকের জন্য 'কনে' চাই, কারণ অমুক কমরেডটি নিঃসঙ্গ, তার কাছে কেউ যায় না, মেয়েটি যেন মাঝে মাঝে দেখা করে আসে।

জেলেই লেনিন শুরু করেন তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ'। এ বইয়ের মালমশলা সংগ্রহের জন্য শত শত বই ও পত্রপত্রিকা পড়েন তিনি। আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠিতে তিনি প্রয়োজনীয় পুস্তকের ফর্দ পাঠাতেন। সেসব বই জেলে পেঁছে দেবার ভার নিয়েছিলেন দিদি আন্না ইলিনিচনা।

নিজের জন্যে কঠোর রুটিন বেঁধেছিলেন লেনিন। প্রতিটি দিনই ছিল কাজে ভরা, আর ঘুমোবার আগে চলত তাঁর নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা। ভ্লাদিমির ইলিচ পরে স্মরণ করে বলেছেন, 'ভয়ঙ্কর শীতে কামরা যখন একেবারে ঠাণ্ডা, তখন দিব্যি কসরত করে গরম হয়ে নেওয়া যেত, তারপর ঘুম যা হত তোফা।' আসন্ন সংগ্রামের জন্য তিনি শুধু ভাবাদর্শের দিক থেকে নয়, দৈহিকভাবেও নিজেকে পোক্ত করে তুলছিলেন এবং

সহকর্মীদেরও সেই শিক্ষা দিতেন। যেমন, ছোটো বোন মারিয়া ইলিনিচনা যখন একবার জেল খাটছিলেন, তখন লেনিন তাঁকে লিখেছিলেন, 'আরেকটা পরামর্শ দিই, হাতে যে বইগুলো আছে তা এমনভাবে বদল করে করে পড়বে, যাতে বৈচিত্র্য ফোটে। আমার খুব ভালো মনে আছে, পড়াশুনা বা কাজের অদল বদলে — যেমন, অনুবাদের পর পড়া, চিঠি লেখার পর শরীর চর্চা, গুরুতর গ্রন্থের পর রম্যরচনায় — অসাধারণ সাহায্য হয়।'

পিটার্সবুর্গে লেনিনের কার্যকলাপ, তাঁর তাত্ত্বিক রচনা মার্কসবাদের বিকাশে, রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন, লেনিনীয় পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটায়।

সাইবেরিয়ার নির্বাসনে

১৮৯৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব সাইবেরিয়ায় তিন বছরের নির্বাসনাজ্ঞা জানানো হল লেনিনকে। লেনিনের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য জার সরকার এইভাবে নির্যাতন করল তাঁকে।

১৮৯৭ সালের মে মাসে লেনিন তাঁর নির্ধারিত নির্বাসনস্থল ইয়েনিসেই গুবের্নিয়ার মিনুসিনস্ক এলাকার শুশেনস্কয়ে গ্রামে আসেন। সে সময় এটা ছিল — রেল লাইন থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে

এক অজ সাইবেরীয় গ্রাম। (এখন শুশেনস্কয়ে — ক্রাসনোয়ার্স্ক প্রদেশের এক বৃহৎ জেলা কেন্দ্র, সেখানে আছে: কৌটোবন্দী দুগ্ধজাত খাদ্যের কারখানা, দুটি গ্রন্থাগার, মাধ্যমিক স্কুল, কৃষি টেকনিকাল স্কুল, সংস্কৃতি ভবন, পাইওনিয়র ভবন। ১৯৩৭ সালে সেখানে খোলা হয় লেনিন মিউজিয়ম।)

এখানে থাকা লেনিনের পক্ষে সহজ ছিল না। বোনের কাছে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'নির্বাসনের প্রথম দিকটায় ইউরোপীয় রাশিয়া বা ইউরোপের মানচিত্রটা পর্যন্ত ছোঁব না ঠিক করি। মানচিত্রটা খুলে তার কালো কালো বিন্দুগুলো দেখতে শুরু করলেই ভারি কষ্ট হত।' কিন্তু প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কর্ম থেকে বিছিন্ন হলেও তিনি তাঁর স্ফূর্তি, উদ্যম ও প্রাণোচ্ছলতা হারান নি, দৃঢ় সংকল্পে অনেক পড়াশুনা করেন, সাইবেরিয়ার গ্রামের জীবনযাত্রা, কৃষকদের অবস্থা মন দিয়ে দেখেন। আশেপাশের লোকেরা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করত, প্রায়ই তাঁর কাছে আসত সাহায্যের আশায়। যেমন, লেনিন একবার স্বর্ণখনিওয়ালার বিরুদ্ধে স্বর্ণসন্ধানী কাজের এক মজুরকে মামলা জিততে সাহায্য করেন। এরপর থেকে প্রায়ই তাঁর কাছে চাষীরা এসে নিজেদের অভাব অনটনের কথা বলত, সাহায্য চাইত। পঁচিশ বছর পরে ভ্লাদিমির ইলিচ সেসব কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, '...যখন আমি সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলাম, তখন

উকিল হতে হয়েছিল। অবশ্য আণ্ডার গ্রাউণ্ড উকিল, কেননা আমি ছিলাম প্রশাসনিকভাবে নির্বাসিত, তাতে ওকালতি নিষিদ্ধ, কিন্তু আর কেউ না থাকায় আমার কাছেই লোকে এসে কিছু কিছু মামলা মোকদ্দমার কথা বলত।' লেনিন স্থানীয় লোকদের উপদেশ দিতেন, কীভাবে ধনী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচার থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

এক বছর পরে শুশেনস্কয়ে গ্রামে এলেন নাদেজদা কনস্তানতিনোভনা ক্রুপস্কায়া। পিটার্সবুর্গের 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম সঙেঘর' ব্যাপারে তিনিও গ্রেপ্তার হন এবং উফা গুবের্নিয়ায় নির্বাসিত হন। কিন্তু লেনিনের বাগদত্তা বধূ হিসাবে তিনি শুশেনস্কয়েতে নির্বাসন যাপনের অনুমতি পান। এখানে তাঁদের বিয়ে হয়। ভ্লাদিমির ইলিচের স্ত্রী হলেন নাদেজদা কনস্তানতিনোভনা এবং লেনিনের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিশ্বস্ত সহায়ক হয়ে থাকেন।

আত্মীয়স্বজন ও কমরেডদের সহায়তায় লেনিন তাঁর নির্বাসনে বইপত্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব সাহিত্য পেতেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনার অধ্যয়ন তিনি চালিয়ে যান, পত্রপত্রিকা পড়তেন, বিদেশী বই অনুবাদ করতেন রুশী ভাষায়। নিদ্রাতুর গ্রামের অন্ধকারে প্রায়ই গভীর রাত পর্যন্ত আলো জ্বলত তাঁর ঘরে।

নির্বাসনে থাকাকালে লেনিন প্রস্তুত করেন পার্টির খসড়া কর্মসূচি, লেখেন তিরিশটিরও বেশি রচনা। এর মধ্যে 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য' নামক পুস্তিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই পর্বের রচনায় তিনি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য নির্দেশ করেন, সংহত শ্রমিক পার্টি গঠনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন, মার্কসবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।

'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' বইখানি লেনিন শুশেনস্কয়েতেই শেষ করেন। ১৮৯৯ সালে তা প্রকাশিত হয়। এটি হল রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যা সরাসরি মার্কসের 'পুঁজি' বইটির পূর্বানুসরণ। রাশিয়ার অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে লেনিন নতুন প্রতিপাদ্যে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেন। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে তিনি দেখান যে রাশিয়ায় পুঁজিবাদ শুধু শিল্পে নয়, কৃষিতেও জোরদার হচ্ছে। এতে করে নারোদবাদের পরিপূর্ণ সমাধি ঘটায় এই বইখানি। এর ভেতর লেনিন পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্নিহিত গভীরতম বিরোধগুলি উদ্ঘাটন করে দেখান। দেখান, কীভাবে তারই গর্ভে বেড়ে উঠছে ও শক্তি সঞ্চয় করছে শ্রমিক শ্রেণী — পুঁজিবাদের সমাধি-খনক ও এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা। রাশিয়ায় সাধারণ

জনসংখ্যার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও লেনিন তাদের মধ্যেই এক মহা শক্তিকে দেখতে পেয়েছিলেন, বিপ্লবী আন্দোলনে এই শ্রেণীর নেতৃ-ভূমিকা তিনি প্রতিপন্ন করে যান। সেই সঙ্গে লেনিন কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের ঐক্যের আবশ্যিকতার উপর জোর দেন, এ ছাড়া আসন্ন বিপ্লবে জয়লাভ অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রলেতারীয় পার্টির তত্ত্ব, কর্মসূচি ও রণকৌশল রচনায় বইটির অবদান বৃহৎ। অগ্রণী বুদ্ধিজীবী, তরুণ ছাত্রসমাজ ও শ্রমিক চক্রের সদস্যদের মধ্যে বইটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মার্কসবাদী কর্মীদের ভাবগত ও তত্ত্বগত শিক্ষায় বইটির ভূমিকা বিপুল।

লেনিন বরাবরই মার্কসবাদকে দেখতেন একটা জীবন্ত, বিকাশমান মতবাদ হিসেবে, তাকে শুধু ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করতে পারাই নয়, আরো বিকশিত করে তোলাও দরকার। নির্বাসনে তাঁর একটি রচনায় তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা মার্কসের তত্ত্বকে পরিসমাপ্ত ও স্পর্শাতীত কিছু একটা বলে দেখি না। উল্টে বরং আমরা এই বিশ্বাস করি যে তা এমন একটা বিজ্ঞানের শুধু ভিত্তিপ্রস্তর পেতেছে, জীবন থেকে পিছিয়ে পড়তে না হলে যাকে সব দিক দিয়ে আরো বিকশিত করতে **হবে** সমাজতন্ত্রীদের।' মার্কসীয় তত্ত্বের প্রতি এই ধরনের সৃজনমূলক মনোভাব

ভ্লাদিমির ইলিচের সমগ্র ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপেরই বৈশিষ্ট্য।

কাজের চাপ সত্ত্বেও বিশ্রাম নিতে জানতেন লেনিন। অবকাশের সময় তিনি স্কেট করতেন, শিকারে যেতেন, মাঠে ঘাটে অরণ্যে দীর্ঘ ভ্রমণ সারতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল চিত্রার্পিত দীঘি আর শুশা নদীর ঝোপঝাড়গুলো। মহীয়ান সাইবেরীয় নিসর্গের ভূমা সৌন্দর্যে, জলভরা ইয়েনিসেই নদী দেখে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠত। মাঝে মাঝে আবার অদূরবাসী কমরেডদের আগমনে অথবা তাঁদের আতিথ্যগ্রহণে তাঁর দীর্ঘ নির্বাসনকাল ঝঙ্কৃত হয়ে উঠত। তখন মিনুসিন্স্ক অঞ্চলে গ. ম. ক্র্জিজানভস্কি, ভ. ভ. স্তারকভ, আ. আ. ভানেয়েভ, ভ. ক. কুরনাতভস্কি, প. ণ. লেপেশিনস্কি এবং পিটার্সবুর্গের অন্যান্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা নির্বাসনদণ্ড খাটছিলেন। লেনিন যেতেন মিনুসিন্স্ক, তেসিনস্কয়ে গ্রামে, ক্রাসনোয়ার্স্কে। বন্ধুদের দলের সঙ্গে তিনি যোগ দিতেন সমবেত সঙ্গীতে। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিপ্লবী গান ছিল: 'গুরুভার স্বাধীনতাহীনতায় পীড়িত', 'মাভৈঃ, কমরেড, খাড়া হও!' এবং 'দুষমনি ঝঞ্ঝা'।

আত্মীয়দের চিঠি পেয়ে খুবই আনন্দ হত ভ্লাদিমির ইলিচের, এঁদের সঙ্গে তিনি ক্রমাগত চিঠি লেখালেখি করতেন। আত্মীয়দের কাছে লেখা লেনিনের চিঠি সবই

স্নেহ ও মায়ায় ভরা, নিজের অবস্থা নিয়ে ওগুলোতে কোনো বিষাদ বা নালিশের চিহ্ন ছিল না। আন্না ইলিনিচনা বলেছেন, 'মনে আছে, তার চিঠিগুলো হত সব কিছু বিষাদ, সবকিছু জ্বালা, সবকিছু অনীহার ওপর ঝর্ণাস্রোত, তাজা জোয়ার বইত তা থেকে... তার বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা থেকে আনন্দ উপচে পড়ত, যেকোনো কাজের পক্ষে তা ছিল সেরা ওষুধ।'

সবচেয়ে নরম জায়গা ছিল তাঁর — মা, তাঁকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে সর্বদাই উদ্বেগ ছিল লেনিনের, বলতেন, তাঁর জন্য যেন চিন্তা না করেন, নিজের জীবন ও পরিকল্পনার কথা বিশদে জানাতেন তাঁকে। আত্মীয়দের সঙ্গে লেনিন জড়িত ছিলেন শুধু রক্তের বন্ধনে নয়, একই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, একই প্রত্যয়ে। তাই পত্রালাপের চরিত্রটা মোটেই ব্যক্তিগত ছিল না। এর মধ্যে অনেকখানিই ছিল সেকালের পক্ষে জরুরী সব মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ ও নীতির প্রশ্ন নিয়ে, অবশ্য সেন্সর ব্যবস্থায় চিঠিতে সে আলোচনা আদৌ যতটুকু সম্ভব হত।

আর দূর নির্বাসন থেকেই লেনিন মন দিয়ে অনুধাবন করতেন শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ। রাশিয়ার অভ্যন্তরে ও বিদেশে এ আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে তিনি প্রচুর পত্রালাপ চালাতেন, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলির অবস্থা সম্পর্কে

ওয়াকিবহাল থাকতেন, জানতেন তাদের চাহিদা, দুরূহতা ও প্রয়োজনের কথা।

এই সময় ধর্মঘট ও শ্রমিক বিক্ষোভের খানিকটা সাফল্যের প্রভাবে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটা অংশ শ্রমিকদের বোঝাতে শুরু করে: কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাও, সংগ্রাম চালাও মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমদিন হ্রাস, শ্রমপরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য। এরা বলল, রাজনৈতিক সংগ্রাম — সেটা বুর্জোয়াদের কাজ। এই ধরনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নাম হল 'অর্থনীতিবাদী'। 'অর্থনীতিবাদীদের' ক্রিয়াকলাপের মধ্যে লেনিন গুরুতর বিপদের সন্ধান পেলেন: এরা শ্রমিক শ্রেণীকে ঠেলছিল বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের অভিমুখে, তাদের বিপ্লবী ভূমিকা ছোটো করে তুলছিল, রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে তাদের বিচ্যুত করছিল। 'অর্থনীতিবাদীরা' হল রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম সুবিধাবাদী, প্রলেতারিয়েতের স্বার্থটা বুর্জোয়া স্বার্থের অধীন করাই ছিল এদের লক্ষ্য। লেনিন ঠিক করলেন, 'অর্থনীতিবাদীদের' সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করতে হবে।

১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মে পিটার্সবুর্গ থেকে আ. ই. উলিয়ানভা-এলিজারোভার পাঠানো 'অর্থনীতিবাদীদের' মতামত সম্বলিত একটি দলিল পেয়ে লেনিন লিখলেন 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের

প্রতিবাদ'। মিনুসিন্স্ক অঞ্চলের সতের জন নির্বাসিত মার্কসবাদী সর্বসম্মতিক্রমে দলিলটি অনুমোদন করে তাতে স্বাক্ষর দেন। এর মধ্যে লেনিন 'অর্থনীতিবাদীদের' ভ্রান্ত ও শ্রমিক স্বার্থ পরিপন্থী মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন করেন এবং রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মূল কর্তব্য নির্দেশ করেন। 'প্রতিবাদে' মেহনতীদের মুক্তির সংগ্রামে প্রলেতারীয় পার্টির বিপুল তাৎপর্যে জোর দেওয়া হয়। দলিলটিতে বলা হয়, 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ় স্তম্ভ হতে পারে কেবল একটি স্বাধীন শ্রমিক পার্টি...'

১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে মিনস্কে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠা-কংগ্রেসের কথা লেনিন শোনেন ন. ক. ক্রুপস্কায়ার কাছ থেকে। এই প্রতিষ্ঠাটুকুই হল তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য। কংগ্রেসের সার্থকতা মেনে লেনিন এইটেতে জোর দেন যে 'রুশ' নামটির দ্বারা এ পার্টি রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতির অগ্রণী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করবে। কংগ্রেস যে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে তাতে খোলাখুলি পার্টির লক্ষ্য ঘোষিত হয়, ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্যের সঙ্গে লেনিন তাঁর মতৈক্য জানান। কিন্তু বিচ্ছিন্ন মার্কসবাদী চক্র ও সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে কংগ্রেস সক্ষম হয় নি। পার্টির কোনো কর্মসূচি, কোনো নিয়মাবলী গৃহীত হয় নি কংগ্রেসে, এবং যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল সেটি

অচিরেই গ্রেপ্তার হয়। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলির মধ্যে মতানৈক্য চলতেই থাকল শুধু তাই নয়, বরং বেড়েই উঠল। তাদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রইল স্থানীয় পরিধিতে, তার কোনো যোগাযোগ ও ধারাবাহিকতা ছিল না। হাতুড়েপনা ও চক্র মনোবৃত্তি দূর করার জন্য রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি মজবুত সংগঠন গড়ার প্রয়োজন দেখা দিল।

নির্বাসনে লেনিন বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা গড়েন। স্বৈরাচারের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ায় পার্টিকে গড়তে হত খুবই গোপনে। লেনিনের প্রতিভাদীপ্ত পরিকল্পনায় প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয় একটি সারা রুশ রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার ওপর। লেনিনের মতে, এ পত্রিকার কাজ হবে বিপ্লবী মার্কসবাদের নীতিতে কমিটি ও গ্রুপগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা, দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি চালানো, পার্টির একটি একক কর্মসূচি ও নিয়মাবলী রচনা করা। কিন্তু লেনিন পত্রিকার কাজকে কেবল প্রচার ও আন্দোলনে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে পত্রিকাটিকে পার্টি শক্তির সংগঠকও হতে হবে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের স্থানীয় চক্র গ্রুপগুলিকে একক সংগঠনে মেলাতে হবে। মার্কসবাদী পত্রিকার ক্ষেত্রে এটা নীতিগতভাবে একেবারেই নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি, সাময়িক পত্রের ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আগে যে ধারণা ছিল, এতে তা বর্জিত হল। গ. ম. ক্র্জিজানভস্কি তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, কীভাবে শীতের তুহিন সন্ধ্যায় ইয়েনিসেই নদীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে ভ্লাদিমির ইলিচ উদ্দীপিতের মতো তাঁর মার্কসীয় পার্টি গড়ার আশ্চর্য স্পর্ধিত ও অভিনব পরিকল্পনাটির কথা তাঁকে বলতেন।

নির্বাসন দণ্ড সমাপ্তির জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন লেনিন। তাঁর নির্বাসনের শেষ মাস কয়টির কথায় ন. ক. ক্রুপস্কায়া বলেছেন, 'ভ্লাদিমির ইলিচের ঘুম গেল, ভয়ানক রোগা হয়ে গেলেন তিনি। নিদ্রাহীন রাতের পর রাত তিনি ভাবতেন তাঁর পরিকল্পনার সবকিছু খুঁটিনাটির কথা... যত দিন যায় ততই অধীর হয়ে ওঠেন ভ্লাদিমির ইলিচ, ততই কাজের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠছিলেন তিনি।' তাতে আবার আচমকা এসে হাজির খানাতল্লাসির পালা। ভ্লাদিমির ইলিচের ভারি আশঙ্কা ছিল কোনো একটা ছুতো করে তাঁর নির্বাসন দণ্ড আবার বাড়িয়ে না দেওয়া হয় তবে, সুখের বিষয়, সব কিছুই ভালোয় ভালোয় কাটল।

নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হলে ১৯০০ সালের ২৯শে জানুয়ারি সকালে ভ্লাদিমির ইলিচ সস্ত্রীক শুশেনস্কয়ে ছাড়লেন। লম্বা পথ: প্রায় ৩২০ কিলোমিটার ঘোড়ায় যেতে হয়। প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও দিনরাত সমানে চললেন।

বাইরের সক্রিয় বিপ্লবী কাজে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় যোগ দেবার জন্য লেনিনের আর তর সইছিল না।

রাজধানী ও দেশের শিল্পকেন্দ্রে বাস করা লেনিনের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল। পিটার্সবুর্গের কাছাকাছি থাকার জন্য তিনি প্স্কভে বাস করবেন বলে ঠিক করলেন।

নতুন ধরনের মার্কসবাদী পার্টির লক্ষ্যে

ছাড়া পাওয়া মাত্রই লেনিন তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন, খুঁটিয়ে ও সর্বাঙ্গীনভাবে তাকে প্রস্তুত করে তুললেন। গোটা ১৯০০ সাল কাটে একটা নিখিল রুশ পত্রিকা সংগঠনের অক্লান্ত কাজে। সে সময় পুলিসের পীড়নের জন্য রাশিয়ায় বিপ্লবী শ্রমিক পত্রিকা স্থাপন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তাই বিদেশে তা প্রকাশের সংকল্প করলেন লেনিন। কিন্তু তার আগে তিনি রাশিয়ায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, পত্রিকার প্রতি তাদের সমর্থন আদায় করলেন এবং স্থির করলেন ভবিষ্যৎ সহায়ক ও সাংবাদিকদের। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পুলিসের নিষেধ সত্ত্বেও মস্কো, পিটার্সবুর্গ, রিগা, সামারা, সিজরান, নিজনি নভগরোদ, উফা, স্মলেনস্ক সফর করেন।

১৯০০ সালের মে মাসে গোপনে পিটার্সবুর্গ আসার

সময় লেনিন গ্রেপ্তার হন। তাঁর কাছে ছিল কোনো একটা বিলে লেখা বিদেশের যোগাযোগ ঠিকানার একটা তালিকা। সৌভাগ্যবশত পুলিস সেটা ধরতে পারে নি, শিগগিরই তাঁকে ছেড়ে দেয়। তাহলেও রাশিয়ায় থাকা তাঁর পক্ষে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠল। জারতন্ত্র অনুভব করছিল, লেনিন তাদের প্রবলতম শত্রু। পুলিস কর্ণেল জুবাতভ ১৯০০ সালে উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘বিপ্লবের ক্ষেত্রে উলিয়ানভের চেয়ে বড়ো বর্তমানে আর কেউ নেই।’ এবং তাঁকে গুম খুন করার প্রস্তাব দেন তিনি।

বহু কষ্টে সীমান্ত পার হতে পারেন লেনিন। ১৯০০ সালের ১৬ই জুলাই তিনি এলেন জার্মানিতে, শুরু হল তাঁর প্রথম দেশান্তরী জীবন, যা চলে পাঁচ বছরেরও বেশি।

সারা রুশ বিপ্লবী পত্রিকার নাম স্থির হয় ‘ইস্ক্রা’ (স্ফুলিঙ্গ)। তার সম্পাদকমণ্ডলী জায়গা নিল জার্মান শহর মিউনিকে। লেনিনও এখানেই এলেন। গোপনীয়তার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর সমস্ত চিঠিপত্রের বিনিময় চলত প্রাগ হয়ে, জার পুলিসের গোয়েন্দারা যাতে ‘ইস্ক্রা’ প্রকাশের আসল জায়গা টের না পায়। লেনিনের সমস্ত মন ছিল পত্রিকা প্রকাশেই নিবদ্ধ। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ন্যূরেনবার্গে লেখা চিঠিতে লেনিন জানান, ‘আমাদের সমস্ত জীবন-রস ঢালা

চাই আসন্নপ্রসব বাচ্চাটির পুষ্টির জন্যে।' বাস্তবিকই 'ইস্ক্রা' ছিল লেনিনের 'প্রিয়তম সন্তান'।

পত্রিকা প্রকাশের পথে নানা মুশকিল ছিল। পয়সা দরকার, ছাপাখানার জায়গা ঠিক করা চাই, রুশী হরফ জোগাড় করতে হবে। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তাতে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

১৯00 সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল 'ইস্ক্রা'র প্রথম সংখ্যা। 'স্ফুলিঙ্গ থেকেই আগুন জ্বলবে!' — এই বাণী নিয়ে বেরত পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যা। পরে ঘটলও ঠিক তাই। রাশিয়ায় জ্বলে উঠল বিপুল বিপ্লবী আগুন, তার শিখায় ভস্মীভূত হয়ে গেল জার স্বৈরাচার আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

'ইস্ক্রা'র প্রকাশ শুরু হল সেই সময়, যখন দেশে বেড়ে উঠতে শুরু করেছে বিপ্লবী আন্দোলন, যার শীর্ষে রইল শ্রমিক শ্রেণী। কলকারখানায় হরতাল, ধর্মঘট বেড়ে ওঠে, জমিদারদের বিরুদ্ধে উত্থিত হচ্ছিল কৃষকেরা, ছাত্রযুবকেরা আন্দোলিত হয়ে উঠছিল। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে হলে দরকার দৃঢ় সংগঠিত মার্কসবাদী পার্টি। সেই ধরনের পার্টির জন্যই সংগ্রাম চালাল লেনিনের 'ইস্ক্রা'।

লেনিনের উদ্যোগে ও পরিচালনায় রাশিয়ায় গড়ে উঠল 'ইস্ক্রা'র সহযোগী সব গ্রুপ ও তার এজেন্টদের একটা জালি-বুনট। তারা পত্রিকাটি ছড়াত, চিঠিপত্র,

প্রবন্ধ ও মালমশলা পাঠাত, চাঁদা তুলত। পুলিস গোয়েন্দাদের অবিরাম নির্যাতনের তলেও 'ইস্ক্রা'র এজেণ্টরা এই আত্মোৎসর্গী ও বিপজ্জনক কাজ চালিয়ে যায়। গ্রেপ্তার হলে শাস্তি ছিল জেলখানা, কয়েদ খাটুনি, নির্বাসন। 'ইস্ক্রা'র এজেণ্ট ছিলেন ই. ভ. বাবুশকিন, ন. এ. বাউমান, স. ই. গুসেভ, ৎস. স. জেলিক্সন-বব্রভস্কায়া, র. স. জেমলিয়াচকা, ম. ই. কালিনিন, ভ. জ. কেৎসখোভেলি, ম. ম. লিৎভিনভ, ইয়ে. দ. স্তাসভা এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা।

'ইস্ক্রা'র এজেণ্টদের কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতেন লেনিন। তাদের ক্রিয়াকলাপের গতি নির্দেশ করতেন তিনি, এদের মধ্যে থেকে তিনি গড়ে তোলেন নির্ভীক, নিঃস্বার্থপর অভিজ্ঞ সংগঠক ও জনস্বার্থের যোদ্ধাদের। সে সময়কার যেসব চিঠিপত্র টিকে আছে তা থেকে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ এক একটা পরামর্শ দেওয়া বা যোগাযোগ স্থাপনের জন্য লোক পাঠাবার সময় কি রকম খুঁটিয়ে লেনিন স্থানীয় পরিস্থিতির বিচার করতেন। যোগাযোগের ওপর তিনি সর্বদাই খুবই গুরুত্ব দিতেন। স. ই. গুসেভকে তিনি লিখেছিলেন, 'অবশ্য অবশ্যই নতুন নতুন শক্তির সঙ্গে, যুবকদের সঙ্গে, টাটকা চক্রগুলির সঙ্গে আমাদের **সরাসরি** যোগাযোগ করাবেন। ভুলবেন না যে বিপ্লবী সংগঠনের শক্তি তার যোগাযোগের সংখ্যায়।'

পার্টি শক্তির সম্মিলন, পার্টি কর্মীদের চয়ন ও লালনের কেন্দ্র হয়ে উঠল 'ইস্ক্রা'।

রাশিয়ায় পত্রিকাটি পাঠানো ছিল খুবই কঠিন। পাঠানোর সুবিধার জন্য তা ছাপানো হত শক্ত পাতলা কাগজে। পুলিসের হাত এড়াবার জন্য 'ইস্ক্রা' যেসব স্যুটকেসে পাঠানো হত, ওগুলোতে থাকত দুটি করে তল। আস্থাভাজন ঠিকানায় পাঠানো বইয়ের মলাটের ভেতরে তা চালান যেত, সেলাই করে দেওয়া হত রাশিয়া-যাত্রী কমরেডদের ওয়েস্ট কোটের লাইনিঙের ভেতর। পত্রিকাটির চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে ওঠায় তার পুনর্মুদ্রণের জন্য বাকু আর কিশিনেভেও গোপন ছাপাখানা গড়ে ওঠে।

পার্টি গঠনে নির্ধারক ভূমিকা পালনকারী এই পত্রিকাটির প্রাণ ছিলেন লেনিন। তাঁর প্রবন্ধ ছাড়া পত্রিকার সংখ্যা বেরিয়েছে কদাচিৎ। কত ভালো করে পার্টি গঠিত ও নির্মিত করা যায়, বিপ্লবী সংগ্রামে কীভাবে টানা যায় জনগণকে এই নিয়ে প্রবন্ধ ছাপত 'ইস্ক্রা'। রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে বিপ্লবী আন্দোলনের খবর, কলকারখানায় কী ঘটছে, গ্রামের অবস্থা কী — এসব সংবাদ বেরুত পত্রিকাটিতে। অচিরেই শ্রমিকদের কাছে কাগজটি সুপরিচিত ও প্রিয় হয়ে উঠল। তার প্রতিটি সংখ্যা তাদের হাতে হাতে ফিরত, না ছেঁড়া পর্যন্ত পড়া চলত তার। একজন তাঁতী লিখেছেন,

'...বহু কমরেডকেই আমি 'ইস্ক্রা' দিতাম, তার সমস্ত সংখ্যাই একেবারে ঝুলি ঝুলি, কিন্তু দামী জিনিস... এ যে আমাদেরই স্বার্থ, গোটা রাশিয়ার স্বার্থ নিয়ে, কোপেকে তার দাম হয় না, ঘণ্টায় তার মাপ হয় না; পড়লে বোঝা যায়, কেন আমাদের, শ্রমিকদের আর যেসব বুদ্ধিজীবীর পেছনে আমরা চলেছি তাদের, ভয় পায় সেপাই, পুলিসেরা।'

১৯০১ সালের শেষে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কিছু কিছু লেখার তলে স্বাক্ষর দিতে শুরু করেন: লেনিন। প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, এই ছদ্মনামটা তিনি কেন নিয়েছিলেন। ন. ক. ক্রুপস্কায়ার মতে, এ নির্বাচনটা নেহাৎ আকস্মিক হতে পারে। 'ইস্ক্রা'য় তিনি একত্রে কাজ করতেন প্লেখানভের সঙ্গে। প্লেখানভ তাঁর লেখার তলে স্বাক্ষর করতেন ভলগিন (রুশ নদী ভলগার নামানুসারে), লেনিন হয়ত তাঁর ছদ্মনামের মূলটা নেন সাইবেরীয় মহা নদী লেনা থেকে।

১৯০২ সালে প্রকাশিত হল লেনিনের বই 'কী করিতে হইবে?' চমৎকার বই এটি, পার্টি গঠনে তার ভূমিকা ছিল বিপুল। এতে তিনি প্রলেতারীয় মার্কসবাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা বিশদে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। লেনিনের মত ছিল, এ পার্টিকে হতে হবে আগাগোড়া বিপ্লবী, নতুন ধরনের সংগ্রামী পার্টি।

রাশিয়ায় প্রলেতারীয় পার্টি রূপগ্রহণের অনেক আগে থেকে পশ্চিম ইউরোপে শ্রমিক পার্টি বর্তমান ছিল। এদের সঙ্গে, লেনিনের মতে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির তফাৎ থাকবে কোথায়? পশ্চিম ইউরোপে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি গড়ে উঠেছিল পুঁজিবাদের আপেক্ষিক শান্তিপূর্ণ বিকাশের পরিস্থিতিতে। বিপ্লবী সংগ্রামের যোগ্যতা তাদের ছিল না, আপোস করত সুবিধাবাদীদের সঙ্গে, যারা ক্রমশ এই সব পার্টির মধ্যে প্রধান ভূমিকা নিতে শুরু করে। সুবিধাবাদীরা বোঝাত, যেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ছাড়াই শোষণের অবসান ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। তাতে করে তারা শ্রমিকদের ঠেলে দিত নিষ্ক্রিয়তায় এবং নিজেরা কার্যত হয়ে পড়ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক। মার্কসবাদের পুনর্বিচার, সংশোধন করত তারা, তার বিপ্লবী সারটুকু ছেঁটে দিত। এরা ছিল আপোসকামী, বুর্জোয়াদের সাহায্যকারীর ভূমিকা, তাদের দালালের ভূমিকা পালন করত তারা। অধিকাংশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্তারা সুবিধাবাদের নিন্দা করত কেবল কথায়, কিন্তু কাজে তার সঙ্গে মানিয়ে চলত।

লেনিনের ভাবনা ছিল, একেবারে অন্যরকম, খাঁটি বিপ্লবী শ্রমিক পার্টি গড়তে হবে, যা জার স্বৈরাচার ও পুঁজিবাদের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণে রুশ শ্রমিক শ্রেণীকে

সংগঠিত ও পরিচালিত করতে সক্ষম। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে হলে, তার পরিচালক শক্তি হতে হলে পার্টিকে সশস্ত্র হওয়া দরকার অগ্রণী বিপ্লবী তত্ত্বে — মার্কসবাদে। এ তত্ত্বকে সে বহন করে আনে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এবং তদ্দ্বারাই তাকে দেয় সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা। 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলনও সম্ভব নয়' — মার্কসীয় তত্ত্বের এই মূল্যায়ন করেছিলেন লেনিন।

লেনিন বোঝালেন যে বুর্জোয়া সমাজের পরিস্থিতিতে সম্ভব হয় বুর্জোয়া, নয় প্রলেতারীয় ভাবাদর্শ। মাঝামাঝি কিছু নেই। অধিপতি শ্রেণী হিসেবে নিজেদের ভাবাদর্শ প্রচারের সুযোগ ও সঙ্গতি বুর্জোয়াদের আছে প্রলেতারিয়েতের চেয়ে অনেক বেশি। তাই সচেতনতার গুরুত্ব ছোটো করে দেখা, স্বতঃস্ফূর্তির কাছে প্রণতি, যার ওকালতি করত 'অর্থনীতিবাদীরা', আসলে প্রলেতারিয়েতের ওপর বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবই বাড়াত। এ থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সাক্ষাৎ কর্তব্য দাঁড়ায় বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উন্নীত করার জন্য তাদের রাজনৈতিক শিক্ষাদানের কর্তব্য নেওয়া।

ঘনবদ্ধ কেন্দ্রীভূত পার্টির ওপর খুবই গুরুত্ব অর্পণ করে লেনিন তা গড়ার পরিকল্পনা ছকেন। তাঁর মত

ছিল, পার্টি গড়া চাই দুটি অংশ থেকে: একটি অংশ হল পেশাদার বিপ্লবীদের সংকীর্ণ চক্র, যারা বিপ্লবের জন্য পুরোপুরি আত্মোৎসর্গ করেছে, এবং অপর অংশ হল স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির ব্যাপক জাল, পার্টির সভ্যসাধারণ।

শ্রমিকদের মধ্য থেকে পেশাদার বিপ্লবী গড়ে তোলাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে লেনিন মনে করতেন। লেনিনের মতে পেশাদার বিপ্লবীকে সর্বদাই থাকতে হবে জনগণের গভীরে, জানতে হবে তাদের প্রয়োজন ও মনোভাব, স্বেচ্ছাচার ও পীড়ন যেখানেই ঘটুক না কেন, যে শ্রেণীর ওপরেই হোক না কেন তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দিতে হবে, 'প্রতিটি ছোটখাট ব্যাপার কাজে লাগিয়ে **সকলের সামনে** পেশ করতে হবে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়, নিজেদের গণতান্ত্রিক দাবি, **সকলের** ও প্রত্যেকের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে প্রলেতারিয়েতের মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।'

পার্টি গঠনের লেনিনীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়াল 'অর্থনীতিবাদীরা'। এরা প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাধীন বিপ্লবী পার্টি গঠনের বিরুদ্ধেও আপত্তি জানাল। 'কী করিতে হইবে?' পুস্তকে লেনিন 'অর্থনীতিবাদীদের' বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানেন। তিনি দেখালেন যে 'অর্থনীতিবাদ' হল আন্তর্জাতিক

সুবিধাবাদের রকমফের। তাই লেনিনের বইটি শুধু রুশ নয়, আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধেও উদ্যত। মার্কসবাদের ভিত্তিতে পার্টির বাহিনীগুলিকে সংহত করতে, সত্যিকারের যে বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টিটি কার্যক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে সেই রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে বইটি বিপুল ভূমিকা নেয়।

পাঠকেরা বইটি কীভাবে নিচ্ছে তা জানার জন্য ভ্লাদিমির ইলিচের খুব আগ্রহ ছিল। ১৯০২ সালের আগস্টে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির মস্কো কমিটিকে তিনি লেখেন, ''কী করিতে হইবে?' বইটির লেখকের প্রতি ধন্যবাদ জানানো আপনাদের চিঠি পেয়েছি, 'কী করিতে হইবে?' বইটি যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল কি? মজুরেরা তা পড়েছে? কী তাদের মত?'

শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির বিষয়ে মতবাদ প্রণয়ন করতে গিয়ে লেনিন তাকে একটা সংগ্রামী, বৈজ্ঞানিক কর্মসূচি দিয়ে সশস্ত্র করার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি লেখেন, 'কর্মসূচির অর্থ — **পার্টি যার জন্য চেষ্টিত, যার জন্য সংগ্রামী তেমন সবকিছুর** সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও যথাযথ ঘোষণা।' পার্টির প্রথম খসড়া কর্মসূচির প্রস্তুতিতে লেনিনের বৃহৎ ভূমিকা ছিল। তাঁর দৃঢ়তা ও সঙ্গতিনিষ্ঠার কল্যাণেই বৈপ্লবিক পার্টি কর্মসূচি রচনা করতে সক্ষম হয় 'ইস্ক্রা'

সম্পাদকমণ্ডলী। এতে যথাযথ ও পরিষ্কার করে দেখান হয় শ্রমিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্য — নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন এবং সে লক্ষ্য সাধনের পথ — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব। সেই সঙ্গে আশু কর্তব্যও নির্দিষ্ট হয় কর্মসূচিতে: জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এইভাবে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এই দুইয়ের ঐক্যের উপরেও জোর পড়ে।

কৃষকদের কাছে পার্টির কর্মসূচি ব্যাখ্যার জন্য ১৯০৩ সালের বসন্তে লেনিন একটি পুস্তিকা লেখেন: 'গ্রামের গরিবদের প্রতি'। এতে তিনি সহজ ও প্রাঞ্জল করে বোঝান, কী চাইছে শ্রমিক পার্টি এবং কেন গরিব কৃষকদের ঐক্য দরকার শ্রমিকদের সঙ্গে। লেনিন লেখেন, 'আমরা স্থাপন করতে চাই সমাজের একটা নতুন, উন্নত ব্যবস্থা। এই নতুন, উন্নত সমাজে ধনী-গরিব থাকা উচিত নয়, সকলকেই কাজ করতে হবে। সাধারণ শ্রমের ফল ভোগ করবে মুষ্টিমেয় ধনীরা নয়, সমস্ত মেহনতীরা। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আধুনিক টেকনিক দিয়ে সকলের কাজ হালকা হবে, কোটি কোটি জনগণের ঘাড় ভেঙে অল্প কয়েকজনের ধনবৃদ্ধি হবে না। এই নতুন, উন্নত সমাজকে বলা হয় **সমাজতান্ত্রিক সমাজ**। এর মতবাদকে বলা হয় **সমাজতন্ত্র**।'

১৯০২ সালের গোড়ায় 'ইস্ক্রা'র পেছনে পুলিস চরেরা লাগে। মিউনিক থেকে সরে যাওয়া প্রয়োজন হল, সেখানে আর বেশি থাকলে বিপদ হতে পারত। সম্পাদকেরা কাগজ প্রকাশের নতুন স্থান নির্বাচন করলেন লণ্ডনে। ১৯০২ সালের এপ্রিলে লেনিন সেখানে আসেন।

ইংলণ্ডের রাজধানীতে বাস করার সময় লেনিন মন দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের পরিচয় নেন, ইংরেজ প্রলেতারীয়দের জীবন লক্ষ্য করেন, সভাসমিতিতে হাজির থাকতেন। ন. ক. ক্রুপস্কায়া বলেছেন, শ্রমিক জনগণ সর্বদাই ভ্লাদিমির ইলিচকে টানত। কাগজ থেকে প্রায়ই তিনি জেনে নিতেন কোথায় কোন শ্রমিক সভা হচ্ছে, যেতেন সেখানে, এক কোণে বসে বসে শুনতেন।

গ্রন্থাগারে অনেক সময় দিতেন লেনিন। প্রায়ই তাঁকে দেখা যেত বৃটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে, যেখানে একদা কার্ল মার্কসও পড়াশুনা করেছেন।

১৯০৩ সালের বসন্তে লণ্ডন থেকে লেনিন চলে আসেন জেনেভায়, 'ইস্ক্রা'র মুদ্রণ এখানেই স্থানান্তরিত হয়েছিল। জেনেভার উপকণ্ঠে সপরিবারে লেনিন একটি ছোটো বাড়ি ভাড়া করেন। রাশিয়া থেকে আগত কমরেডদের সঙ্গে তিনি এখানেই সাক্ষাৎ করতেন। নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসার পর এদের অনেকেরই

জীবনধারণের কোনো উপায় ছিল না। ভ্লাদিমির ইলিচ তাদের দেখাশোনা করতেন, যাদের প্রয়োজন তাদের আহার ও বাসস্থান জোগাড়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। অতি সংবেদনশীল, মনোযোগী ও হৃদয়বান লোক ছিলেন তিনি। অতিশয় ভদ্র ও মনোহর চরিত্রের মানুষ ভ্লাদিমির ইলিচ লোককে জয় করে নিতেন। লেনিনের সঙ্গে নিজের সাক্ষাতের কথায় 'ইস্ক্রা'র এজেণ্ট জেলিক্সন-বব্রভস্কায়া তাঁর সাদাসিধে ভাব, বিনয় ও প্রাণোচ্ছলতার কথা বলেছেন। 'ভ্লাদিমির ইলিচের পরনে ছিল পাজামা ঢেকে গাঢ়-নীলচে ঝুলন্ত রুশী কামিজ, এতে তাঁর গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারাটায় কেমন একটা 'রুশী ভাব' ফুটে উঠেছিল।' রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ইয়েকাতেরিনস্লাভ কমিটির একজন প্রতিনিধি জেনেভায় লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, বন্ধুর চেয়ে বেশি সমাদরে, বড়ো ভাইয়ের মতো, জ্যেষ্ঠ কমরেডের মতো লেনিন তাঁকে গ্রহণ করেন। হাসিঠাট্টা করেন, আলাপের মধ্যে অবিলম্বেই একটা স্বচ্ছন্দ আমেজ গড়ে তোলেন।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেস বসানোর কাজটা জরুরী হয়ে উঠল। তার প্রস্তুতির কাজে লেনিন বহু সময় দিয়েছিলেন: কংগ্রেসের কাজ গুছিয়ে তোলার পরিকল্পনা ঠিক করেন, প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করেন, পার্টির নিয়মাবলী রচনা

করেন। গভীর উত্তেজনা ও অধীরতায় কংগ্রেস উদ্বোধনের অপেক্ষা করছিলেন তিনি। প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন সানন্দে, অন্তরঙ্গের মতো। তৃষিতের মতো জিজ্ঞাসা করতেন রাশিয়ার কথা, শ্রমিকদের বিপ্লবী মেজাজের কথা, স্থানীয় কাজকর্মের কথা। পার্টির বয়োজ্যেষ্ঠ সভ্য ইয়ে. দ. স্তাসভা বলেছেন, 'ভ্লাদিমির ইলিচের শোনা ও প্রশ্ন করার একটা স্বকীয় ধরন ছিল। প্রশ্ন করে করে উনি বক্তাকে চালাতেন সেই দিকে, যেটা তাঁর দরকার। সেই সব সমস্যার কথা তিনি তোলাতেন, যাতে তাঁর আগ্রহ।' স্বদেশ থেকে দূরে দিন কাটাতে হচ্ছিল তাঁকে, দেশের জন্য ভয়ানক মন কেমন করত। রাশিয়া থেকে আসা লোকের সঙ্গে প্রতিটি সাক্ষাতেই তিনি খুশি হয়ে উঠতেন। প্রবাসে যেখানেই থাকুন না কেন, সব সময় তিনি স্মরণ করতেন রাশিয়ার কথা, তার প্রসারিত প্রান্তরের কথা, স্বপ্ন দেখতেন আসল রুশী শীতের, তুহিন বাতাসের, ভাবতেন, কী ভালোই না হত জন্মভূমি ভলগায় গিয়ে পেঁছিতে পারলে।

১৯০৩ সালের জুলাই মাসে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হল। প্রথমে কংগ্রেস বসেছিল ব্রাসেলসে, কিন্তু পরে বেলজিয়ান পুলিসের হানার দরুন কংগ্রেসের অধিবেশন চলে লণ্ডনে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ছিল নানা ধরনের।

সঙ্গতিপরায়ণ প্রলেতারীয় বিপ্লবী, অর্থাৎ ইস্ক্রাপন্থীদের ছাড়াও ছিল সুবিধাবাদীরা এবং তথাকথিত 'জলা' বা দোদুল্যমান লোকেরা। ইস্ক্রাপন্থীরা সংখ্যায় বেশি থাকলেও সবাই তেমন অটল ছিল না, কেউ কেউ ছিল অদৃঢ় বা 'নরম'। তাই কংগ্রেসে 'ইস্ক্রা' নীতির বিজয়ের জন্য সুবিধাবাদীদের সঙ্গে বিপ্লবী পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম বেধে ওঠে।

কংগ্রেস পরিচালনায় ও তার কাজে সক্রিয় অংশ নেন লেনিন। স্বীয় পক্ষপাতীদের নিয়ে তিনি সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে 'ইস্ক্রা' ধারার বিজয়ের জন্য সতেজে সংগ্রাম চালান। কংগ্রেসের অনুবিবরণীতে লেনিনের শতাধিক বক্তৃতা ও মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ আছে।

পার্টির খসড়া কর্মসূচি নিয়ে কংগ্রেসে সুদীর্ঘ ও প্রচণ্ড বিতর্ক চলে। লেনিন ও তাঁর পক্ষের লোকেরা বিপ্লবী কর্মসূচি, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রতিপাদ্য, কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রী, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার সমর্থন করেন। এই সব মূল মার্কসবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সুবিধাবাদীরা। প্রকৃতপক্ষে ত্রৎস্কিও এদের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাদের সমস্ত আক্রমণই ইস্ক্রাপন্থীদের কাছে পরাস্ত হয়।

কংগ্রেসের অধিকাংশই ভোট দেয় 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক প্রস্তুত বিপ্লবী কর্মসূচির

সমর্থনে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামকে প্রলেতারীয় পার্টির মূল কর্তব্য হিসাবে হাজির করছে এমন পার্টি কর্মসূচি সে সময় দুনিয়ায় এই একটিই ছিল।

এই কর্মসূচি নিয়ে পার্টি রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে। তার এই প্রথম কর্মসূচি পূরণ করতে পার্টির প্রয়োজন পড়েছিল প্রায় পনের বছরের একটানা বীরোচিত সংগ্রাম, অধ্যবসায়ী, আত্মোৎসর্গী পরিশ্রম, ক্ষয়ক্ষতি ও কোরবানির।

পার্টি নিয়মাবলীর আলোচনায় প্রবল মতভেদ দেখা দিল কংগ্রেসে। লেনিন চাইছিলেন একটি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী পার্টি গড়তে, যার প্রত্যেকটি সভ্যই বিপ্লবী সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নেবে এবং পার্টি শৃঙ্খলা মেনে চলবে। সেই জন্যই তাঁর মত ছিল, পার্টি সভ্য সে-ই হতে পারবে, যে পার্টি কর্মসূচি মানে, সভ্য চাঁদা দেয় এবং কোনো একটি পার্টি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার কাজে অংশ নেয়। লেনিনের এই সূত্রে পার্টিতে অ-প্রলেতারীয়, অদৃঢ় লোকেদের প্রবেশ কঠিন হয়, সম্ভব হয় সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল পার্টি গঠন।

কিন্তু অল্প ভোটাধিক্যে কংগ্রেসে গৃহীত হয় মার্তভের সুবিধাবাদী প্রস্তাব, যথা — পার্টি কর্মসূচির স্বীকৃতি ও পার্টিকে বৈষয়িক সাহায্য দানই পার্টি সভ্য

পদের পক্ষে যথেষ্ট বলে গণ্য হবে, পার্টি সংগঠনের অন্তর্ভুক্তি ও পার্টি শৃঙ্খলা পালন বাধ্যতামূলক থাকবে না। সভ্য পদের এরূপ ব্যাখ্যায় পার্টি হয়ে দাঁড়াত নিরাকার, অদৃঢ় প্রকৃতির লোকেদের প্রবেশের জন্য তার দ্বার খোলা হত। এরূপ পার্টি নিয়ে শ্রেণী শত্রুদের উপর বিজয় অর্জন শ্রমিকদের কখনো সম্ভব হত না। পার্টি গঠনের যে সাংগঠনিক পরিকল্পনা লেনিন দিয়েছিলেন, মার্তভের সঙ্গে সঙ্গে ত্রৎস্কিও তার বিরোধিতা করেন।

কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে শক্তির ভারসাম্য ঝুঁকল লেনিনপন্থীদের দিকে, কেননা সুবিধাবাদীদের একাংশ কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে যায়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং পার্টি মুখপত্র হিসাবে স্বীকৃত 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচনকালে লেনিনের পক্ষাবলম্বীরা অধিকাংশ (বলশিন্‌স্তভো) ভোট পায়। সেই থেকে এদের নাম হয় বলশেভিক, আর সংখ্যালঘিষ্ঠে (মেনশিন্‌স্তভো) পরিণত সুবিধাবাদীদের বলা হয় মেনশেভিক।

শুধু রাশিয়ার নয়, বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনেরও মোড় ফেরার সূচনা হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে। কার্যত নতুন ধরনের প্রলেতারীয় পার্টি — লেনিনীয় বলশেভিক পার্টি গঠনেই তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য। পরে লেনিন লিখেছেন, 'রাজনৈতিক ভাবনার ধারা ও রাজনৈতিক

পার্টি হিসাবে বলশেভিজম ১৯০৩ সাল থেকে বর্তমান।'

বলশেভিক পার্টির উদয়ে এমন এক শক্তি দেখা দিল, যা জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতা চূর্ণ করতে, রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতীদের সমাজতন্ত্র নির্মাণে উত্থিত করতে সমর্থ। লেনিন ও তাঁর অনুগামীদের গড়া বলশেভিক পার্টি হয়ে দাঁড়াল সমস্ত কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির আদর্শ।

বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টি গঠনে লেনিনীয় পরিকল্পনার বিজয়ে প্রমাণিত হল যে রুশী ও আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত লেনিনের মধ্যেই পেয়েছে এক বিরাট তাত্ত্বিককে, মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ ও আদর্শের ধারাবাহককে, শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশের তীক্ষ্নদৃষ্টি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টাকে।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পার্টির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। বিধ্বস্ত 'অর্থনীতিবাদীদের' স্থান নিয়ে মেনশেভিকরা ওদের সুবিধাবাদী নীতি চালিয়ে যায়। সেই থেকে বহু বছর ধরে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে একটা নির্মম, একরোখা লড়াই চলে। মেনশেভিকরা চাইছিল পার্টিকে সুবিধাবাদের পথে নামাতে। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'ইস্ক্রা' পত্রিকাটি দখল করে তারা এর পৃষ্ঠায় লেনিন ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের

বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। মেনশেভিকদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামে নামা, পার্টির পক্ষে, রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে মেনশেভিকবাদের বিপদটা সমূহ দেখান দরকার হয়ে পড়ল। এ কাজটাই লেনিন করেন ১৯০৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'এক পা আগে, দুই পা পিছে' গ্রন্থে।

শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পার্টিকে সংগঠিত শক্তি হিসাবে দেখার বিরুদ্ধতা করছে মেনশেভিকরা, তাকে বিনষ্ট করছে, এইটে দেখিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ পার্টি বিষয়ে মার্কসবাদী শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। পার্টি হল প্রলেতারিয়েতের নেতৃ-সংগঠন, এছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়লাভ এবং কমিউনিস্ট সমাজ গঠন সম্ভব নয়। লেনিন এইটেতে জোর দেন যে, 'ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া প্রলেতারিয়েতের আর কোনো অস্ত্র নেই।' তিনি বললেন, পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর একটা অংশ, তার অগ্রণী, সচেতন বাহিনী। প্রলেতারীয় সংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পার্টি পারে শুধু তখন, যখন তার সমস্ত সভ্য একক বাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ, একই সংকল্প, কর্ম ও শৃঙ্খলায় সংহত, যখন তা বৈপ্লবিক তত্ত্বে সশস্ত্র।

লেনিন বোঝান যে পার্টির অবিরাম প্রযত্ন হবে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জনগণের সঙ্গে তার বন্ধন বাড়িয়ে তোলা ও মজবুত করা, এছাড়া পার্টি বাঁচতে ও বাড়তে পারে না।

'এক পা আগে, দুই পা পিছে' গ্রন্থে লেনিন পার্টি জীবনের কঠোর মান ও পার্টি পরিচালনার নীতি সংরচন করেন, পার্টির পরবর্তী সমস্ত ক্রিয়াকলাপে এইগুলি হয়ে ওঠে আইন। এতে ছিল: পার্টির সমস্ত সভ্য কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়মাবলী পালন, একক পার্টি শৃঙ্খলা, সংখ্যাগুরুর কাছে সংখ্যালেপর, উচ্চতন সংগঠনের কাছে নিম্নতন সংগঠনের নতি, পার্টি সংস্থাগুলির নির্বাচন ও জবাবদিহির বাধ্যতা, পার্টি সদস্যগণের সক্রিয়তা ও আত্ম-উদ্যোগ, আত্মসমালোচনার বিকাশ। লেনিনের এ পুস্তক পার্টি সংগঠনগুলির কাছ থেকে সাগ্রহ অনুমোদন লাভ করে। অগ্রণী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার হয় বইটির।

১৯০৪ সালের গ্রীষ্মে লেনিন ও বলশেভিকরা পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের জন্য লড়াই চালান। রাশিয়ায় জরুরী পরিস্থিতির জন্য এটা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। বিপ্লব পেকে উঠছিল, সুপ্রস্তুত হয়ে তাকে স্বাগত করার কথা পার্টির। পার্টির আভ্যন্তরীণ অবস্থার কারণেও নতুন কংগ্রেস আহ্বান দরকার হয়ে পড়েছিল। মেনশেভিকদের ভাঙন-কার্যকলাপ বন্ধ করা প্রয়োজন ছিল, এরা দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করছিল, বিশৃঙ্খলা ঘটাচ্ছিল পার্টির কাজে।

আভ্যন্তরীণ পার্টি সংগ্রামের তীব্রতম পর্বে রাশিয়ার পার্টি কমিটিগুলির অধিকাংশই বলশেভিকদের পক্ষে

চলে যায়। পেশাদার বিপ্লবীদের মূল অংশটা, পার্টি সদস্যরা — শ্রমিকেরা লেনিনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। পার্টি, তার বিপুল অধিকাংশই, সংহত হল তার নেতা লেনিনের পেছনে।

জারতন্ত্রের উপর প্রথম ঝঞ্ঝাঘাতের অভিমুখে

প্রবাসে থেকে লেনিন মন দিয়ে রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ অনুধাবন করতে থাকেন। বিপ্লব শুরুর অনেক আগে থেকেই তিনি তার আগমন দেখতে পেয়েছিলেন। হঠাৎ তা শুরু হল। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি পিটার্সবুর্গে জারের হুকুমে গুলি চালানো হয় শ্রমিকদের উপর, বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে এরা আসছিল শান্তভাবে জারের কাছে তাদের অভাব-অনটনের কথা জানাতে। জারের এই রক্তাক্ত পৈশাচিকতায় জনগণের বিক্ষোভ ও রোষ জেগে ওঠে। সন্ধ্যার দিকে শহরের শ্রমিক এলাকাগুলিতে ব্যারিকেড গড়া শুরু হয়, রাজধানীর ঘটনায় আলোড়িত হয়ে উঠল সারা দেশ। লেনিন এটার মূল্যায়ন করলেন বিপ্লবের সূত্রপাত বলে। তিনি লেখেন, ‘‘হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি!’ — বীর পিটার্সবুর্গ প্রলেতারিয়েতের এই ধ্বনি এখন প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে সারা দেশে।’

লেনিনের সমস্ত ভাবনা ছিল রাশিয়ায় নিবদ্ধ। তিনি প্রত্যক্ষভাবে পার্টি কমিটিগুলির নেতৃত্ব করছিলেন, তাদের চিঠিপত্র পাঠাতেন, বিপ্লব শুরুর পরিস্থিতিতে কাজ চালাতে হবে কীভাবে তার বিশদ নির্দেশ দিতেন। বলশেভিক কমিটির ব্যুরো সদস্য ম. ন. লিয়াদভ লিখেছেন, 'প্রায়ই বেআইনীভাবে আমায় সীমান্ত পেরতে হত। সপ্তাহ খানেকের জন্য এসে সমস্ত খবর দিতে হত ইলিচকে, তারপর তাঁর আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশে বোঝাই হয়ে ফিরতাম ও বলশেভিক কমিটির ব্যুরো কমরেডদের সব বলতাম। আর ওইখানে, জেনেভায়, বসে ইলিচ অবস্থাটার কত সঠিক খতিয়ান করতে পারছেন দেখে সর্বদাই আমরা অবাক হয়ে যেতাম...'

লেনিন আগে থেকে দেখতে পেলেন যে বিপ্লব অনিবার্যই পল্লবিত হয়ে উঠবে। এতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির উপর এক মহান দায়িত্ব এসে পড়ছে। বিপ্লবে তার কর্মধারা তাকেই নির্দিষ্ট করতে হবে, সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধতি ঠিক করে নিতে হবে, অর্থাৎ স্থির করতে হবে তার রণকৌশল। আর সেটা করা সম্ভব কেবল পার্টির কংগ্রেসে। তাই লেনিন অবিলম্বে নতুন কংগ্রেস আহ্বানের জন্য বারংবার দাবী করতে লাগলেন এবং সতেজে তার প্রস্তুতি চালালেন।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস বসে ১৯০৫ সালের এপ্রিলে লণ্ডনে। এটা হল

প্রথম বলশেভিক কংগ্রেস। আমন্ত্রিত হলেও মেনশেভিকরা তাতে হাজির হতে অস্বীকার করে। জেনেভায় তারা ডাকল তাদের নিজেদের সম্মেলন। স্পষ্টত এটা একটা ভাঙনমূলক পদক্ষেপ। দুই কংগ্রেস — দুই পার্টি — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির অবস্থার চরিত্র নির্ণয় করেন লেনিন এই কথায়।

বর্ধিষ্ণু বিপ্লবের সমস্ত মূল প্রশ্নই আলোচিত হয় কংগ্রেসে। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন লেনিন এবং সরাসরি তার কাজ চালান, একাধিক রিপোর্ট পেশ করে বক্তৃতা দেন তিনি, সশস্ত্র অভ্যুত্থান, সাময়িক বিপ্লবী সরকার, কৃষক-আন্দোলনের প্রতি মনোভাব প্রসঙ্গে মূল সিদ্ধান্তগুলির খসড়া করেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংগঠনই হল পার্টির প্রধান ও জরুরী কর্তব্য — এই আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেস প্রলেতারিয়েতকে সশস্ত্র করার জন্য, সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোয় ও তাতে নেতৃত্ব গ্রহণের পরিকল্পনা রচনায় সমস্ত পার্টি সংগঠনকে মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেয়।

সাময়িক বিপ্লবী সরকারে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অংশগ্রহণের প্রশ্নে লেনিন যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার বর্ণনা করে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ম. ৎস্খাকায়া লেখেন, 'সারা কংগ্রেস তাঁর বক্তৃতা শোনে গভীর নিস্তব্ধতায়

দাঁড়িয়ে, কেননা বিপ্লবের তত্ত্বকার, মুখপাত্র ও সংগঠকের লৌহ যুক্তিতে সমস্ত প্রতিনিধিই তন্ময় হয়ে উঠেছিলেন।

'ইলিচের বক্তৃতা যখন শেষ হল, তখন করতালি ও অভিনন্দনোচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না। এ যে এক মহা বিপ্লবী, তাত্ত্বিক ও নায়ক আমাদের সামনে।'

পার্টির সভ্যপদভুক্তির লেনিনীয় সূত্র — নিয়মাবলীর এই প্রথম ধারাটি কংগ্রেসে সমর্থিত হল। সেই থেকে লেনিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠনী নীতি আমাদের পার্টির নিয়মাবলীতে পাকাপাকি কায়েম হয়ে আছে। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়, তার নেতা থাকেন লেনিন।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় সজ্জিত হয় পার্টি, বিপ্লবের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়, স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে বিজয়ের লক্ষ্য রাখা হয় শ্রমিকদের সামনে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম পূর্ণাধিবেশনেই লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রলেতারি' পত্রিকার সম্পাদকরূপে অনুমোদিত হন।

কংগ্রেসের পর লেনিন জেনেভায় ফিরলেন। কংগ্রেস ও তার সিদ্ধান্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় লেনিন লেখেন 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল', গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে। প্রতিভাদীপ্ত এই গ্রন্থটিতে লেনিন সূচিত

বিপ্লবের সমস্ত প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করেন, নির্দিষ্ট করেন পার্টির কর্তব্য। এতে লেনিন দেখান যে বলশেভিক ও মেনশেভিকরা বিভিন্নভাবে বিপ্লব ও তার চালিকা শক্তির মূল্যায়ন করছেন, শ্রমিক শ্রেণী ও পার্টির কর্তব্যও দেখছেন বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্নভাবে নিজেদের রণকৌশল স্থির করছেন।

লেনিন ও বলশেভিকরা রাশিয়ায় আসন্ন বিপ্লবকে গণ্য করেছিলেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে। তার কর্তব্য হল — ভূমিদাসপ্রথার জের বিলোপ, জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ। লেনিনের কৃতিত্ব এই যে মার্কসবাদের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, তার চালিকা শক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতের প্রশ্নটি বিচার করেন। তিনি মনে করতেন, প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ হল বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয়, কারণ এতে সমাজতন্ত্রের জন্য তার সংগ্রাম সন্নিকট ও লঘুভার হবে। তদুপরি, বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি ও নেতা হতে হবে প্রলেতারিয়েতকেই। প্রলেতারিয়েতের সহযোগী হল কৃষকসম্প্রদায়, যাদের স্বার্থ ছিল জমিদারদের হাত থেকে জমি হরণ ও জারতন্ত্রের ধ্বংসসাধন। এইভাবে বিপ্লবের প্রসার নির্ভর করছিল তার মূল চালিকা শক্তি প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের আচরণের ওপর। ওদিকে রুশী বুর্জোয়ারা ছিল

জারতন্ত্র সংরক্ষণের পক্ষে, তাদের শ্রেণী চরিত্রেই তারা বিপ্লবী হতে অক্ষম। তাই বলশেভিকরা স্থির করলেন, জনগণের কাছ থেকে বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন ও একঘরে করতে হবে, তাদের মেকি গণতান্ত্রিকতার মুখোস খসাতে হবে।

প্রথম রুশ বিপ্লব তার চালিকা শক্তির দিক দিয়ে ছিল জনবিপ্লব, আর তার সংগ্রাম পদ্ধতির দিক থেকে লেনিন তাকে বর্ণনা করলেন প্রলেতারীয় বলে। তাতে রাজনৈতিক ধর্মঘট ও সশস্ত্র বিদ্রোহের মতো গণসংগ্রাম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

লেনিন বোঝালেন যে জার স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের নির্ধারক উপায় হল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ভূতপূর্ব বিপ্লবগুলিতে যা হয়েছে, সেভাবে বিজয়ী অভ্যুত্থান থেকে বুর্জোয়ার ক্ষমতা স্থাপন চলবে না, প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের ক্ষমতা। তার সংস্থা হবে সাময়িক বিপ্লবী সরকার।

লেনিন রচিত বলশেভিক রণকৌশল ছিল বিপ্লব বিজয়ের লক্ষ্যে চালিত, কীভাবে তা অর্জন করে যেতে হবে তার ব্যাখ্যা ছিল তাতে। এটা ছিল সত্যিকারের বিপ্লবী রণকৌশল।

আর মেনশেভিকদের রণকৌশল ছিল কীরূপ? তারা বলল, বিপ্লবটা বুর্জোয়া কিনা, তাই তার নায়ক হওয়া

চাই বুর্জোয়াদেরই, শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য হল কেবল তাদের সমর্থন করা। কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের বিরোধী ছিল মেনশেভিকরা, কেননা তারা কৃষকদের বিপ্লবী শক্তিতে বিশ্বাস করত না। তাদের সবচেয়ে আপত্তি ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। লেনিন দেখালেন যে মেনশেভিক লাইন — এ হল বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন করার প্রচেষ্টা, জনগণের বিজয় সম্ভাবনায় আতঙ্ক। বিপ্লবী সংগ্রামে ভীত, বুলির বন্যায় বিপ্লবকে নিমজ্জিত করতে প্রস্তুত মেনশেভিকদের লেনিন যথার্থ নাম দিয়েছেন: 'কূপমণ্ডূক'*।

লেনিন তাঁর বইয়ে লেখেন: বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সমস্ত কৃষকসম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্রে বিজয় অর্জন করার পর প্রলেতারিয়েত তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে তার শক্তি সংগঠিত করে, গরিব কৃষক ও শহুরে গরিবদের স্বপক্ষে সম্মিলিত করে আঘাত হানবে পুঁজিবাদের উপর। এইভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বেড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ের দিক থেকে এ এক নতুন প্রতিপাদ্য। রুশ মেনশেভিক ও পশ্চিম ইউরোপীয়

---

* কূপমণ্ডূক — আন্তন চেখভের একই নামের একটি গল্পের চরিত্র, যেকোনো নূতনত্ব ও উদ্যোগে ভীত সংকীর্ণচিত্ত একটি মানুষের টাইপ। — সম্পাঃ

সুবিধাবাদীদের লাইন এতে ধূলিসাৎ হয়ে যায় — শহর ও গ্রামের আধা প্রলেতারীয় জনগণের বিপ্লবী সম্ভাবনা তারা ছোটো করে দেখত। সুবিধাবাদীরা মনে করত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত দাঁড়াবে একা, কোনো সহযোগী ছাড়া, আর তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব হতে পারে কেবল তখন, যখন দেশের জনসংখ্যার মধ্যে তারাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ ধারণার ভ্রান্তি ও ক্ষতিকরতা লেনিন দেখিয়ে দেন। তিনি প্রমাণ করেন যে বিপ্লবের গতিপথে শহর ও গ্রামের আধা প্রলেতারীয় জনগণ অনিবার্যই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে যোগ দেবে, আর বাস্তব জীবন প্রমাণিত করেছে তার সঠিকতা।

'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল' পুস্তকে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী মতবাদকে সমৃদ্ধ করেন এমন সব নতুন ভাবনা দিয়ে, যা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য বিজয়ের সংগ্রামে সারা বিশ্বের সমস্ত জনগণের পক্ষেই বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ। রাশিয়ার পার্টি সংগঠনগুলির কাছে লেনিনের বইটি অনুমোদন লাভ করে। কাজান সংগঠনের সভ্য ভ. ভ. আদরাৎস্কি বলেছেন, 'আমরা সবাই অনুভব করতাম, ভ্লাদিমির ইলিচ যা করেছেন, তার চেয়ে সঠিকভাবে, তার চেয়ে সুসঙ্গতভাবে ও প্রতিভার সঙ্গে বিপ্লব বিকাশের স্বার্থ রক্ষা করা অসম্ভব।'

রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন দ্রুত বেড়ে উঠল। ১৯০৫ সালে বসন্ত ও গ্রীষ্মে শিল্প কেন্দ্রগুলিতে — পিটার্সবুর্গ, ওয়ারস, লজ, বাকু, ওদেসায় বড়ো বড়ো ধর্মঘট হয়। কৃষক আন্দোলনের তরঙ্গ উঠল, দেশের সমস্ত উয়েজদের এক পঞ্চমাংশ জুড়ে তা ছড়ায়। জারতন্ত্রের সামরিক নির্ভরস্থল — সৈন্যবাহিনীও দুলে উঠল। ১৯০৫ সালের জুন মাসে কৃষ্ণ সাগর নৌবাহিনীর 'পতিওমকিন' যুদ্ধজাহাজে জ্বলে উঠল নৌসৈন্যের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহে বিরাট তাৎপর্য আরোপ করেন লেনিন। বিদ্রোহী জাহাজকে সাহায্যের জন্য তিনি ওদেসায় পাঠান বলশেভিক ম. ই. ভাসিলিয়েভ-ইউজিনকে, বিজয় লাভের জন্য কী কী করতে হবে তার নির্দেশও সঙ্গে দেন। কিন্তু ভাসিলিয়েভ-ইউজিন ওদেসায় পেঁছিন দেরি করে, তার আগেই যুদ্ধজাহাজটি ওদেসা ত্যাগ করে রুমানিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হয়।

লেনিন ক্রমশই বেশি করে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্ন হাজির করতে লাগলেন। অভ্যুত্থানের বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস যা বলে গেছেন, তা সব পড়ে দেখলেন তিনি, যুদ্ধকলা বিষয়ে বহু বই অধ্যয়ন করলেন। অভ্যুত্থান আয়োজনের জন্য গঠিত পিটার্সবুর্গ সংগ্রাম কমিটির তিনি সমালোচনা করেন তাদের দীর্ঘসূত্রিতা ও দ্বিধার জন্য, এ কমিটির জন্য প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা করে তিনি

পাঠান। তিনি পরামর্শ দেন, 'যুবকদের কাছে যান, **এক্ষুণি** সর্বত্র, ছাত্রদের মধ্যেও এবং **বিশেষ করে শ্রমিকদের মধ্যেও** সংগ্রামী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করুন... তারা যেন যে যেভাবে পারে নিজেদের সশস্ত্র করে... **তৎক্ষণাৎ** তাদের সামরিক শিক্ষা শুরু হওয়া চাই অবিলম্ব অভিযান মারফত, তৎক্ষণাৎ।' একই সঙ্গে লেনিন অস্ত্র ক্রয় ও রাশিয়ায় তা প্রেরণের ব্যাপারটা ঠিকঠাক করার জন্য উদ্যোগী ব্যবস্থা নেন।

১৯০৫ সালের শরতে বিপ্লবী আন্দোলন অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করল। অক্টোবরে শুরু হল সর্বাত্মক রাজনৈতিক ধর্মঘট। কলকারখানা, ডাক-তার অফিসের সর্বত্র কাজ বন্ধ হয়ে গেল, অচল হয়ে পড়ল দেশের জীবনযাত্রা। এ হল প্রলেতারীয় সংগ্রামের একটা নতুন রূপ, এর আগে অন্য দেশে তা দেখা যায় নি। শ্রমিক সংগ্রামে ভয় পেয়ে জার সরকার নতিস্বীকারে বাধ্য হল। ১৭ই অক্টোবর জার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন, এতে জনগণের ব্যক্তিত্বের অলঙ্ঘনীয়তা, বাক, মুদ্রণ ও সভাসমাবেশের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য নাগরিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। কিন্তু লেনিন বোঝালেন: জারের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করা উচিত নয়। প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য হল বিপ্লবকে আরো

অবারিত করা, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে জনগণকে চালিত করা।

বিপ্লবের ঝোড়ো দিনগুলির মধ্যে দেখা দিল গণ রাজনৈতিক সংগঠন—শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। এর আগে কোনো দেশেই তেমন সংগঠন আবির্ভূত হয় নি। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংস্থা ও জনক্ষমতার ভ্রূণ হিসাবে লেনিন এগুলির উপর বিপুল তাৎপর্য আরোপ করেন। তখনই তাঁর এ দূরদৃষ্টি ছিল যে সোভিয়েত-গুলির ভবিষ্যৎ মহান: আজ হোক কাল হোক এগুলিই হবে মেহনতীদের রাষ্ট্রক্ষমতা। এই লেনিনীয় ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি সফল হয়েছে। সোভিয়েত-গুলির ভূমিকা লেনিন গভীর বিশ্লেষণ করেন তাঁর 'আমাদের কর্তব্য ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত' নামক রচনায়।

বিপ্লবের তরঙ্গ আরো উত্তাল হয়ে উঠল। বিদেশ থেকে বিপ্লবের নেতৃত্ব দান লেনিনের পক্ষে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল। রাশিয়ায় ফিরতে চাইলেন তিনি। ১৯০৫ সালের নভেম্বরের গোড়ায় লেনিন পিটার্সবুর্গ পেঁছিলেন এবং সরাসরি সেখান থেকেই পার্টি ও বিপ্লবী সংগ্রামের পরিচালনা শুরু করলেন। বিরাট সাংগঠনিক কাজ চালান লেনিন। বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও পিটার্সবুর্গ কমিটির নেতৃত্ব করেন তিনি, পার্টি সভা, সম্মেলন, সমাবেশে রিপোর্ট দিতেন,

রাশিয়ার নানা প্রান্ত থেকে আগত পার্টি কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আইনসঙ্গত বলশেভিক সংবাদপত্র 'নভায়া জীজন' (নয়া জীবন) পরিচালনা করতেন লেনিন, তার জন্য অনেক লিখতেন। তাঁর গভীর ও উজ্জ্বল প্রবন্ধগুলি থেকে পার্টি সংগঠনগুলি তাদের দৈনন্দিন কাজের নির্দেশ পেত।

এ পত্রিকায় প্রকাশিত লেনিনের প্রবন্ধগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' প্রবন্ধটি। এতে তিনি পার্টি সাহিত্যের নীতি উত্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন, দেখান যে প্রলেতারিয়েতের কাছে সাহিত্যটা এক একটা গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সমৃদ্ধির উপায় হতে পারে না, শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ কর্মযজ্ঞ-নিরপেক্ষ একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে না। তিনি লেখেন, 'সাহিত্যকে হতে হবে পার্টি সাহিত্য। বুর্জোয়া রীতির বিপরীতে, বুর্জোয়া কারবারী, ব্যবসাদারী সংবাদপত্রের বিপরীতে, বুর্জোয়ার সাহিত্যিক ভাগ্যান্বেষণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, 'নবাবী নৈরাজ্যবাদ' ও মুনাফা শিকারের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের উচিত **পার্টি সাহিত্যের** নীতি হাজির করা, সে নীতিকে বিকশিত করা, যথাসম্ভব পরিপূর্ণ ও অখণ্ডরূপে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা।' ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে পার্টি সাহিত্যের এই লেনিনীয় নীতি থেকে যেকোনো বিচ্যুতিতেই শুধু ক্ষমতা লাভের জন্য

সংগ্রামের পর্বেই নয়, ক্ষমতা লাভের পরেও শ্রমিক শ্রেণীর কর্মযজ্ঞে বিপুল ক্ষতি হয়।

জনগণ জারের কাছ থেকে কিছু কিছু স্বাধীনতা আদায় করলেও অন্যান্য বিপ্লবীদের মতোই লেনিনকেও পুলিসের চোখ এড়িয়ে থাকতে হত। বেআইনী অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছিল তাঁকে। প্রায়ই পাসপোর্ট আর বাসা বদল করতে হত, কয়েকবার পিটার্সবুর্গ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল ফিনল্যাণ্ডে।

বিপ্লবের শীর্ষ বিন্দু হল মস্কো শ্রমিকদের ডিসেম্বরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। নয় দিন ধরে কয়েক হাজার সশস্ত্র শ্রমিক বীরোচিত সংগ্রাম চালায় পুলিস এবং পিটার্সবুর্গ থেকে প্রেরিত জার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে। আলেক্সেই মাক্সিমভিচ গোর্কি সে সময় মস্কোয় ছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর এই আত্মোৎসর্গী সংগ্রামে উচ্ছ্বসিত হয়ে ১০ই ডিসেম্বর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘এই মাত্র রাস্তা থেকে এলাম। সান্দুনভ স্নানাগারের কাছে, নিকলায়েভ স্টেশনের কাছে, স্মলেন্স্ক বাজারের কাছে, কুদ্রিনোতে লড়াই চলছে। খাশা লড়াই! গর্জন করছে কামান — এটা শুরু হয়েছে কাল দুপুর ২টা থেকে, সারা রাত তা চলেছে, আজও গোটা দিন অবিশ্রান্ত গর্জেছে... মহা সাফল্য! রাস্তায় সর্বত্র পুলিস ও সশস্ত্র সেপাইদের নিরস্ত্র করা হচ্ছে... চমৎকার চালাচ্ছে মজুরেরা।’

সবচেয়ে মরীয়া লড়াই চলে প্রেসনিয়ায় (বর্তমানে ক্রাস্নায়া প্রেসনিয়া)। মস্কোর পেছু পেছু বিদ্রোহ ফুঁসে উঠল নিজনি নভগরোদে, দন-তীরের-রস্তভে, নভরোসিইস্কে, ইয়েকাতেরিনস্লাভে, উফায়, ক্রাসনোয়ার্স্কে, চিতায় ও অন্যান্য শহরে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন এই সব অভ্যুত্থান যথেষ্ট সংগঠিত ছিল না, জার সরকার নির্মমভাবে তা দমন করে।

ডিসেম্বর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উপর লেনিন উচ্চ তাৎপর্য আরোপ করেন, তাঁর কাছে এটা ছিল রুশী শ্রমিকদের এক অবিস্মরণীয় বীরকীর্তি, যেটা সংগ্রামীদের নতুন পুরুষদের শিক্ষাদানের কাজে লেগেছে। এটাকে তিনি দেখেছিলেন সমস্ত প্রলেতারীয় বিপ্লবের পক্ষে বিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন একটা পরীক্ষা হিসাবে। অভ্যুত্থানের সদর্থক দিকগুলি চিহ্নিত করলেও লেনিন তার সংগঠনের ত্রুটিগুলিও খুলে দেখান। তিনি দেখালেন যে আরো দৃঢ় সংকল্পে হাতিয়ার তুলে ধরা উচিত ছিল, আত্মরক্ষামূলক নয় — আক্রমণমূলক লড়াই চালাতে হত, স্বপক্ষে টানতে হত সৈন্যদের এবং সাধারণ সংগ্রামে কৃষকসম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হত। অভ্যুত্থানের এই হল শিক্ষা। এ শিক্ষা গ্রহণ করে নতুন সংগ্রামে প্রস্তুত হবার জন্য লেনিন সমস্ত সচেতন শ্রমিকদের আহ্বান করেন।

ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের পরাজয়ের পর বিপ্লব হঠাৎ করে থেমে গেল না। জনগণ হটতে চাইছিল না। ধর্মঘট, কৃষক আলোড়ন এবং নৌবাহিনী ও ফৌজের বিপ্লবী হাঙ্গামা শান্ত হল না। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মে স্‌ভিয়াবর্গ ও ক্রনশ্‌তাদৎ-এর নাবিক ও সৈন্যদের বিদ্রোহের নায়কদের সঙ্গে লেনিনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ক্রনশ্‌তাদৎ বিদ্রোহীদের সমর্থনে ধর্মঘট চালানোর জন্য তিনি বলশেভিকদের, পিটার্সবুর্গ কমিটির সভ্যদের, নির্দেশ দেন। কিন্তু দুটি বিদ্রোহই দমিত হয়।

১৯০৫ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বরে রুশ প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামাভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করে লেনিন ১৯০৬ সালের মার্চে লেখেন 'কাদেতদের* বিজয় এবং শ্রমিক পার্টির কর্তব্য' নামে একটি পুস্তিকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর লড়াইটাকে তিনি বলেন শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক এক সংগ্রামে আশ্চর্য পদক্ষেপ, যাতে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘটের সঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থান মেলাবার রণকৌশল প্রথম প্রযুক্ত হয়। পুস্তিকায় লেনিন বুর্জোয়া কাদেত পার্টির ক্রিয়াকলাপের মুখোস খোলেন, উদ্ঘাটিত করেন তাদের দুমুখো নীতি,

---

* কাদেতরা — নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পার্টি, রাশিয়ায় উদারনীতিক রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের প্রধান পার্টির সভ্যেরা। গঠিত হয় ১৯০৫ সালে। — সম্পাঃ

কাপুরুষতা, জারতন্ত্রের সঙ্গে সমঝোতা, এবং তাদের তিনি অভিহিত করেন 'বিপ্লবের সমাধিজীবী কীট'।

বিপ্লবের বিজয়ার্থে সফল সংগ্রামের জন্য পার্টির বহু সভ্য — শ্রমিকেরা পার্টি ঐক্যের দাবি তোলেন। তার জন্য নতুন কংগ্রেস ডাকা আবশ্যক ছিল।

লেনিন ও বলশেভিকরা এ দাবি সমর্থন করেন। কিন্তু কীভাবে ঐক্য হবে? কোন ভিত্তিতে? এ প্রশ্নের জবাব দেন লেনিন। তাঁর মতে, মেনশেভিকদের সঙ্গে ঐক্য সম্ভব কেবল বিপ্লবী মার্কসবাদের ভিত্তিতে। বিপ্লবের মূল প্রশ্নে নৈতিক মতভেদটাকে একাকার করে তোলার দৃঢ় বিরোধিতা করলেন তিনি। এ ঐক্য হওয়ার কথা ছিল পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে, তার প্রস্তুতিতে বিপুল কাজ চালালেন তিনি। বলশেভিকদের প্লাটফর্ম — কংগ্রেসের মূল সিদ্ধান্তগুলির খসড়া তাঁরই করা। কংগ্রেসের কৃষি কর্মসূচির প্রস্তুতি হিসাবে তিনি লিখলেন 'শ্রমিক পার্টির কৃষি কর্মসূচির পুনর্বিচার' নামে একটি পুস্তিকা।

ঐক্য কংগ্রেস আহ্বানের আবশ্যিকতার পেছনে অন্য বিবেচনাও ছিল। রাশিয়ায় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি ছাড়াও ছিল পোলীয়, লিথুয়ানীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটেরা, লাতভীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি ও অন্যান্য সোশ্যাল-

ডেমোক্রাটিক পার্টি। এই প্রত্যেকটি পার্টিই আলাদাভাবে কাজ করত। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল রাশিয়ার সমস্ত জাতির শক্তিগুলির ঐক্য, গোটা দেশের শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংহতি।

১৯০৬ সালের এপ্রিলের গোড়ায় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য লেনিন স্টকহোমে আসেন। সুইডিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সেখানকার 'জনভবনটি' সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন, সেখানে কংগ্রেসের উদ্বোধন হল ১০ই এপ্রিল।

লেনিন কৃষি সমস্যা এবং উপস্থিত মুহূর্তে ও প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী কর্তব্য নিয়ে রিপোর্ট দেন, সহ রিপোর্ট দেন রাষ্ট্রীয় দুমার (প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় জার সরকার আংশিক পার্লামেণ্ট ধরণের যে সংস্থা গড়েছিল তার নাম) প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে, বক্তৃতা দেন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সাংগঠনিক প্রশ্নে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির খসড়া নিয়মাবলী প্রণয়নের কমিশনে অংশ নেন।

বলশেভিক ও মেনশেভিকদের তীব্র সংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেস চলে। কৃষি প্রশ্নে প্রচণ্ড সংঘাত বাধে। জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত (বিনা ক্ষতিপূরণে দখল) ও সমস্ত জমির জাতীয়করণ, অর্থাৎ জমিতে ব্যক্তি মালিকানা লোপ ও তাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত

করার দাবি সমর্থন করেন লেনিন ও বলশেভিকরা। ভূমির জাতীয়করণ সম্ভব ছিল কেবল স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের মাধ্যমে। তাই বলশেভিক কৃষি কর্মসূচিতে কৃষকদের ডাক দেওয়া হচ্ছিল জার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে।

আর মেনশেভিকদের মত ছিল কী? জমি জাতীয়করণের বিরুদ্ধতা করে তারা দাবি তোলে জমির মিউনিসিপ্যালীকরণ, অর্থাৎ জমিদারদের জমি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার (মিউনিসিপ্যালিটি) হাতে দেওয়া, যার কাছ থেকে কৃষকেরা জমি ইজারা নেবে। মেনশেভিক কর্মসূচির তীব্র সমালোচনা করেন লেনিন। এ কর্মসূচির অর্থ ছিল জমিদারদের সঙ্গে মিটমাট, এবং জার ও জমিদারদের ক্ষমতার উচ্ছেদ ছাড়াই কৃষি সমস্যার সমাধান সম্ভব এই অলীক আশা সৃষ্টি। কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্যের বলে মেনশেভিকরা মিউনিসিপ্যালীকরণের কর্মসূচি সমেত সমস্ত প্রধান প্রশ্নেই নিজেদের সিদ্ধান্ত চালিয়ে নিতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংখ্যাধিক্য লাভ ও কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' দখলও সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। কিন্তু মেনশেভিকদের জয় দীর্ঘস্থায়ী ও পাকা হতে পারে নি। বিপ্লবী মার্কসবাদের, বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের বিজয়ে দৃঢ় আস্থা ছিল লেনিনের। তিনি স্থির জানতেন যে মেনশেভিকদের পরাজয় হবে।

কংগ্রেসের পরেই লেনিনের ক্রিয়াকলাপ তীব্র হয়ে উঠল। রাশিয়ার বিভিন্ন জাতীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলিকে একক রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির মধ্যে মেলানোর সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস। এই ঐক্যের ফলে দেশের সমস্ত জাতিসত্তার ব্যাপক শ্রমিকস্তরের উপর প্রভাবপাতের সুযোগ পেল বলশেভিকরা, মেনশেভিকদের স্বরূপ মোচন ও বিচ্ছিন্নকরণ সহজ হল। কংগ্রেসে যে সংগ্রাম চলে, সে সম্পর্কে লেনিন ব্যাপক শ্রমিকদের ওয়াকিবহাল করেন, পার্টির নিকট কংগ্রেসের বলশেভিক প্রতিনিধিদের আবেদন লেখেন, এবং 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ঐক্য কংগ্রেস সম্বন্ধে রিপোর্ট (পিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের নিকট পত্র)' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

বলশেভিক লাইনের সঠিকতার সমর্থন ও ব্যাখ্যা চালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন, আলাপ চালাতেন তাদের সঙ্গে। ১৯০৬ সালের ৯ই মে তিনি পিটার্সবুর্গের তিন হাজার লোকের এক জনসভায় বক্তৃতা দেন, তাতে স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া কাদেত পার্টির সমঝোতা ফাঁস করে দেন এবং প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী লাইন সমর্থন করেন। একান্ত মনোযোগ ও উত্তেজনায় মিটিঙের লোকেরা

কার্পভ ছদ্মনামধারী ভ্লাদিমির ইলিচের বক্তৃতা শোনেন। এ বক্তৃতার কথায় ন. ক. ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, 'প্রেক্ষাগৃহ স্তব্ধ হয়ে গেল। ইলিচের বক্তৃতার পর একটা অসাধারণ উদ্দীপিত মেজাজ পেয়ে বসল সমস্ত শ্রোতাকে। সেই মুহূর্তে সবাই ভাবছিল সামনের সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত চালাবার কথা।' মজুরদের সামনে লেনিন বক্তৃতা দিতেন বিশেষ আগ্রহ করে, বিপ্লবী সংগ্রামের সমস্ত প্রশ্নের নির্দেশ ও ব্যাখ্যা দিতেন। লেনিন বক্তৃতা দেন নার্ভস্কি এলাকার সোশ্যাল-ডেমোক্রাট শ্রমিকদের সভায়, শাপশালের সিগারেট কারখানার নারী-শ্রমিকদের নিকট, নেভ্স্কি ফটকের সেমিয়ানিকভ্ মহল্লার শ্রমিকদের কাছে এবং আরো বহু জায়গায়।

অটল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বলশেভিকদের চারপাশে পার্টি সংগঠনগুলির সংহতি অর্জন করে লেনিন নতুন পার্টি কংগ্রেসের কর্তব্য হাজির করলেন এবং তার জন্য সক্রিয়ভাবে তৈরি হতে লাগলেন। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি লেখেন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের জন্য খসড়া সিদ্ধান্ত। মার্চ মাসে কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য যেসব বলশেভিক নিজ নিজ স্থানে ফিরছিলেন, তাদের নির্দেশ দানের এক সম্মেলনে লেনিন উপস্থিত মুহূর্ত ও পার্টির কর্তব্য নিয়ে একটি রিপোর্ট দেন।

১৯০৭ সালের এপ্রিলের শেষে ভ্লাদিমির ইলিচ লণ্ডনে আসেন, এখানেই রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস বসে। লেনিন এ কংগ্রেসের কাজ চালান, রিপোর্ট দেন আলোচ্য সূচির প্রধান প্রশ্নে—বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতি মনোভাব বিষয়ে। মহান প্রলেতারীয় লেখক আ. ম. গোর্কি কংগ্রেসে হাজির ছিলেন, তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বক্তা হিসাবে লেনিনের একটি উজ্জ্বল চিত্র দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ভালো ভালো বাক্য গড়ার দিকে লেনিনের ঝোঁক ছিল না, কিন্তু নিখুঁত ভাব প্রকাশ করার মতো প্রতিটি শব্দ ছিল তাঁর নখাগ্রে... তাঁর আগে যাঁরা বক্তৃতা দিলেন, সময়ের মাপে তিনি তাঁদের সকলের চেয়ে কম বললেন, কিন্তু প্রভাব ফেলার দিক থেকে তা অনেক বেশি; এটা শুধু একা আমারই মনে হয়েছিল তা নয়, আমার পেছন থেকে উল্লাসের ফিসফাস উঠছিল: 'সার কথা... বলেন একেবারে সার কথাটুকু...' সত্যিই তাই। তাঁর প্রতিটি যুক্তিই আপনা থেকেই উন্মোচিত হয়ে উঠছিল তার অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে।'

কংগ্রেসে লেনিনের সঙ্গে একত্রে বক্তৃতা দেন বলশেভিক প্রতিনিধিদের একটি সংহত দল: আ. স. বুবনভ, ক. ইয়ে. ভরোশিলভ, ই. ফ.দুব্রভিনস্কি, ম. ন. লিয়াদভ, ম. গ. ৎস্খাকায়া, স. গ. শাউমিয়ান, ইয়ে. ম. ইয়ারোস্লাভস্কি প্রভৃতি।

বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে কংগ্রেস লেনিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাশিয়ায় বিপ্লবের মূল্যায়নের সঙ্গে এ প্রশ্নটি সরাসরি সম্পর্কিত। পার্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় নির্দিষ্ট এক একটা শ্রেণীর স্বার্থ। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নায়কের ভূমিকা পালন করতে হলে রাজনৈতিক পার্টিগুলির শ্রেণী চরিত্র বিচার করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীকে। লেনিনের প্রস্তাবে কৃষ্ণশত* পার্টি এবং বৃহৎ জমিদার ও বুর্জোয়া পার্টিগুলোর বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের দাবি করা হয়; উদারনীতিক বুর্জোয়াদের পার্টি — কাদেতদের ভুয়া গণতন্ত্রের মুখোস খোলার কথা থাকে, যাতে প্রতারণার পথে তারা কৃষকদের টেনে আনার সুযোগ না পায়। ত্রুদভিকদের (দুমায় এই নামের কৃষক প্রতিনিধিগণ) মূল্যায়ন করলেন লেনিন অন্যভাবে। এরা যেহেতু কৃষকদের এবং শহুরে পেটি বুর্জোয়াদের স্বার্থ ব্যক্ত করছিল, তাই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেনিন এদের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন নি।

বিপ্লবে বলশেভিক কর্মপন্থার সঠিকতা সমর্থিত হল পঞ্চম কংগ্রেসে। অন্যান্য প্রশ্নেও মেনশেভিকদের

---

* কৃষ্ণশত — রাজতন্ত্রী গুণ্ডাবাহিনী, বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জার সরকার এটি গঠন করে। কৃষ্ণশতরা বিপ্লবীদের হত্যা করত, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের উপর হামলা করত এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধাত। — সম্পাঃ

উপর জয়লাভ করল বলশেভিকরা। মেনশেভিকদের ইচ্ছে ছিল তথাকথিত এক 'শ্রমিক কংগ্রেস' ডাকার, যাতে নাকি সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি*, নৈরাজ্যবাদী প্রভৃতিদের প্রতিনিধি নিয়ে এক ব্যাপক শ্রমিক পার্টি গড়ার কথা ছিল। কংগ্রেসে এটা নিন্দিত ও শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। এর অর্থ হত মূলত সত্যকার প্রলেতারীয় পার্টির বিলুপ্তি।

কংগ্রেসের শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে লেনিন অতি অন্তরঙ্গতায়, সোৎসাহে আলাপ করেন। শ্রমিকেরা লেনিনকে প্রথম দেখে কী বলাবলি করেছিল সে কথা গোর্কি লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। তাদের কে একজন বললে:

'এটা আমাদের লোক!'

কে তাতে আপত্তি করলে: 'আমাদের লোক প্লেখানভও।'

মুখের মতো জবাব কানে এল: 'প্লেখানভ — আমাদের মাস্টার, আমাদের মনিব, আর লেনিন — আমাদের নেতা, আমাদের কমরেড।'

পঞ্চম কংগ্রেসে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক

---

* সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি — বিভিন্ন নারোদবাদী দলের মিলনের ফলে ১৯০১—১৯০২ সালে গঠিত রাশিয়ার একটি পেটি বুর্জোয়া পার্টি। — সম্পাঃ

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হলেন লেনিন।

১৯০৭ সালে জুনের শুরুতে লেনিন লণ্ডন থেকে রাশিয়ায় ফিরলেন, ফিনল্যাণ্ডে বাসা পাতলেন। সে সময় পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে বিপ্লব পরাজিত হয়েছে। জার সরকার আক্রমণ শুরু করল — আরম্ভ হল প্রতিক্রিয়ার দুর্বিষহ কাল।

পিটার্সবুর্গ গুবের্নিয়ার পুলিস দপ্তরের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পিটার্সবুর্গ গোয়েন্দা বিভাগের কর্তার কাছে লেনিনের খবরাখবর জানতে চায় এবং 'ফিনল্যাণ্ড কর্তৃক লেনিনকে সমর্পণের প্রশ্ন তোলার' প্রস্তাব করে। শ্রমিক শ্রেণীর নায়ককে সর্বত্র খুঁজে বেড়াল গুপ্তচরেরা। ফিনল্যাণ্ডের গহনে সরে যেতে বাধ্য হলেন লেনিন। কিন্তু সেখানেও তাঁর থাকা বিপজ্জনক হয়ে উঠল। লেনিনকে বিদেশে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল বলশেভিক কেন্দ্র।

ফিনল্যাণ্ড থেকে পালানো সহজ ছিল না। অনুসরণ ও গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য খাস বন্দর থেকে নয়, ফিনল্যাণ্ডের কোনো একটা দ্বীপ থেকে জাহাজে ওঠাই প্রয়োজন হল। ফিন উপসাগর তখনো বরফে শক্ত হয়ে ঢাকা পড়ে নি। এই বরফের ওপর দিয়ে রাতে তাঁকে পৌঁছতে হয়েছিল দ্বীপটায়। একটুর জন্য ভ্লাদিমির ইলিচ ডুবে মরেন নি। বরফ ভেঙে গিয়ে তাঁর পায়ের তলায় তলিয়ে যেতে থাকে। পরে লেনিন বলেছিলেন,

সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল: ‘এহ্, কী বোকার মতো মরতে হচ্ছে।’ এইভাবে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে লেনিন সীমান্ত পার হতে পারেন। এবারে তাঁর প্রবাস জীবন চলে প্রায় দশ বছর।

প্রায় আড়াই বছর ধরে চলা প্রথম রুশ বিপ্লব পরাস্ত হল। কিন্তু রাশিয়ার স্বৈরাচারে তা ফাটল ধরায়, সাম্রাজ্যবাদী যুগে বৈপ্লবিক লড়াইয়ের পর্ব খুলে দেয়, সারা বিশ্বে মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের ওপর বিপুল প্রভাব ফেলে। এ বিপ্লব দেখিয়ে দিল যে বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র সরে এসেছে রাশিয়ায়, এবং রুশ প্রলেতারিয়েত হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনী। লেনিন ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের মূল্যায়ন করেন তাঁর ‘মস্কো অভ্যুত্থানের শিক্ষা’, ‘বিপ্লবের শিক্ষা’, ‘১৯০৫ সালের বিপ্লবের ওপর রিপোর্ট’ প্রভৃতি প্রবন্ধে।

এ বিপ্লবে লেনিন ও বলশেভিকদের রণকৌশলের সঠিকতা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়; বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকা নিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ লেনিনীয় প্রতিপাদ্যটি সমর্থিত হয় বাস্তবে।

বিপ্লবের বছরগুলিতে নেতা, প্রতিভাবান তত্ত্বকার, আশ্চর্য সংগঠক ও মেহনতী জনগণের পরিচালক হিসেবে লেনিনের কৃতিত্ব জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে।

প্রতিক্রিয়ার কালে পার্টির জন্যে সংগ্রাম

১৯০৮ সালের জানুয়ারিতে লেনিন আবার জেনেভায় ফিরলেন। বিপ্লবী রাশিয়া ছেড়ে বিদেশের এই শান্ত শহরটায় ফেরা মোটেই সুখকর ছিল না।

লেনিনের সমস্ত ভাবনাই রুশ বিপ্লবকে নিয়ে। বিপ্লবের পরাজয়ে সংগ্রামের সংকল্প তাঁর ভাঙে নি। নতুন শক্তি ও উদ্যোগ নিয়ে তিনি পার্টির কাজে, নতুন বিপ্লব প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। লেনিনের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, প্রথম রুশ বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের এ পরাজয় কেবল সাময়িক, স্বৈরাচারের উপর তার বিজয় অনিবার্য। পার্টির উদ্দেশে লেনিনের অগ্নিগর্ভ বাণী প্রবলে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল: 'বিপ্লবের জন্য দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করতে পেরেছি আমরা। আমাদের লৌহদৃঢ় বলা হয় খামোকা নয়। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা গড়েছে প্রলেতারীয় পার্টি, যা প্রথম ঝঞ্ঝাক্রমণের অসাফল্যে হতোদ্যম হয় না, মাথা খারাপ করে না, হঠকারিতায় নামে না... এই প্রলেতারীয় পার্টিই পেঁছবে বিজয়ে।'

প্রতিক্রিয়ার যে বিষণ্ণ বছরগুলিতে মনে হচ্ছিল ঊষাগম আর হবে না, তখন ভ্লাদিমির ইলিচ দিন কাটিয়েছেন প্রলেতারিয়েতের আসন্ন বিজয়ের ভাবনা নিয়ে। এ বিজয় তিনি ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাঁর এ প্রগাঢ় বিশ্বাসে প্রত্যয় জাগত অন্যদেরও।

রাশিয়ায় বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য জনগণের উপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিচ্ছিল জার সরকার। বহু বহু সহস্র বিপ্লবী নির্বাসিত হল কয়েদী খাটুনিতে, হাজার হাজারের প্রাণদণ্ড হল। শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ভেঙে দিচ্ছিল পুলিস। পার্টির ভিতরের অবস্থা হয়ে উঠল অতি কঠিন। সভ্যসংখ্যা কমে গেল। সংগঠনগুলির আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ দুর্বল হয়ে পড়ল। গভীর আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে বাধ্য হল পার্টি। পার্টি সংস্থার মধ্যে দালাল পাঠাত সরকার, তাদের খবর মতো বিশিষ্ট কর্মীদের ধরে ফেলত, সংগঠনের পর সংগঠন ধ্বংস করত। বিপ্লবের সহযাত্রীদের মধ্যে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শুরু হল মতবদল, বেইমানী এবং দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের নতুন জোয়ারের সম্ভাবনায় অবিশ্বাসের পালা।

কিন্তু কৃষ্ণ প্রতিক্রিয়া যতই ফুঁসুক, বিপ্লবের সময় যেসব অগ্রণী ও প্রগতিশীল শক্তি মাথা তুলেছিল, তাদের দমন করা ছিল অসম্ভব। আর এসব শক্তির পুরোভাগে আগের মতোই রইল বলশেভিক পার্টি পরিচালিত প্রলেতারিয়েত।

জেনেভায় গিয়ে লেনিন সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রলেতারি' পত্রিকার নব সংস্করণ প্রকাশের আয়োজনে লাগলেন। সে সময় কার্যত এটি ছিল বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র। পত্রিকায় সহযোগিতার জন্য লেনিন টেনে

আনলেন আ. ম. গোর্কি, আ. ভ. লুনাচারস্কি ও অন্যান্য বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকদের। পত্রিকার সংগঠনের জন্য লেনিনকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হল। শুধু প্রকাশ নয়, রাশিয়ায় সেটি পেঁছবার ব্যবস্থা নিয়েও তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে হয়। ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারির শেষে পুনঃপ্রকাশিত হল 'প্রলেতারি' পত্রিকা। মুদ্রিত পার্টি পত্রিকার মধ্যে লেনিন দেখলেন নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার পরিস্থিতিতে বলশেভিক কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ ও শিক্ষিত করার গুরুত্বপূর্ণ এক উপায়, বিপ্লবের নতুন জোয়ারের জন্য পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তুত করে তোলার এক হাতিয়ার।

প্রশ্ন উঠল, এরূপ দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে কীভাবে পার্টির কাজ চালানো যায়, কীভাবে বিপ্লবী পার্টিকে রক্ষা করা সম্ভব, জনগণের সঙ্গে তার যোগাযোগ শক্ত করা যায় কীভাবে, কোন ধরনের সংগ্রাম চালানো উচিত।

লেনিন ও বলশেভিকরা বললেন, প্রয়োজন অবৈধ পার্টি সংগঠনকে জোরদার করা এবং সেই সঙ্গে বৈধ, প্রকাশ্য শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা। লেনিন পার্টিকে শেখালেন, রণকৌশলের প্রশ্নে নমনীয়তা দেখানো উচিত, যদি অবস্থাচক্রে প্রয়োজন হয়, তাহলে পশ্চাদপসরণও করতে হবে, তবে পশ্চাদপসরণ করতে পারা চাই সুশৃঙ্খলভাবে, বাহিনী অটুট রেখে। আক্রমণ

করতে পারার মতো এটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শেখালেন, বিপ্লবের জন্য তুচ্ছতম সব মামুলী কাজ চালাতে হবে, রাষ্ট্রীয় দুমায় প্রকাশ্য বক্তৃতা দেবার যেকোনো সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়নে, বীমা তহবিলে, সমবায়ে, শ্রমিক ক্লাবগুলিতে কাজ করা চাই। এইভাবে লেনিন শেখান যে আইনসঙ্গত কাজের সঙ্গে বেআইনী কাজ মেলাতে হবে। এই নমনীয় ও একমাত্র সঠিক লেনিনীয় রণকৌশলে পার্টির পক্ষে সেই দুরূহ সময়ে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা ও নতুন বিপ্লবের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

পার্টি সংরক্ষণ ও সংহতির জন্য লেনিনের সংগ্রামের বিরুদ্ধে দাঁড়াল বহু প্রতিবাদী। বিপ্লব পরাজয়ের পর মেনশেভিকরা আতঙ্কে পিছু হটে, পার্টির কর্মসূচি ও ধ্বনি পরিহার করে লজ্জাকর রূপে, তার বেআইনী সংগঠন তুলে দেওয়া ও সমস্ত গুপ্ত বিপ্লবী কাজ বন্ধ করার ব্যবস্থা করে। সেই জন্য তাদের নাম হয় লুপ্তিপন্থী বা লিকুইডেটর। মেনশেভিক-লিকুইডেটররা রাশিয়ায় নতুন বিপ্লবে বিশ্বাস না রেখে বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস করার জন্য, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা মেনে নেবার জন্য ডাক দেয় শ্রমিক শ্রেণীকে। তাদের আশা ছিল, এই উপায়ে তারা শ্রমিক পার্টির প্রকাশ্য অস্তিত্বের অনুমতি পাবে। কিন্তু জারের রাশিয়ায় বিপ্লবী প্রলেতারীয় পার্টির

পক্ষে প্রকাশ্যে বর্তমান থাকা সম্ভব ছিল না। তাই মেনশেভিকরা স্পষ্টতই গড়তে চাইছিল বিপ্লবী নয়, সুবিধাবাদী পার্টি। এটা ছিল চূড়ান্ত বিপদের কথা। লেনিন অক্লান্তভাবে লিকুইডেটরদের স্বরূপ উন্মোচন করে বলেন, এরা পার্টির শত্রু এদের সঙ্গে নির্মম সংগ্রাম প্রয়োজন। তিনি লেখেন, 'আমাদের সাবেকী বেআইনী পার্টিটা থাকবে কি থাকবে না' — এই হল প্রশ্ন।

কিছু কিছু অস্থিরমতি বলশেভিকের মধ্যেও বিপজ্জনক দোদুল্যমানতা দেখা গেল। বিপ্লবী বুলির আড়াল নিয়ে তারা বৈধ শ্রমিক সংগঠনের কাজ থেকে পার্টিকে ফেরাতে চাইল, প্রস্তাব করল রাষ্ট্রীয় দুমার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফ্রাকশনকে (গ্রুপ) প্রত্যাহার করা হোক। এদের বলা হত অৎজোভিস্ট (প্রত্যাহারপন্থী)। পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর এইসব মতামতের দৃঢ় বিরোধিতা করলেন লেনিন। তিনি বোঝালেন, বৈধ কাজ বর্জন করলে পার্টি জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, পরিণত হবে একটি রুদ্ধদ্বার সংগঠনে, নতুন বিপ্লবী জোয়ারের জন্য শক্তি সংগ্রহে সক্ষম হবে না। পার্টির পক্ষে এ পথ হবে সর্বনাশা, কার্যত তার অর্থ হবে পার্টির বিলোপ। তাই লেনিন প্রত্যাহারপন্থীদের আখ্যা দিয়েছিলেন উল্টো পিঠের লিকুইডেটর। তিনি দেখালেন যে লিকুইডেটর আর অৎজোভিস্ট — এরা সত্যকারের বিপ্লবী নয়,

প্রলেতারিয়েতের পেটি বুর্জোয়া সহযাত্রী মাত্র; বিপ্লবে, শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ে এরা উভয়েই অবিশ্বাসী। এই ধরনের সুবিধাবাদীদের ঝেড়ে ফেলা প্রলেতারীয় পার্টির কর্তব্য, এই ছিল লেনিনের মত।

১৯০৮ সালের শেষাশেষি 'প্রলেতারি' পত্রিকার প্রকাশন স্থানান্তরিত হয় প্যারিসে, সে সময় এটি ছিল রুশ দেশান্তরীদের কেন্দ্র। এই উপলক্ষে লেনিন ও ক্রুপস্কায়াও সেখানে এলেন। (এইখানে মারি-রোজ স্ট্রিটে ৪ নং বাড়ির যে ফ্ল্যাটে তাঁরা ছিলেন সেখানে এখন লেনিন মিউজিয়ম গড়া হয়েছে।)

প্যারিসে লেনিন ও তাঁর পরিবারের জীবন কষ্টে কেটেছে। প্রধান জাতীয় গ্রন্থাগারের বইপত্র, পত্রিকাদি পড়বার জন্য লেনিনকে প্যারিসের উপান্তে তাঁর শস্তা ভাড়ার বাসাটি থেকে বাইসাইকেল করে পাড়ি দিতে হত প্রায় গোটা শহর। এতে অনেক সময় যেত।

প্যারিসে রুশী দেশান্তরীর সংখ্যা কম ছিল না। বিভিন্নতম সব মতধারার লোক ছিল তারা। অবান্তর হৈচৈ, গণ্ডগোল লেগে থাকত, মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাঁটিও বাধত, তাতে ভারি বিরক্ত হতেন ভ্লাদিমির ইলিচ, কাজের ক্ষতি হত। বিশ্রামের জন্য তিনি মাঝে মাঝে শহরের বাইরে যেতেন। গ্রীষ্মে কখনো-সখনো সমুদ্রতীরেও কিছুটা সময় কাটিয়ে আসা যেত।

বলশেভিকদের প্যারিস গ্রুপের কাজে লেনিন সক্রিয় অংশ নেন, রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্যারিস কমিউন* এবং অন্যান্য প্রশ্নে প্রায়ই বক্তৃতা দিয়েছেন। শ্রমজীবী ফ্রান্সের জীবন তিনি মন দিয়ে দেখেন, শ্রমিক সভায় হাজির থাকতেন, শ্রমিক এলাকার থিয়েটারগুলিতে যেতেন, — সেখানে বিপ্লবী বিষয় নিয়ে নাটক হত, যা নগর-কেন্দ্রে দেখানো নিষিদ্ধ ছিল।

প্রতিক্রিয়ার দুর্বিষহ বছরগুলিতেও লেনিনের প্রাণোচ্ছলতা, সামাজিকতা ও প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কাজের চাপ যথেষ্ট থাকলেও লেনিন ওরই মধ্যে সময় করে নতুন নাটক দেখতেন, মিউজিয়মে যেতেন, দাবা খেলতেন বন্ধুদের সঙ্গে আর পড়তেন প্রিয় লেখকদের বই। রাশিয়া থেকে আসা সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপে তরুণদের মনোভাব জানার জন্য তাঁর খুবই আগ্রহ থাকত, জিজ্ঞেস করতেন কী সাহিত্য তাদের কাছে জনপ্রিয়। জেনেভার মতো এখানেও কমরেডরা লেনিনের ঘরে এসে হাজির হতে ভালোবাসতেন। সৌহার্দ্য, পরস্পরের প্রতি সযত্ন আন্তরিকতা, পরের বিপদে সংবেদনশীলতা ও মনোযোগের একটি বিশেষ পরিস্থিতি

---

* ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউন — প্যারিসে প্রলেতারীয় বিপ্লবে গঠিত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সরকার। ইতিহাসে প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সরকার। টিকে ছিল ৭২ দিন, ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত। — সম্পাঃ

গড়ে উঠত কেমন যেন। ন. আ. সেমাশকো তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, ‘প্রবাসে অধিকাংশ দেশান্তরীরই দিন কাটত খুব কষ্টে, রাতে শুতে যাবার সময় জানতাম না, পরের দিন খাওয়া জুটবে কিনা। আমাদের একটা পারস্পরিক সাহায্য তহবিল ছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ তাতে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। অভাবী কমরেডদের সাহায্যের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হতাম, পারিশ্রমিক নিয়ে বক্তৃতা দেবার অনুরোধ করতাম। তাঁর কাজের চাপ ছিল মানুষের সাধ্যাতীত, — পত্রিকা সম্পাদনা, প্রবন্ধ লেখা, সমাবেশে বক্তৃতা, রাশিয়ার সঙ্গে পত্রবিনিময়, — তাহলেও কখনো আপত্তি করেন নি ভ্লাদিমির ইলিচ, বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে খেটে তৈরি করা বিশদ বক্তৃতা দিতেন। যদি তাঁর চোখে পড়ত, কোনো কমরেড ভয়ানক অভাবে পড়েছে, অমনি তিনি তাঁর সাহায্যে ছুটতেন, তার জন্যে কাজ জুটিয়ে দিতেন। আমার নিজের বেলাতেও এরকম হয়েছে একাধিকবার।’

লেনিনের প্যারিস আগমনের কিছু পরেই এখানে সারা রুশ পার্টি সম্মেলন বসে, যাতে বড়ো বড়ো পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে বলশেভিকরা। লিকুইডেটর ও অৎজোভিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধ্বনিতে এ সম্মেলন চলে। মূল রিপোর্ট দেন লেনিন। তাঁর রিপোর্ট অনুসারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, তাই দিয়েই

প্রতিক্রিয়ার পর্বে পার্টির কাজকর্ম পরিচালিত হয়। লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে সম্মেলন লিকুইডেটর-পন্থাকে নিন্দিত করে এবং তার বিরুদ্ধে আপোসহীন দৃঢ় সংগ্রাম চালাবার জন্য পার্টি সংগঠনগুলিকে ডাক দেয়।

লেনিন তাঁর 'পথাবলম্বন' প্রবন্ধে লিখেছেন যে বিপ্লবের পরাজয়ের পর রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মোড় ফেরা পরিবর্তন শুরু হয় সম্মেলনটিতে, বলশেভিকদের এক বৃহৎ বিজয় সূচিত হয় তাতে। '...প্রকাশ্য বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি দেখিয়ে দিয়েছিল যে তারা সেই শ্রেণীর পার্টি, যারা লক্ষ লক্ষ লোককে ধর্মঘটে, ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানে, ১৯০৬—১৯০৭ সালের নির্বাচনে নিজের সঙ্গে টানতে সক্ষম, তারা এখনও শ্রেণীর পার্টি, জনগণের পার্টি হয়েই আছে, এমন অগ্রবাহিনী হয়েই আছে, যা সবচেয়ে দুর্দিনেও গোটা ফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, এ দুর্দিন কাটিয়ে, ফের নিজের পঙক্তি সংহত করে নতুন নতুন যোদ্ধা গড়ে তোলার কাজে যা তাকে সাহায্য করতে সক্ষম।'

পার্টির ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে লেনিন তার তাত্ত্বিক ভিত্তির ভাবাদর্শগত বিশুদ্ধতা, মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদের প্রতি আনুগত্যের সংগ্রামও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছিলেন। মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি শোধনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্রকে ধর্মের

একটা নতুন রূপ হিসাবে কল্পনা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি সাবেগে ও সক্রোধে সংগ্রাম চালান। কিছু কিছু সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এরূপ সংশোধনে আত্মনিয়োগ করেছিল, তাদের মধ্যে ভাবাদর্শের দিক থেকে অস্থিরমতি কিছু বলশেভিকও ছিল। এটা হল শোধনবাদীদের এক নতুন হামলা, এবং এবার সেটা মার্কসবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে।

দর্শনের ক্ষেত্রে শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে উঠেছিল। তার ফল দাঁড়াত, জার রাশিয়ায় বিদ্যমান প্রতিক্রিয়াশীল আমলকে ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে মেনে নেওয়া, বিপ্লবী সংগ্রাম পরিহার করা। শোধনবাদীদের মোক্ষম জবাব দেওয়ার দরকার হল। সে কাজে লাগলেন লেনিন। মার্কসবাদী দর্শনের প্রচার ও বিকাশে তিনি সর্বদাই অতি মনোযোগী ছিলেন। প্রতিক্রিয়ার কালে যখন মার্কসবাদী দর্শনের সমর্থন বিশেষ জরুরী হয়ে উঠল, তখন লেনিন লেখেন 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা। একটি প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য' (১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি—অক্টোবরে লেখা, 'ভ্ল. ইলিন' স্বাক্ষরে তা প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালের মে মাসে)। লেনিন যে বিপুল গবেষণা চালান, বইটি তার ফল। দর্শন, প্রকৃতিবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জার্মান, ফরাসী, ইংরাজি

ও রুশ ভাষায় তিনি বিভিন্ন লেখকের শত শত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়েন, মার্কস ও এঙ্গেলস তথা প্লেখানভ, মেরিঙ, ফয়েরবাখ ও অন্যান্যের দার্শনিক লেখা ফের পড়ে দেখেন। ১৯০৮ সালের মে মাসে লেনিন জেনেভা থেকে লণ্ডনে যান ও প্রায় মাস খানেক সেখানে ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে খাটেন। আত্মীয়স্বজনদের কাছে লেনিনের চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় যে বৈধভাবে বইটি রাশিয়ায় প্রকাশ করতে কী মুশকিল হয়েছিল। ই. ই. স্ক্‌ভর্ৎসভ-স্তেপানভের সহায়তায় মস্কোর 'জ্‌ভেনো' প্রকাশালয় থেকে বইটি ছাপাবার ব্যবস্থা হয়। ছাপা যাতে তাড়াতাড়ি হয়, তার জন্য ভ্লাদিমির ইলিচ আন্না ইলিনিচনাকে খুবই অনুরোধ করেন; কেননা 'প্রলেতারি' পত্রিকার বর্ধিত সম্পাদকমণ্ডলীর (কার্যত বলশেভিক কেন্দ্রের) অধিবেশন বসছিল, তাতে অৎজোভিজমের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নটি আলোচ্য ছিল। ১৯০৯ সালের মে মাসের শেষে আন্না ইলিনিচনাকে লেনিন লেখেন: 'বইটি পেয়েছি, ভালোই ছাপা হয়েছে... মোটের ওপর প্রকাশনায় আমি সন্তুষ্ট।'

বইটিতে লেনিন মার্কসবাদী দর্শনের বিরোধীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। তিনি দেখালেন যে দর্শন ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান। মার্কসবাদ—এ হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বিপ্লবী ব্যবহারের অবিচ্ছিন্ন

ঐক্য। বুর্জোয়া দার্শনিকদের (মাখ ও আভেনারিউস) ও মার্কসবাদী দর্শন থেকে বিচ্যুত কিছু কিছু সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি সমালোচনায় বিধ্বস্ত করেন। এই সব সোশ্যাল-ডেমোক্রাট (আ. আ. বগদানভ প্রভৃতি) দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রেও বেঠিক মত পোষণ করছিলেন। মার্কসবাদী দর্শনের সমর্থন ও বিকাশে, পার্টি কমরেডদের তাত্ত্বিক অস্ত্রসজ্জায় 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা' বইটি বৃহৎ ভূমিকা নেয়। আধুনিক বুর্জোয়া ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে, সব ধরনের শোধনবাদীর বিরুদ্ধে আজও বইটি পার্টির এক ক্ষুরধার ভাবাদর্শগত অস্ত্র হয়ে আছে।

রাশিয়ায় অৎজোভিস্টদের বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রামের প্রবল সমর্থন করেন ভ. ভ. ভরোভস্কি, ই. আ. তিওদরভিচ, ইয়া. এ. রুজুতাক, ন. আ. স্ক্রিপ্‌নিক ও বহু বলশেভিক-শ্রমিক। বহু স্মৃতিকথায় যা বলা হয়েছে, লেনিনের বইটি সকলের ওপরেই বিপুল ছাপ ফেলে। দার্শনিক বিতর্কের সময় প্রবাসে লেনিনের মতকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন 'প্রলেতারি' সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ই. ফ. দুব্রোভিনস্কি। ১৯০৮ সালের মে মাসে জেনেভার একটি বিতর্কে তিনি বগদানভের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন।

বক্তৃতার থিসিসগুলি রচনা করে দেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

পার্টির জন্য, তার ভাবাদর্শীয় বিশুদ্ধতার জন্য, খাঁটি মার্কসবাদী রাজনীতির জন্য সংগ্রামে লেনিন আপোস জানতেন না। ভাবাদর্শের বিভ্রান্তিকে, প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য সংগ্রামের পরিহারকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না; মনে করতেন, তা পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর আর পার্টির স্বার্থই ছিল তাঁর কাছে সবার ওপরে। মার্কসবাদ থেকে, শ্রমিক পার্টির বিপ্লবী লাইন থেকে যে বিচ্যুত হত, প্রাক্তন কোনো কৃতিত্বেই লেনিনের কঠোর সমালোচনা থেকে তার পরিত্রাণ মিলত না। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে গোর্কিকে ভ্লাদিমির ইলিচ লিখেছিলেন, 'আপনার নিশ্চয় বোঝা উচিত ও বুঝবেন যে পার্টির লোক যখন এই প্রত্যয়ে পেঁছয় যে নির্দিষ্ট প্রচারটি একান্ত ভুল ও **ক্ষতিকর**, তখন তার বিরুদ্ধতা করতে সে বাধ্য।'

১৯০৮ সালের এপ্রিলে গোর্কির অনুরোধে লেনিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ইতালিতে, কাপ্রি দ্বীপে। এসেই লেনিন গোর্কিকে অনুরোধ করেছিলেন যে বগদানভ ও তাঁর পক্ষপাতীদের সঙ্গে মিটমাট করিয়ে দেবার কোনো চেষ্টা যেন গোর্কি না করেন। (বগদানভও তখন কাপ্রিতে ছিলেন)। গোর্কির সঙ্গে রাশিয়া সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হত লেনিনের। এই সময় গোর্কির

বাল্য ও কৈশোরের কথা, তাঁর ভবঘুরে জীবনের কথা লেনিন শোনেন একান্ত মন দিয়ে, পরামর্শ দেন তা লিখতে। নিজের এ জীবনের কথা গোর্কি লিখেছেন তাঁর 'আমার ছেলেবেলা', 'পৃথিবীর পথে', 'পৃথিবীর পাঠশালায়' গ্রন্থে। লেনিনের সঙ্গে আলাপে গোর্কির ওপর বিপুল প্রভাব পড়ে, তাঁর ভ্রান্ত কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গি দূর হয়। 'আমার কাছে তিনি ছিলেন', লিখেছেন গোর্কি, 'কড়া শিক্ষক এবং যত্নপর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু।'

১৯০৯ সালের জুন মাসে 'প্রলেতারির' সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধিত সম্মেলনে লেনিন অৎজোভিস্টদের বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে নামেন। তিনি দেখালেন অৎজোভিস্টরা শ্রমিক আন্দোলন ও পার্টির ঐক্যের কী অনিষ্ট করছে। সম্মেলন এইটে চিহ্নিত করে দেখায় যে অৎজোভিজমের সঙ্গে বলশেভিক পার্টির কোনো মিল নেই, তার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালাবার জন্য সম্মেলন পার্টি সভ্যদের ডাক দেয়। সম্মেলনে এটাও লক্ষ্য করা হয় যে অনেক পার্টি সংগঠনেই শ্রমিক-মেনশেভিকরা লিকুইডেটরদের বিরুদ্ধতা করছে, গুপ্ত পার্টি বজায় রাখা সমর্থন করছে। প্লেখানভও লিকুইডেটরদের বিরোধিতা করেন। বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্যে নীরব না থাকলেও পার্টির এই অংশটার সঙ্গে নৈকট্য অর্জনের

প্রস্তাব দেয় সম্মেলন; এদের বলা হত পার্টিপন্থী মেনশেভিক। গুপ্ত পার্টির জন্য সংগ্রামের নীতিগত ভিত্তিতে সমস্ত পার্টি শক্তির সংহতিসাধনের পরিকল্পনা দেন লেনিন।

লিকুইডেটরদের মতো প্রকাশ্য সুবিধাবাদীদের সঙ্গেই শুধু যে লেনিন আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়েছেন তাই নয়। তাদের সঙ্গেও তিনি লড়েন, যারা তাদের সুবিধাবাদ চাপা দিত বিপ্লবী বুলির আড়ালে। এ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বলশেভিক পার্টি তার বাহিনী সংহত করে, রক্ষা করে বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশল। পরে লেনিন 'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' শিশু ব্যাধি' গ্রন্থে লিখেছিলেন যে বিপ্লবের পরাজয়ের পর বলশেভিক পার্টি তার বাহিনী অক্ষুণ্ণ রেখে সঠিকভাবে পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিল কেবল এই জন্য যে 'বুলিবাগীশ বিপ্লবীদের স্বরূপ নির্মমভাবে মোচন করে তাদের ঝেঁটিয়ে দূর করা হয়।'

বড়ো বড়ো 'বিপ্লবী' বুলি আঁকড়ে থাকে, অথচ প্রতিদিনকার মামুলী কাজটা চালাতে পারে না ও চালাতে চায় না এমন সব লোকদের পার্টি দূর করে দেয়।

সুদৃঢ় বিপ্লবী পার্টির জন্য বলশেভিকদের সংগ্রামে বাধার সৃষ্টি করেন ত্রৎস্কি। পার্টির মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছেন এই ভণ্ড বিবৃতি দিয়ে ত্রৎস্কি

লিকুইডেটরদের সমর্থন করেন। পার্টি বিরোধী গ্রুপ ও ধারা জুটিয়ে তিনি একটি লেনিন বিরোধী ব্লক খাড়া করেন। ভণ্ড, পদান্বেষী, কুৎসাপ্রচারক ও দুমুখো হিসাবে ত্রৎস্কির মুখোস খুলে দেন লেনিন। সে সময় তিনি ত্রৎস্কির নাম দিয়েছিলেন 'ইউদুশ্‌কা'*।

লেনিনের মতে, এ পর্বে পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল প্রথম রুশ বিপ্লবের খতিয়ান করা এবং শ্রমিক শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে তার শিক্ষা প্রচার করা। গণসংগ্রামের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার পুঙখানুপুঙখ বিচারের জন্য ডাক দেন তিনি, শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলেন সংগ্রামী বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রেরণায়।

প্রধান খতিয়ান লেনিন এই করলেন যে প্রলেতারিয়েত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নায়কের ভূমিকা জয় করেছে, নিপীড়িত শ্রেণীরা বিপ্লবী গণসংগ্রামের শিক্ষা পেয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের মিলন জোরদার করার তাৎপর্য যে কী বিপুল সে কথা লেনিন বোঝালেন। অসাধারণ গভীরতায় তিনি দেখালেন, রুশ

---

* ইউদুশ্‌কা — রুশ লেখক ম. ইয়ে. সালতিকভ-শ্চেদ্রিনের 'গলোভ্‌লেভ মহাশয়েরা' নামক রচনার প্রধান চরিত্র। ভণ্ডামি, বুজরুকি ও হৃদয়হীনতার জন্য তার নাম জোটে ইউদুশ্‌কা বা জুদাসবাছা (জুদাস যীশু খৃষ্টকে ধরিয়ে দেয়)। — সম্পাঃ
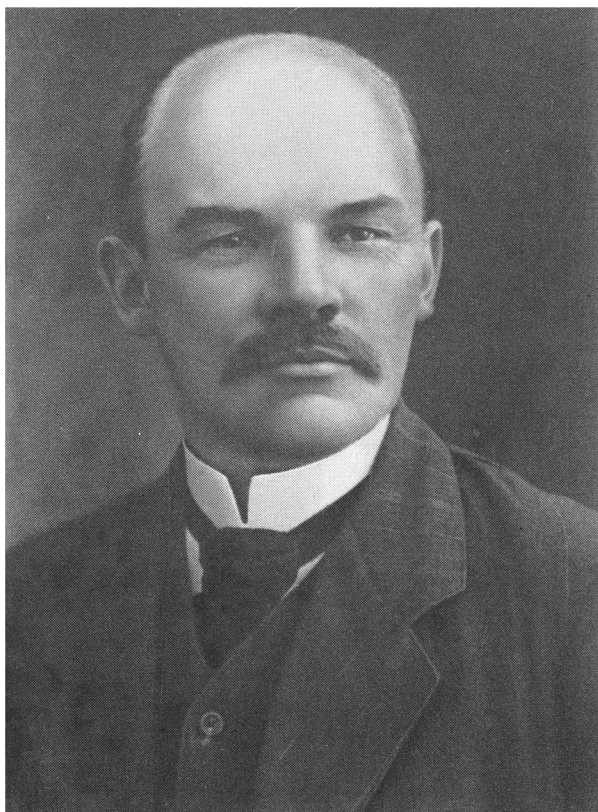
ভ. ই. লেনিন

ভ. ই. লেনিন

ফোটো, ১৯১০ সাল

পরচুলায় ছদ্মবেশী ভ. ই. লেনিন

ফোটো, অগস্ট ১৯১৭

প্রলেতারিয়েতের অর্জন কী বৃহৎ। তিনি লেখেন, '...তিন বছর ধরে (১৯০৫—১৯০৭) বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রুশ প্রলেতারিয়েত নিজেদের জন্য এবং রুশ জনগণের জন্য যা অর্জন করেছে, তা পেতে অন্য জাতিদের লেগেছে কয়েক দশক।' রুশ বিপ্লবের চরিত্র ও শিক্ষার বিষয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ যেমন রচনা ছাপিয়েছেন, তেমনি জেনেভা, প্যারিস ও অন্যান্য শহরে সভা ও সম্মেলনে বক্তৃতা ও রিপোর্টও দিয়েছেন। প্রথম রুশ বিপ্লবের বিপুল আন্তর্জাতিক তাৎপর্য প্রকাশ করেন লেনিন। ইউরোপে তা নতুন বিপ্লবী জোয়ারের সূত্রপাত ঘটায় এবং এশীয় জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিস্ফুরণে বিপুল প্রভাব ফেলে। পরে লেনিন জোর দিয়ে বলেন, '১৯০৫ সালের মতো এরূপ 'সাধারণ রিহার্সাল' ছাড়া ১৯১৭ সালের বুর্জোয়া ফেব্রুয়ারি বিপ্লব অথবা প্রলেতারীয় অক্টোবর বিপ্লব সফল হতে পারত না।'

প্রতিক্রিয়ার বছরগুলিতে কৃষি সমস্যা, অর্থাৎ রাশিয়ায় ভূমি ব্যবস্থার প্রশ্ন নিয়েও লেনিন প্রচুর খাটেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, জমির উপর পুঁজিপতি ও জমিদারদের মালিকানা থাকা উচিত নয়, জারতন্ত্র উচ্ছেদের পর রাষ্ট্রের হাতে তা তুলে দেওয়া উচিত বিনা খেসারতে কৃষকদের ব্যবহারের জন্য। এই পর্বে লেনিন যেসব বই লেখেন, তাদের মধ্যে '১৯০৫—১৯০৭

সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কৃষি কর্মসূচি' রচনাটির বিশেষ স্থান আছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রামের নেতৃত্ব নেন, বিপ্লবী শক্তির সংগঠন ও সংহতির জন্য অনেক কিছু করেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সমিতির কংগ্রেসগুলিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উপর প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা দেন।

১৯১০ সালের শরতে লেনিন স্টকহোমে আসেন মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য। মাকে তিনি তিন বছর দেখেন নি। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বয়স তখন পঁচাত্তর বছর হলেও ছেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি বিদেশে এলেন। বরাবরের মতোই লেনিন মায়ের খুব যত্ন করেন। মায়ের প্রতি ছিল তাঁর অসীম মমতা। স্টকহোমে বলশেভিক গ্রুপের সভায় ছেলের প্রকাশ্য বক্তৃতা সেই প্রথম শুনলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। মায়ের ফিরে যাওয়ার দিনে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে জেটি পর্যন্ত পেঁৗছে দেন, কিন্তু স্টিমারে ওঠেন নি, — এটির মালিক ছিল রুশী কোম্পানি, তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারত। ন. ক. ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, 'মায়ের সঙ্গে তাঁর এই শেষ দেখা। এটা যেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অপসৃয়মান স্টিমারের দিকে। সাত

বছর পরে ১৯১৭ সালে তিনি যখন রাশিয়ায় ফিরলেন, তখন তাঁর মা আর বেঁচে নেই।' (ভ্লাদিমির ইলিচের মা মারা যান ১৯১৬ সালে)।

সেপ্টেম্বরের শেষে ভ্লাদিমির ইলিচ প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করলেন।

লেনিনের বৃহৎ কীর্তি এইখানে যে পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এই একান্ত দুঃসময়ের কালে — জারতন্ত্রের ঘোর প্রতিক্রিয়ার পর্বে — তিনি সম্মুখ গতির সঠিক পথ নির্দেশ করেছিলেন। লেনিনের নির্দেশ মতো চলে বলশেভিকরা পার্টিকে শক্তিশালী করে তোলে, স্বৈরাচারের উপর নতুন আক্রমণের জন্য সংহত করে শ্রমিক শ্রেণীকে। ক্রমশই তাদের মধ্যে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে রাশিয়ায় নতুন একটা বিপ্লব অনিবার্য এবং তার পরিণতি হবে — মেহনতীদের জয়।

নতুন বিপ্লবী জোয়ারের পর্বে

নতুন বিপ্লবী জোয়ার যে অনিবার্য লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই সফল হল। কোনো পীড়ন আর দমনই জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের অদম্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারল না। ১৯১০ সালে রাশিয়ায় ফের শ্রমিক আন্দোলনে সজীবতা দেখা গেল। গ্রীষ্ম ও শরতে পিটার্সবুর্গ, মস্কো ও অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরের

কলকারখানায় চলল ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, সভা ও অন্যান্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। পরের বছরগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন বেড়ে উঠতে থাকল। কৃষকসম্প্রদায়, ফৌজ এবং নৌবাহিনীও আকৃষ্ট হল সংগ্রামে। জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে থাকল বলশেভিক পার্টি।

প্রতিক্রিয়ার কালে রাশিয়ায় যে আইনসঙ্গত মার্কসবাদী সংবাদপত্র বিধ্বস্ত হয়, তাকে পুনরুজ্জীবিত করার কর্তব্য লেনিন হাজির করলেন বলশেভিকদের সামনে। বিপুল বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে বলশেভিকরা ১৯১০ সালের ডিসেম্বরে পিটার্সবুর্গ থেকে 'জ্‌ভেজদা' (তারকা) সংবাদপত্র এবং মস্কো থেকে 'মিস্‌ল্‌' (ভাবনা) পত্রিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এ দুটি পত্রিকায় লেনিনের ৫০-এর বেশি প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাঁর পরিচালনায় 'জ্‌ভেজদা' হয়ে উঠল সংগ্রামী মার্কসবাদী সংবাদপত্র।

শ্রমিকদের মধ্যে থেকে আগত পার্টিকর্মীদের বৃদ্ধিতে লেনিন অতিশয় আনন্দ বোধ করেছিলেন, তাদের রাজনৈতিক তালিমের জন্য খুবই যত্ন নেন তিনি। ১৯১১ সালের বসন্তে প্যারিসের উপকণ্ঠে লংজ্যুমো'তে পার্টি স্কুলের ব্যবস্থা করেন তিনি। শিক্ষার্থীরা ছিল সব বড়ো বড়ো পার্টি সংগঠনের শ্রমিক-গুপ্তকর্মী। পরে ন. ক. ক্রুপস্কায়া বলেছেন, প্যারিসে প্রথম আগত পিটার্সবুর্গী এই শ্রমিকদের কী সানন্দে অভ্যর্থনা করেন

ভ্লাদিমির ইলিচ, সারা সন্ধ্যে তাদের সঙ্গে আলাপ করে যান।

স্কুলে পাঠ নেয় পিটার্সবুর্গ, মস্কো, সরমোভ, ইয়েকাতেরিনস্লাভ, নিকোলায়েভ, দম্ব্রভস্কি জেলা (পোল্যাণ্ড), বাকু, তিফলিস প্রভৃতি শহর থেকে আগত আঠারো জন শ্রমিক। পার্টি স্কুলে লেনিন অর্থশাস্ত্র নিয়ে ২৯টি, কৃষি সমস্যা নিয়ে ১২টি, এবং রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে ১২টি বক্তৃতা দেন। শ্রোতাদের অনুরোধে ভ্লাদিমির ইলিচ ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ নিয়ে কয়েকটি বক্তৃতা এবং উপস্থিত মুহূর্ত ও পার্টির অবস্থা নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেনিনের বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য ছিল বোধগম্যতা ও প্রাঞ্জলতা। অর্থশাস্ত্র ও দর্শনের দুরূহতম প্রশ্নগুলিকেও লেনিন আলোচনা করতেন শ্রমিকদের আয়ত্তাধীন ও বোধগম্য রূপে। পাঠের চরিত্র প্রায়ই হত সজীব আলাপের মতো। উপস্থিত সকলেই তাতে যোগ দিতেন। পড়াশুনা হয় অনেক এবং বেশ খেটে।

স্কুলের কাজে লেনিন খুশি হয়েছিলেন। এই পার্টি স্কুলটি হল ভবিষ্যতের বলশেভিক পার্টি স্কুল ও কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বসূরী। লঁজুমো'তে, স্কুল স্ট্রিট ও গ্রাঁ-রু্য'র কোণে, ৯১ নং বাড়িতে, যেখানে লেনিন ছিলেন, সেখানে ফরাসী কমিউনিস্টরা একটি স্মারক ফলক স্থাপিত করেছেন। তাতে লেখা আছে:

'১৯১১ সালে এখানে থাকতেন ভ. ই. লেনিন — আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্বকার ও নেতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা।'

১৯১১ সালের শেষের দিকে প্যারিসে পল লাফার্গ ও তাঁর স্ত্রী — মার্কসের কন্যা লাউরার সৎকার অনুষ্ঠানে লেনিন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির পক্ষ থেকে ভাষণ দেন ফরাসী ভাষায়। সংক্ষিপ্ত কিন্তু আশ্চর্য সারগর্ভ এই বক্তৃতায় লেনিন মার্কসবাদের প্রতিভাবান প্রচারক হিসেবে লাফার্গের গুণগান করেন। তিনি বলেন, মার্কসবাদী ভাবনার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে রুশ শ্রমিকদের অগ্রবাহিনী, সংগঠিত গণসংগ্রাম দিয়ে আঘাত হেনেছে জারতন্ত্রের ওপর এবং উদারনীতিক বুর্জোয়ার সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতা, দ্বিধা ও টলায়মানতা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের আদর্শ, বিপ্লবের আদর্শ, গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষা করছে। 'রুশ বিপ্লব', লেনিন পরে বলেন, 'গোটা এশিয়ায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ অবারিত করেছে, এবং ৮০ কোটি লোক এখন সভ্য দুনিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সরিক।' বক্তৃতার শেষে লেনিন এই প্রত্যয় ঘোষণা করেন যে, 'সংগঠিত এবং মার্কসবাদের প্রেরণায় শিক্ষিত প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের' যুগ কাছিয়ে আসছে এবং সে প্রলেতারিয়েত 'বুর্জোয়া প্রভুত্ব উচ্ছেদ করে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।'

রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের সজীবতা ও লিকুইডেটরদের সঙ্গে সংগ্রামের তীক্ষনতা বৃদ্ধির ফলে পার্টি সংগঠনগুলির শক্তিবৃদ্ধি ও তাদের কাজ উন্নত করার আবশ্যকতা বিশেষ করে বোধ হতে লাগল। অবিলম্ব পার্টি সম্মেলন ডাকার প্রশ্ন উঠল। লেনিন ও বলশেভিকরা তার ব্যবস্থা নিলেন। সম্মেলন প্রস্তুতির জন্য রাশিয়ায় পাঠানো হল পার্টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের; তাঁদের মধ্যে ছিলেন বলশেভিক পার্টির বড়ো কর্মী গ. ক. অর্জনিকিদ্জে ও অন্যান্য সব বিশিষ্ট কর্মী। সম্মেলন আহ্বানের জন্য রুশী সংগঠনী কমিশন গঠিত হল। এ কমিশনের কাজকর্মের উপর বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্পণ করেন লেনিন। তিনি লিখলেন, ভাঙন ও তছনছের চার বছর পর এই প্রথম গড়ে উঠল রুশ পার্টি কেন্দ্র। ‘ঝাণ্ডা উঠেছে; সারা দেশের শ্রমিক চক্রগুলি মুখিয়ে আছে তার দিকে; এবার আর কোনো প্রতিবিপ্লবী আক্রমণেই তা ভূলুণ্ঠিত হবার নয়!’

লেনিনের প্রস্তাবক্রমে স্থির হল পার্টি সম্মেলন হবে প্রাগে। ১৯১২ সালের গোড়ায় লেনিন প্যারিস ছেড়ে প্রাগে এলেন। এখানকার জনভবনে, চেক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পত্রিকার গৃহে, গোপনীয়তার নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে শুরু হল সারা রুশ সম্মেলন, পার্টির ইতিহাসে এটি প্রাগ সম্মেলন নামে পরিচিত। যে ঘরে এই সম্মেলন হয়েছিল সেটি বর্তমানে পুনঃসংস্কৃত

হয়েছে, অর্ধশতক আগে তার যে চেহারা ছিল সেই চেহারায়, আর খোদ ভবনটিতে ১৯৫৩ সালের ২১শে জানুয়ারিতে খোলা হয়েছে ভ. ই. লেনিনের মিউজিয়ম।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় চেক কমরেডরা, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা অনেক সাহায্য করেন। সম্মেলনের স্থান জোগাড় করে দেন তাঁরা, প্রতিনিধিদের দেখাশোনা করেন, শ্রমিকদের ঘরে তাঁদের থাকার জায়গা করেন। লেনিন ছিলেন পিটার্সবুর্গ সংগঠনের প্রতিনিধি — শ্রমিক ইয়ে. প. অনুফ্রিয়েভের সঙ্গে একত্রে। অনুফ্রিয়েভ লিখেছেন, 'ফুর্তিবাজ, চটপটে, প্রাণোচ্ছল মানুষ, কেমন যেন সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, যেন আমাদের বহুদিনের পরিচয়। একেবারে প্রধান কথাটি, মূলকথাটি লেনিন বার করে আনতে পারতেন। এই আশ্চর্য সাদামাঠা, অমায়িকতায় তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বশীভূত ও জয় করে ফেলেন!' প্রতিটি প্রতিনিধির প্রতি ছিল লেনিনের একান্ত মনোযোগ। রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থা এবং দেশের পরিস্থিতি ভ্লাদিমির ইলিচ কত গভীরভাবে জানতেন, তা দেখে এঁরা অবাক হয়ে যান।

সম্মেলনের সব কাজ চালান লেনিন। সে সময় বিদ্যমান প্রায় সমস্ত পার্টি সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সম্মেলন তাঁর প্রস্তাব মতো, পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা বলে নিজেকে ঘোষণা করল, যা পূর্ণাধিকারী কেন্দ্রীয়

প্রতিষ্ঠানগুলি গড়বে ও পার্টিকে পুনর্জীবিত করবে। সম্মেলনের উদ্বোধনে লেনিন বক্তৃতা দেন, অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন, রিপোর্ট দেন এবং আলোচ্য সূচির জরুরী প্রশ্নে সিদ্ধান্তের খসড়া করেন, এলাকার কাজকর্ম সংক্রান্ত রিপোর্টের নোট নেন।

উপস্থিত মুহূর্ত ও পার্টির কর্তব্য নিয়ে লেনিন যে সিদ্ধান্তের খসড়া দেন, সেটি গৃহীত হল সম্মেলনে। এতে পার্টি সংগঠনগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এই দিকে যে প্রলেতারিয়েতের অগ্রণী জনগণের সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা, সংগঠন ও সংহতির দীর্ঘকালব্যাপী কাজটা আগের মতোই সামনে রয়েছে এবং আগের চেয়েও ব্যাপকভাবে আইনী সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেআইনী গুপ্ত পার্টি সংগঠনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ বাড়িয়ে তোলা দরকার। এরূপ সংগঠন প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারবে এবং কেবল এইরূপ সংগঠনই 'প্রলেতারিয়েতের ক্রমেই বেড়ে ওঠা রাজনৈতিক অভিযান' পরিচালিত করতে পারে।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরো এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে সংগ্রাম নিয়ে লেনিন যে রিপোর্ট দেন, সম্মেলনের প্রতিনিধিরা তা সাগ্রহে শোনেন। লেনিনের রিপোর্টে ছিল নতুন ঐতিহাসিক যুগ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ, ভ্লাদিমির ইলিচের

ভাষায় 'বুর্জোয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের' যুগটা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিপাদ্য এবং সেই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও সংস্কারবাদীদের মধ্যে সংগ্রামের কথা। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অবস্থা নিয়ে লেনিন আলোচনা করেন বিশেষভাবে। তিনি বলেন, 'ওপরে ঐক্য এবং ভেতরে দুই বিভিন্ন ধারার' এই পার্টির আভ্যন্তরীণ অবস্থা তীব্র হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, 'সন্দেহ নেই যে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি নতুন যুগ — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের সন্নিকট হচ্ছে; অর্থনৈতিক ও সামরিক সংকট, বিশ্ব জটিলতা — এ সবকিছুই সে যুগের লক্ষণ ঘনিয়ে তুলছে।'

জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখবে এবং শ্রমিক আন্দোলনের উত্থানের পরিস্থিতিতে উপযোগী হবে, — পার্টি কাজের তেমন নতুন, আরো নমনীয় সাংগঠনিক রূপের সমস্যা নিয়ে লেনিন তাঁর বক্তৃতাগুলিতে অনেক কথা বলেন। পার্টি সংগঠনগুলির সমস্ত ধরনের আইনসঙ্গত কাজ, সর্বাগ্রে দুমা গ্রুপ, ট্রেড ইউনিয়ন ও বৈধ শ্রমিক সমিতিগুলির নিপুণ সদ্ব্যবহারের তাৎপর্য তিনি বিশেষ করে চিহ্নিত করেন।

শ্রমিকদের বৈধ সমিতি মারফত পার্টি সংগঠনগুলি কী ধরনের কাজ চালাবে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন তিনি — যেমন বক্তৃতার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ও পাঠভবন

মারফত বৈধ বলশেভিক সাহিত্য প্রচার, ক্লাবের কাজ ইত্যাদি। লেনিন বলেন, এ ধরনের সমিতি প্রসারের কাজে আমরা খেটেছি কি? এসব সমিতি নিয়ে কলকারখানায় রিপোর্ট দিয়েছি কি? লেনিন বলেন, এ ব্যাপারে পার্টি সংগঠনগুলির কাজ এখনো পর্যাপ্ত নয়। গুপ্ত চক্রগুলিকে ঘিরে বৈধ সংগঠনের জাল বিস্তার করতে হবে, এতে পার্টি কাজের ভিত্তি বাড়বে। লেনিন বললেন, বিধিবদ্ধ পার্টি সংগঠন নয় কম হোক, কিন্তু হোক 'বৈধ সমিতির কাজ বাড়িয়ে তোলা পার্টি সংগঠন... কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এমন সব চক্র চাই, যারা যোগাযোগ করে বছরে একবার, কিন্তু কাজ করে আগের চেয়ে শতগুণ।' সেই সঙ্গে ভ্লাদিমির ইলিচ এইটেয় জোর দেন যে বৈধ সংগঠনগুলিতে সাংস্কৃতিক কাজ চালাতে হবে পার্টি প্রেরণায়। লিকুইডেটরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্য, তিনি মনে করতেন, অংশত এর মধ্যেই নিহিত। বৈপ্লবিক উত্থানের নতুন পরিস্থিতিতে পার্টির রাজনৈতিক লাইন ও রণকৌশল নির্দিষ্ট হয় সম্মেলনে।

বলশেভিকদের পার্টি, নতুন ধরনের পার্টি নির্মাণে প্রাগ সম্মেলনের বিশেষ ভূমিকা ছিল; এদিক থেকে এ সম্মেলনের গুরুত্ব পার্টি কংগ্রেসের মতো। এর একটি জরুরী সিদ্ধান্ত হল — পার্টি থেকে মেনশেভিক-লিকুইডেটরদের বহিষ্কার। পার্টি বহির্ভূত বলে ঘোষণা

করা হল এদের। সমস্ত পার্টি সভ্যদের লিকুইডেটরপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির পক্ষে তার অনিষ্টকরতা ব্যাখ্যা এবং বেআইনী পার্টি সংগঠনগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সংহতির জন্য শক্তি কেন্দ্রীভবনের ডাক দেয় সম্মেলন।

লেনিনের বক্তৃতা এবং সম্মেলনের সমস্ত কাজই ছিল সুবিধাবাদের প্রতি আপোসহীনতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। প্রাগ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল বৃহৎ। সুবিধাবাদীদের সঙ্গে বলশেভিকদের পরিপূর্ণ সাংগঠনিক সম্পর্কছেদের ফলে অন্যান্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বিপ্লবী অংশগুলির জন্য একটা দৃষ্টান্ত মেলে।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। তার নেতা থাকেন লেনিন। এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন দৃঢ়চিত্ত নির্ভীক লোকেরা, কঠিন অবৈধ কাজের মধ্যে দিয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন: ভ. ই. লেনিন, ফ. ই. গলোশ্চকিন, গ. ক. অর্জনিকিদ্‌জে, স. স. স্পান্দারিয়ান। কেন্দ্রীয় কমিটি তার সভ্য হিসাবে কো-অপ্ট করে (গ্রহণ করে) ই. স. বেলোস্তৎস্কি ও ই. ভ. স্তালিনকে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সভ্য গ্রেপ্তার হয়ে পড়লে কো-অপ্টের জন্য প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করে আ. স. বুবনভ, ম. ই. কালিনিন, ইয়ে. দ. স্তাসভা, স. গ. শাউমিয়ানকে। পরে কেন্দ্রীয়

কমিটি তার সভ্য হিসাবে কো-অপ্ট করে গ. ই. পেত্রভস্কি ও ইয়া. ম. স্ভের্দলভকে। গোর্কিকে লেনিন লিখেছিলেন, 'লিকুইডেটরী হারামজাদাগুলো সত্ত্বেও অবশেষে পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটিকে পুনর্জীবিত করা গেল। আশা করি, এ ব্যাপারে আপনি আমার মতোই খুশি হবেন।'

সম্মেলনের পর লেনিন ও বলশেভিকরা তার সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার জন্য উদ্যোগ নিয়ে লাগলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও প্রতিনিধিরা স্ব স্ব এলাকায় গিয়ে রিপোর্ট করলেন। সম্মেলনের সমস্ত মূল সিদ্ধান্ত প্রচারপত্র হিসেবে ছাপিয়ে এলাকায় এলাকায় জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য লেনিন চিঠিতে উপদেশ দিয়েছিলেন: 'প্রচারপত্র দিয়ে সবাইকে জয় করবেন।' অবিলম্বে পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ওপর তিনি খুব জোর দেন। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো সভ্যদের কাছে তিনি লেখেন: 'আরো বেশি বেশি যোগাযোগ সূত্র আমাদের দিন। যোগাযোগ, যোগাযোগ, যোগাযোগ — এটা আমাদের নেই। তা না থাকলে সবই নড়বড়ে।' পার্টি সংগঠনগুলি একমত হয়ে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

১৯১২ সালের বসন্তে পিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের উদ্যোগে এবং লেনিনের প্রবল সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয় বলশেভিকদের বৈধ দৈনিক পত্র 'প্রাভদা'। পিটার্সবুর্গ

থেকে ‘প্রাভদা’র প্রথম সংখ্যা বেরয় ২২শে এপ্রিল (৫ই মে)। দূর সাইবেরিয়ার তাইগায়, লেনা স্বর্ণখনিতে শ্রমিকদের উপর জার সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে তখন দেশ জুড়ে জনগণের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠছিল। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল প্রতিবাদ ধর্মঘট।

‘প্রাভদা’র প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ৫ই মে তারপর থেকে শ্রমিক সংবাদপত্রের উৎসব দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

রাশিয়ার কাছাকাছি থাকার জন্য লেনিন প্যারিস ছেড়ে ক্রাকভে আসেন। (পোল্যাণ্ডের এই অংশটা তখন ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।) এখানে তিনি ছিলেন দুই বছরেরও বেশি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত। শীতকালে থাকতেন ক্রাকভে আর গ্রীষ্মে পোরোনিন গ্রামে। ক্রাকভ ছিল রুশ সীমান্তের অদূরে, পিটার্সবুর্গ থেকে এখানে খবরের কাগজ পেঁছত তৃতীয় দিনে। রাশিয়ায় পার্টি সংগঠনগুলির. সঙ্গে পত্রালাপ ও সরাসরি সংযোগ রক্ষা সহজ ছিল। সবখানের মতো এখানেও লেনিনের আগ্রহ ছিল অধিবাসীদের জীবনে, মেহনতী জনের, আশেপাশের কৃষক ও গরিবদের জীবনযাত্রা মন দিয়ে দেখেন তিনি। এখানে তিনি পোলীয় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে, পোলীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে আরো নিবিড় সম্পর্ক গড়েন, অনেক

সাহায্য করেন তাদের। বরাবরের মতো লেনিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান, নিজের সমস্ত সময়, সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন পার্টির জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য।

পোল্যাণ্ডে লেনিনের জীবন যাপনের সমস্ত স্মৃতি পোলীয় জনসাধারণ সাদরে রক্ষা করেছেন। ক্রাকভ ও পোরোনিনে ভ. ই. লেনিনের মিউজিয়ম খোলা হয়েছে, যেসব বাড়িতে লেনিন বাস করতেন ও কাজ করতেন, সেখানে স্মৃতিফলক রয়েছে।

'প্রাভদা'র দৈনন্দিন নেতৃত্ব দিতেন লেনিন, সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে জোর পত্রালাপ চালাতেন, পত্রিকার সাফল্যে খুশি হতেন, তাদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনে সাহায্য করতেন। সংবাদপত্র যাতে শ্রমিকদের মধ্যে ঠিক সময়ে ছড়ায়, তার প্রচার সংখ্যা বাড়ে, সেটার ব্যবস্থা করার জন্য জিদ করতেন তিনি, সরাসরি কলকারখানায় গ্রাহকভুক্তির পরামর্শ দেন। তিনি লিখেছিলেন, 'পার্টি মনোবৃত্তির জয় মানেই 'প্রাভদা'র জয়, 'প্রাভদা'র জয় মানেই পার্টি মনোবৃত্তির জয়।' লেনিন বলেন যে শ্রমিক পত্রিকা হওয়া চাই সংগ্রামী, সামনে এগুতে হবে তাকে, সাহস করে প্রশ্ন হাজির করতে হবে, যারা শ্রমিক শ্রেণীর, বিপ্লবের ক্ষতি করে, তাদের স্বরূপ মোচন করতে হবে।

লিকুইডেটরদের সম্পর্কে শ্রমিক পত্রিকাকে কী লাইন নিতে হবে সেটা তিনি ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করতেন।

‘প্রাভদা’ সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে তিনি লেখেন, ‘লিকুইডেটরদের সঙ্গে ঐক্যের কোনো কথাই ওঠে না: পার্টি-সংহারকদের সঙ্গে পার্টির সম্মিলন হতে পারে না।’ ‘প্রাভদা’র কর্মীদের লেনিন শিখিয়েছিলেন সমালোচনায় কান দিতে, ভুল হলে চুপ করে না থেকে ভুল স্বীকার ও সংশোধন করতে। তিনি জোর দেন: ‘সংশোধিত ভুল অদৃশ্য হয়। অসংশোধিত ভুল হয়ে ওঠে পুঁজে ভরা ঘা।’

একাধিকবার পত্রিকা চালনায় সম্পাদকমণ্ডলীর সাফল্য (ভালো ভালো প্রবন্ধ, পত্রিকার আকার বৃদ্ধি, গ্রাহক বৃদ্ধি ইত্যাদি) উল্লেখ করলেও লেনিন স্মরণ করিয়ে দেন যে অর্জিত সাফল্যেই তুষ্ট থাকা ‘প্রাভদা’র উচিত নয়, ব্যাপক পাঠক সাধারণের জন্য লড়াই তাকে চালিয়ে যেতে হবে, প্রবেশ করতে হবে ‘প্রসারে ও গভীরে’।

‘প্রাভদা’র জন্য লেনিন প্রায় প্রতিদিন লিখতেন। ‘প্রাভদা’র পাতায় বলশেভিক পার্টির এই নায়ক শ্রমিক জনগণকে বোঝাতেন মার্কসীয় শিক্ষার মূলকথা, বিপ্লবী মার্কসবাদী তত্ত্বের তাৎপর্য খুলে ধরতেন। সহজ ও ‘প্রাঞ্জল করে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি পাঠকদের মনে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা ও শ্রেণী সংহতির বোধ, সকল দেশের শ্রমিক স্বার্থের একতার চেতনা জাগিয়ে তুলত। প্রায়ই তিনি লিখতেন শ্রমিকদের ধর্মঘট
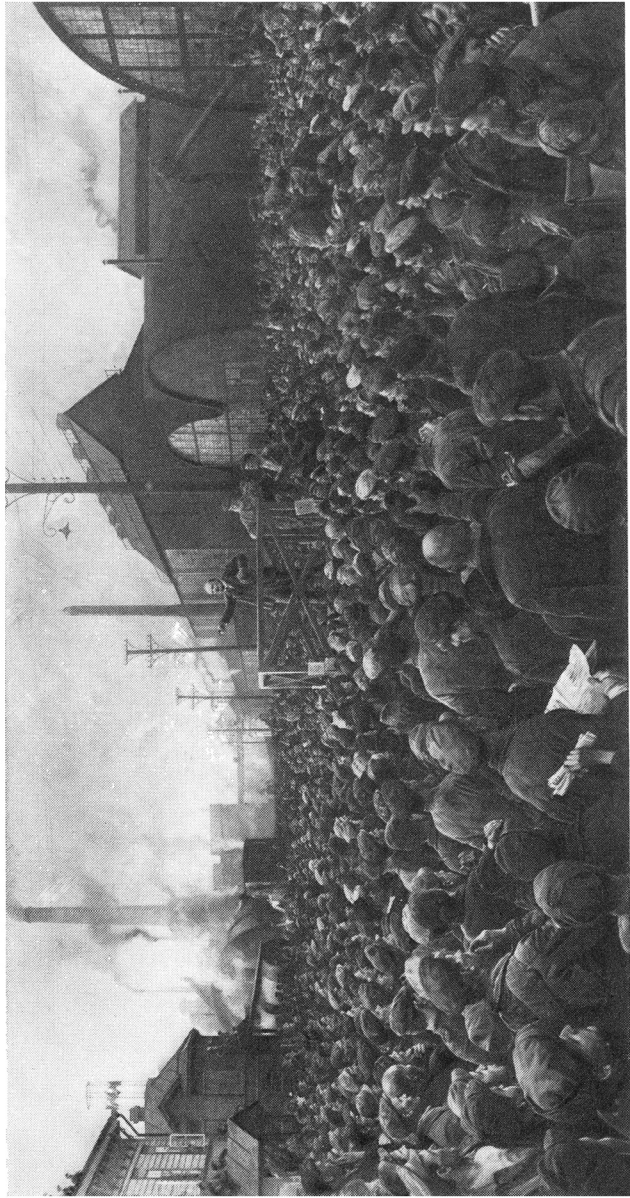
১৯১৭ সালের প্‌তিলভ কারখানায় ভ. ই. লেনিনের বক্তৃতা
শিল্পী ই. ব্রদস্কির আঁকা তৈলচিত্র থেকে

মস্কো গ্‌বের্নিয়া, ভলোকলাম্‌স্ক উয়েজদের কাশিনো গ্রামের কৃষকদের মধ্যে ভ. ই. লেনিন ও ন. ক. ক্রুপস্কায়া

ফোটো, ১৯২০ সাল

সংগ্রামের সমস্যা নিয়ে। ১৯১২ সালে ইংরেজ খনিশ্রমিকদের সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে জার্মান শ্রমিক গীতির পঙক্তি উদ্ধৃত করেন: ‘যদি তুই চাস, থেমে যাবে সব চাকা।’ ধর্মঘটীদের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়, সহ্যশক্তি ও জেদের গুরুত্বে তিনি জোর দিতেন। ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ‘প্রাভদা’য় মুদ্রিত হয় লেনিনের ২৮০টিরও বেশি প্রবন্ধ। তার অনেকগুলিই ছাপা হয় ‘ভ. ইলিন’, ‘ভ. ফ্রেই’, ‘ভ. ই.’, ‘ত.’, ‘সত্যবাদী’, ‘পাঠক’ প্রভৃতি ছদ্মনামে।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কথা লেনিন লিখতেন হুঁশিয়ারি জানিয়ে, জ্বলন্ত ভাষায় অভিযুক্ত করতেন শোষক শ্রেণীগুলিকে, জনগণকে যারা দারিদ্র্য, অধিকারহীনতা ও তমসায় দণ্ডিত করেছিল।

লেনিন দেখালেন যে বিজ্ঞান, টেকনলজি ও সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ করছে পুঁজিবাদ। বর্ধমান ও বলবান শ্রমিক শ্রেণীর সামনে ভয় পেয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা যা কিছু পশ্চাৎপদ ও মুমূর্ষু, তা সবই সমর্থন করে যেতে, যা কিছু তরুণ ও নবীন, তা সবই ধ্বংস করতে রাজী ছিল। লেনিন লেখেন, ‘তথাপি যাই হোক না কেন, নবীনই বাড়ছে, তা প্রাধান্য লাভ করবে।’ চীন বিপ্লবকে এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে তিনি সোৎসাহে সমর্থন করেন।

'প্রাভদা'র মধ্য দিয়ে লেনিন প্রলেতারিয়েতের সংগঠনশীলতা ও সংহতির গুরুত্ব বোঝান, 'বিচ্ছিন্ন শ্রমিক মানে কিছুই নয়। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক মানে সবকিছু।' বিপ্লবের আসন্ন জয়ে পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর আস্থা জাগিয়ে তোলেন লেনিন।

শ্রমিকদের অসীম ভালোবাসার পাত্র ছিল 'প্রাভদা', তাদের জুটানো টাকায় তা চলত। 'প্রাভদা'র জন্য শ্রমিকদের চাঁদাটাকে লেনিন পার্টির জন্য পার্টি সভ্যের চাঁদার সমতুল্য জ্ঞান করতেন। পার্টি সংগঠনগুলির সংহতি ও শ্রমিক জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার বাহন রূপে পত্রিকাটি বৃহৎ ভূমিকা পালন করে। লিকুইডেটর, ত্রৎস্কিপন্থী, অৎজোভিস্ট ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে তা লড়াই চালিয়ে যায়। 'প্রাভদা'র ক্রিয়াকলাপের ফলে পাকা ভিৎ রচিত হয় গণ-বলশেভিক পার্টির, কোনো প্ররোচনা ও পীড়নেই যা ধ্বংস করা অসম্ভব। বিপ্লবী শ্রমিকদের এক নতুন পুরুষকে, লক্ষ লক্ষ অগ্রণী প্রলেতারীয়কে মানুষ করে তোলে 'প্রাভদা'। পরে এরা মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিপুল ভূমিকা নেয়।

বিভিন্ন সময়ে 'প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সক্রিয় সহযোগী ছিলেন: ন. ন. বাতুরিন, দেমিয়ান বেদ্‌নি, ক. স. এরেমেয়েভ, ন. ক. ক্রুপস্কায়া, ভ. ম. মলোতভ, ভ. ই. নেভস্কি, ম. স. অল্‌মিনস্কি,

ন. ই. পদ্‌ভইস্কি, ন. গ. পলেতায়েভ, ম. আ. সাভেলিয়েভ, ক. ন. সামোইলোভা, ইয়া. ম. স্ভের্দলভ, ন. আ. স্ক্রিপনিক, ই. ভ. স্তালিন, প. ই. স্তুচ্‌কা, আ. ই. উলিয়ানভা-এলিজারভা প্রভৃতি। ৪র্থ রাষ্ট্রীয় দুমার বলশেভিক প্রতিনিধিরাও এতে সক্রিয় অংশ নিতেন। আ. ম. গোর্কিও 'প্রাভদা'য় তাঁর লেখা ছাপিয়েছেন।

লেনিন ও তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা 'প্রাভদা' পত্রিকার সৃষ্টি, জারতন্ত্রের কঠিন পরিস্থিতিতে বিপ্লবী কর্মধারা প্রচার ও জনগণের রাজনৈতিক তালিমের জন্য তার সদ্ব্যবহার — এটা সমস্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা বৃহৎ ঘটনা। লেনিনীয় 'প্রাভদা'র চমৎকার ঐতিহ্য — পার্টি ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ততা, উচ্চ মাত্রার নীতিনিষ্ঠা, ভাবাদর্শগত দ্বিধার প্রতি ক্ষমাহীনতা, জনসান্নিধ্য — এ হল বিশ্বের সমস্ত অগ্রণী, কমিউনিস্ট, বিপ্লবী সংবাদপত্রের পক্ষে আদর্শস্বরূপ।

১৯১২ সালের শরতে চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচন হয়। লেনিনের মত ছিল, নির্বাচন অভিযানে অংশ নিলে জনগণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক বৃদ্ধি ও পার্টি সংগঠনগুলিকে চাঙ্গা করে তোলায় সাহায্য হবে। তিনি লেখেন, 'নির্বাচনের ফলাফলের উপর পার্টি নির্মাণের ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করছে।'

নির্বাচনে পার্টি পরিচালিত হয় লেনিনের লেখা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নামে স্বতন্ত্র পত্র হিসাবে প্রকাশিত

নির্বাচনী কর্মসূচি দিয়ে। তিনটি মূল দাবি হাজির করে বলশেভিকরা: গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ৮ ঘণ্টার কর্মদিন, জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্তি। পার্টির মধ্যে এই দাবিগুলির আখ্যা জুটেছিল 'তিন মহাদাবি'।

লেনিন মন দিয়ে নির্বাচনী অভিযান অনুসরণ করেন, নির্বাচনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কীভাবে উদ্বুদ্ধ ও বর্ধিত করে তুলতে হবে তার নির্দেশ দিতেন 'প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলীকে। ফলাফলে তিনি তুষ্ট বোধ করেন: রাশিয়ায় প্রলেতারিয়েতের চার পঞ্চমাংশ যেখানে পুঞ্জীভূত এমন ছয়টি মূল শিল্প গুবের্নিয়ায় শ্রমিকদের যে প্রতিনিধিরা (শ্রমিক কুরিয়া* অনুসারে) রাষ্ট্রীয় দুমায় নির্বাচিত হন, তাঁরা সবাই বলশেভিক।

বলশেভিক-প্রতিনিধিদের কাজও দেখতেন লেনিন, জরুরী রাজনৈতিক সমস্যায় তাদের জন্য বক্তৃতার খসড়া লিখে পাঠাতেন, বিপ্লবী প্রচারের জন্য দুমার মঞ্চ ব্যবহার করতে শেখান। শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্য থিসিস, দুমায় তাঁদের প্রথম বক্তৃতার বিশদ পরিকল্পনা তিনি রচনা করে দেন। থিসিসগুলি ছিল দুমায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফ্র্যাকশনের বিবৃতির মূল প্রকল্প স্বরূপ। লেনিন পরামর্শ দেন, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক

---

* কুরিয়া — সম্পত্তি, জাতি ও অন্যান্য লক্ষণ অনুসারে নির্বাচকদের বিশেষ ভাগ। জারীয় রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় দুমায় নির্বাচন হত কুরিয়া হিসেবে। — সম্পাঃ

ফ্র্যাকশনের সভ্যরা যেন দুমায় তাঁদের প্রথম বক্তৃতায় এই ঘোষণা করেন যে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি হল — সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক মহা বাহিনীর একটি বাহিনী, সেই সময় এগিয়ে আসছে, যখন পুঁজিবাদের অবসান হবে, কোটি কোটি প্রলেতারিয়েত ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ, যেখানে দারিদ্র্য থাকবে না, থাকবে না মানুষে মানুষে শোষণ।

বলশেভিক-প্রতিনিধিরা অনেকবার ক্রাকভে এসেছেন লেনিনের কাছে, প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। স্মৃতিকথায় তাঁরা এই সব সাক্ষাতের কথা লিখেছেন গভীর মমতায়। যেমন, দুমা প্রতিনিধি ম. ক. মুরানভ কীভাবে লেনিনের কাছে এসেছিলেন তার এই বর্ণনা দিয়েছেন: 'লেনিন আর ক্রুপস্কায়া থাকতেন দুই কামরার একটি ছোটো ফ্ল্যাটে। সাধারণ চেয়ার টেবিল, দুটি লোহার খাট, বিনা বাহারের একটি পোষাকের আলমারি — আসবাব বলতে এই। কিন্তু সমস্ত ফাঁকা জায়গা ভরা বই, পত্রিকা, খবরের কাগজে — তাকে, জানলার পৈঠায়, মেজের ওপর পরিপাটি করে গোছানো স্তূপে।'

মুরানভ লেখেন, সহালাপীর কথা এমনভাবে শোনার একটা ক্ষমতা ছিল ভ্লাদিমির ইলিচের 'যে যথাসম্ভব যথাযথভাবে কাজের লোকের মতো কথা বলার ইচ্ছে হত। অথচ সেই সঙ্গে মুহূর্তের জন্যও আমাকে, সাধারণ

মজুর, একজন ফিটারকে, তাঁর মনীষাগত প্রাধান্য টের পেতে দিতেন না।'

দুমায় বলশেভিক-প্রতিনিধিদের কর্তব্য কী হবে সেটা ভ. ই. লেনিন কীভাবে তাঁদের বোঝাতেন? সেকথা আ. ইয়ে. বাদায়েভ স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন: 'লেনিন বলতেন, শ্রমিক প্রতিনিধিদের কর্তব্য হল দুমার মঞ্চ থেকে দিনের পর দিন কৃষ্ণশতদের মনে করিয়ে দেওয়া যে শ্রমিক শ্রেণী শক্তিমান ও পরাক্রান্ত, সেদিন দূরে নয়, যখন ফের মাথা তুলবে বিপ্লব, মন্ত্রীবর্গ ও সরকার সমেত সমস্ত কৃষ্ণশতদের ঝেঁটিয়ে দূর করবে।' আ. ইয়ে. বাদায়েভ বলেছেন, আইনের সংশোধন প্রসঙ্গে এবং এমনকি কোনো একটা আইনের খসড়া হাজির করেও শ্রমিক প্রতিনিধিদের এরূপ ভাষণ একান্তই সম্ভব বলে লেনিন মনে করতেন, কিন্তু সমস্ত ভাষণই পেঁছনো চাই এক জায়গায়: 'জারব্যবস্থাকে ধিক্কার দিতে হবে, দেখাতে হবে সরকারের ভয়াবহ স্বেচ্ছাচার, বলতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারহীনতা ও নির্মম শোষণের কথা। নিজেদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে যেটা শোনার কথা শ্রমিকদের, এটা হবে সত্যি করেই তাই।'

দুমার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফ্র্যাকশনে ছয়জন বলশেভিক ছাড়াও ছিল সাতজন মেনশেভিক, এরা নির্বাচিত হয়েছিল শিল্প বহির্ভূত গুবের্নিয়া থেকে। দৈবক্রমে পাওয়া সংখ্যাধিক্যের জোরে মেনশেভিক-

লিকুইডেটররা বলশেভিক-প্রতিনিধিদের অধিকার লঙ্ঘন করত। 'প্রাভদা' মারফত লেনিন মেনশেভিক-প্রতিনিধিদের অন্তর্ঘাতক, শ্রমিকস্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। লেনিনের মতে, ছয়জন বলশেভিক প্রতিনিধি ও সাতজন মেনশেভিকের মধ্যে সংগ্রামের মূলকথা কী ছিল? 'শ্রমিকদের নিজের পার্টি গঠন **বানচাল** করছে লিকুইডেটররা — এই হল 'সপ্তের সঙ্গে ষষ্ঠের' সংগ্রামের অর্থ ও তাৎপর্য। কিন্তু বানচাল করতে ওরা পারবে না। লড়াইটা কঠিন, কিন্তু শ্রমিকদের সাফল্য সুনিশ্চিত।' অধিকাংশ শ্রমিকদের সমর্থনে বলশেভিক-প্রতিনিধিরা দুমায় স্বাধীন ফ্র্যাকশন গঠন করেন।

লেনিনের পরিচালনায় শ্রমিক প্রতিনিধি আ. ইয়ে. বাদায়েভ, গ. ই. পেত্রভস্কি, ম. ক. মুরানভ, ফ. ন. সামোইলভ, ন. র. শাগভ আত্মত্যাগ করে জনগণের মধ্যে প্রচার ও আন্দোলনের কাজ চালাতেন, কলকারখানায় বক্তৃতা দিতেন, নতুন পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতেন, 'প্রাভদা'য় লিখতেন, ধর্মঘটীদের সাহায্যের ব্যবস্থা নিতেন, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ পালন করতেন। শত্রুভাবাপন্ন কৃষ্ণশত দুমায় তাঁরা শ্রমিক পার্টির পতাকা উচ্চে তুলে ধরেন। লেনিন লেখেন, বলশেভিক-প্রতিনিধিদের 'চমৎকারিত্ব কথার ফুলঝুরিতে নয়, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বৈঠকখানায় হাজিরা দেওয়ায়

নয়..., বরং শ্রমিক জনগণের সঙ্গে সম্পর্কে, সেই জনগণের মধ্যে আত্মোৎসর্গী কর্মে, অবৈধ প্রচারক ও সংগঠকের মামুলী, অদৃশ্য, গুরুভার, করতালিহীন, অতি বিপজ্জনক কাজ চালিয়ে যাওয়ায়।' দুমায় বলশেভিক-প্রতিনিধিদের কাজের এই যে অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে তার বিপুল তাৎপর্যের কথা লেনিন একাধিকবার উল্লেখ করে গেছেন।

১৯১৩ সালে লেনিনের পরিচালনায় পার্টি কর্মীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির যে ক্রাকভ ও পোরোনিন সম্মেলন হয়, তার সিদ্ধান্তগুলি পার্টি ও তার ঐক্যের সংহতিতে বৃহৎ ভূমিকা নেয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনগুলির উপর লেনিন খুবই গুরুত্ব দিতেন। সেটা দেখা যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রাকভ সম্মেলনের সময় প্যারিসে লেখা তাঁর এই চিঠিতে: 'সম্মেলন থেকে লিখছি। চমৎকার চলছে। তাৎপর্যটা ১৯১২ সালের জানুয়ারি সম্মেলন থেকে কম হবে না। ঐক্য **সমেত সমস্ত** গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে...

সমস্ত সিদ্ধান্তই গৃহীত হচ্ছে **একমতে**... বিরাট সাফল্য!' সম্মেলনে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের জন্য সংগ্রামের বিশেষ গুরুত্বে জোর দেওয়া হয়। লেনিনের প্রস্তাবিত খসড়া অনুসারে গৃহীত 'লিকুইডেটরপন্থা ও ঐক্য প্রসঙ্গে' সিদ্ধান্তে সম্মেলন

গুপ্ত সংগঠন ও বিপ্লবী রণকৌশলের স্বীকৃতির ভিত্তিতে নিচু থেকে খোদ শ্রমিকদের গড়া ঐক্যের ধ্বনি পেশ করে। '**গুপ্ত** সংগঠনের **ঐক্য** এবং তা গড়ার জন্য সমস্ত শ্রমিকদের আহ্বান জানানো একান্ত আবশ্যক,' — লেখেন লেনিন।

রাশিয়া থেকে পার্টি কর্মীদের আগমনে লেনিন ভারি খুশি হতেন। ১৯১৩ সালের জানুয়ারিতে গোর্কিকে তিনি লেখেন: 'ক্রাকভের ঘাঁটিটা খুব উপকার দিয়েছে: ক্রাকভে আমাদের আসার দামটা পুরোপুরি উশুল হয়েছে (কাজের দিক থেকে)।'

সম্মেলনের 'সংবাদে' ১৯১২ সালটিকে লেনিন আখ্যা দেন রুশ শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মহাপরিবর্তনের বছর। তিনি বললেন, রাশিয়ায় ধর্মঘট আন্দোলনের ব্যাপকতা সমস্ত দেশের চেয়ে, এমনকি সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলির চেয়েও বেশি, নতুন বিপ্লবী বিকাশের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে তা। কীভাবে বলশেভিক পার্টি বেড়ে উঠেছে, জোরদার হয়েছে, শ্রমিক জনগণের উপর তার প্রভাব কী রকম বৃদ্ধি পেয়েছে সে কথার সোল্লাস উল্লেখ করেন তিনি। তিনি দেখালেন: পার্টি সংগঠনগুলির কর্তব্য হল বিপ্লবী ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রাকে সর্বোপায়ে সমর্থন, বর্ধিত ও সংগঠিত করা, শ্রমিকদের সঙ্গে যুগপৎ, সুসমন্বিত অভিযানে কৃষকদের টেনে আনা। লেনিন লিখলেন, বিপ্লবের

কাজে লাগাই পার্টির প্রতিটি সঙ্ঘের অবশ্য কর্তব্য।

১৯১৩ সালের বসন্তে নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়। লেনিন ও ক্রুপস্কায়া ক্রাকভ থেকে পোরোনিন গ্রামে চলে আসেন। যে বাড়িটিতে তাঁরা থাকেন, সেটি ছিল পাহাড়ের ওপরে, চারিদিকের গিরি দৃশ্যপট অতি মনোরম। পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন ভ্লাদিমির ইলিচ। গুরুভার কাজের পর এটি ছিল তাঁর কাছে সেরা বিশ্রাম। কিন্তু পোরোনিনে থেকেও নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনার স্বাস্থ্য ভালো হল না। গ্রীষ্মে যেতে হল সুইজারল্যাণ্ডের বার্নে চিকিৎসার জন্য। জুলাইয়ের শেষে ভ্লাদিমির ইলিচ ও নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা পোরোনিনে ফিরে এলেন।

সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময় লেনিন জাতীয় প্রশ্নের উপর বক্তৃতা দেন জুরিক, জেনেভা, লসেন ও বার্ন শহরে, এবং পরে — প্যারিস, লাইপজিগ ও ক্রাকভে। এসব বক্তৃতায় শ্রোতাদের উপর বিপুল প্রভাব পড়ে। রিপোর্টগুলির গভীর সারবস্তু, ভাবনার নতুনত্ব, এবং সেই সঙ্গে প্রাঞ্জলতা, সরলতা ও প্রত্যয়জনকতায় অবাক হত তারা।

সে সময় বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল জাতীয় প্রশ্ন। নতুন যুদ্ধের আয়োজন করছিল বুর্জোয়া ও জমিদাররা, জাতি বৈর উসকিয়ে তুলছিল, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ ঘটাতে চাইছিল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

দমন করছিল জার সরকার, এক জাতির বিরুদ্ধে অপরকে লাগাচ্ছিল। বলশেভিকদের সামনে শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ঐক্য রক্ষার কর্তব্য হাজির করলেন লেনিন, এই কর্তব্যের মধ্যেই তার পরাক্রমের মূল সর্ত দেখেছিলেন তিনি। বহুজাতিক রাশিয়ার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী ছিল — নিপীড়িত জাতিদের শ্রমিক ও সমস্ত মেহনতীদের সংগ্রামের সঙ্গে রুশ প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামকে মেলানো।

'জাতীয় সমস্যায় সমালোচনামূলক মন্তব্য' এবং 'জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণে অধিকার' প্রবন্ধে লেনিন জাতীয় প্রশ্নের মার্কসবাদী কর্মসূচি ও বলশেভিক পার্টির জাতি নীতি বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। লেনিনীয় জাতীয় পার্টি কর্মসূচির মূল দাবি ছিল: জাতিসমূহের পরিপূর্ণ সমতা, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (অর্থাৎ পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার), একক প্রলেতারীয় সংগঠনে সমস্ত জাতির শ্রমিকদের দৃঢ় সম্মিলন।

লেনিন ব্যাখ্যা করলেন, প্রধান কথা হল — সমস্ত জাতির শ্রমিকদের ঐক্য, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার পতাকাতলে তাদের সম্মিলন। শ্রমিক শ্রেণীর পঙক্তিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, জাতীয় সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন তিনি। যেমন, রুশ ও ইউক্রেনীয়

প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, ইউক্রেনীয় জাতির সংহতির নাম করে তা দুর্বল করার কথা বলত ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীরা। লেনিন তাদের সমালোচনা করে লেখেন, 'বড়ো রুশী ও ইউক্রেনীয় প্রলেতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চললে স্বাধীন ইউক্রেন **সম্ভব**, আর সে ঐক্য না থাকলে তার কথাই ওঠে না।' এই ভবিষ্যদ্বাণীটি স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত আছে কিয়েভে লেনিন স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তরে, — সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জনগণের এবং সারা বিশ্বের মেহনতীদের মহাগুরুর প্রতি ইউক্রেনবাসীদের অপরিসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন এটি।

নিজের রচনায় লেনিন দেখালেন যে নিপীড়িত জাতিদের অধিকার ও স্বার্থের সত্যকার রক্ষক কেবল বলশেভিক পার্টি এবং জনগণের ঐক্যই হল জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক দুর্বার শক্তি।

রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক হয়ে উঠল। ১৯১৪ সালের প্রথমার্ধে ধর্মঘট করে প্রায়'পনের লক্ষ শ্রমিক। অর্থনৈতিক ধর্মঘটের সঙ্গে রাজনৈতিক ধর্মঘট জড়িয়ে থাকছিল। নতুন বিপ্লবের অভিমুখে এগিয়ে চলল দেশ। পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল বলশেভিকরা। কিন্তু এ কংগ্রেস ডাকা সম্ভব হল না, — বাধ সাধল প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ।

বিশ্বযুদ্ধের এই অগ্নিপরীক্ষার জন্য লেনিনের পরিচালনায় বলশেভিক পার্টি প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল তার সমস্ত বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বস্ততা

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে। লড়াই চলে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দুই দলের মধ্যে — একদিকে জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গারি, অন্যদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। দুই দলই অনুসরণ করছিল রাজ্যগ্রাসী নীতি। পরে যুদ্ধে যোগ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অন্যান্য রাষ্ট্র। যুদ্ধ হয়ে উঠল বিশ্বযুদ্ধ। জনগণের পক্ষে এ হল এক দারুণ সর্বনাশ, সমস্ত চাপটা পড়ল মেহনতীজনের ঘাড়ে।

যুদ্ধ বাধার সময় ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ছিলেন পোরোনিনে। প্রথম দিন থেকেই তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্পে লড়তে শুরু করেন। কিছু দিন পরেই অস্ট্রীয় সরকার মিথ্যা রিপোর্টে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জার সরকারের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। কেননা তাঁর ঘর তল্লাশ করে পুলিশ সংখ্যা-তালিকা সম্বলিত কৃষি সমস্যা বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি পায়, যেটাকে তারা ভাবে কোড করা দলিল। মারাত্মক বিপদে পড়েন লেনিন, তাঁকে গুলি করে মারাও অসম্ভব ছিল না। লেনিনের সমর্থনে দাঁড়ালেন পোল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ার

প্রগতিশীল সমাজকর্মীরা, প্রমাণ করলেন যে অভিযোগটা অর্থহীন। জেলে প্রায় দুই সপ্তাহ লেনিনকে আটকে রেখে অস্ট্রিয়ার সামরিক কর্তারা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

জারতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার যে কাজটা গ্রেপ্তারের ফলে ব্যাহত হয়েছিল, সেটা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল লেনিনের কাছে। কিন্তু অন্যতম যুধ্যমান দেশ অস্ট্রিয়ায় বসে তা চালানো ছিল খুবই দুরূহ। তাই সুইজারল্যাণ্ডে চলে যাবার অনুমতি আদায় করলেন লেনিন। এইখানে, প্রথমে বার্নে ও পরে জুরিকে, তিনি ছিলেন ১৯১৭ সালের ২৭শে মার্চ (পুরনো পঞ্জিকা অনুসারে) পর্যন্ত।

এ যুদ্ধ কি হঠাৎ বেধেছিল? মোটেই নয়। পুঁজিপতিরা যুদ্ধের আয়োজন করছে এ হুঁশিয়ারি লেনিন বহুবার দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্টুটগার্ট (১৯০৭) ও বাসেলের (১৯১২) আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে নির্ধারিত হয়েছিল যুদ্ধের ক্ষেত্রে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির রণকৌশল কী হবে। পশ্চিম ইউরোপীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতারা শপথ নেয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়বে এবং যুদ্ধ বাধলে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের জন্য উত্থিত করবে শ্রমিক শ্রেণীকে। কিন্তু যুদ্ধ যখন সত্যিই

শুরু হয়ে গেল, তখন এই সব পার্টির নেতারা প্রলেতারীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং প্রকাশ্যে নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াদের পক্ষ নিল। ফ্রান্সে, ইংলন্ডে ও বেলজিয়মে সোশ্যালিস্টরা সরকারের মধ্যে ঢোকে, জার্মানিতে তারা যুদ্ধ চালাবার জন্য ব্যয় বরাদ্দের পক্ষে ভোট দেয়। নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের রাজনীতির সাফাই দেয় তারা, যুদ্ধ সমর্থনের জন্য ডাক দেয় জনগণকে, শ্রমিকদের মধ্যে শভিনিস্ট প্রচার চালায়। লোককে তারা বোঝায় যে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, সমস্ত দেশের শ্রমিকদের শ্রেণী ঐক্য, তাদের আন্তর্জাতিক ঘনবদ্ধতা নাকি শান্তিকালের ব্যাপার; যুদ্ধের পরিস্থিতিতে নিজ দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা তাদের ভুলতে হবে, সব কিছু হবে যুদ্ধের অধীন। এই ধরনের মতবাদ যারা নেয়, তাদের বলা হল সোশ্যাল-শভিনিস্ট, অর্থাৎ মুখে সমাজতন্ত্রী, কাজে শভিনিস্ট। রাশিয়ায় সোশ্যাল-শভিনিজমের পথ নেন প্লেখানভ, আলেকসিনস্কি, মাসলভ প্রভৃতি।

জার্মানিতে কাউৎস্কি, ফ্রান্সে লঙ্গে এবং রাশিয়ায় ত্রৎস্কির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রীদের অন্য একটা অংশ তথাকথিত মধ্যপন্থা নামে একটা অদৃঢ় অবস্থান নেয়। তাই তাদের বলা হয় মধ্যপন্থী। মুখে সোশ্যাল-শভিনিস্ট বা তাদের বিরোধীদের কারো সঙ্গে মতৈক্য

নেই ঘোষণা করে মধ্যপন্থীরা কার্যক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারেই সোশ্যাল-শভিনিস্টদের সমর্থন জানাত, শ্রমিক প্রতারণায় তাদের সাহায্য করত। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির নেতারা সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শের প্রতি লজ্জাকর বিশ্বাসঘাতকতা করল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সংগ্রামে যার নেতৃত্ব করার কথা সেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে পড়ল তাদের দোষে। পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন পৃথক পৃথক জাতীয় পার্টিতে বিভক্ত হয়ে গেল তা। নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিশৃঙ্খল হয়ে গেল শ্রমিক আন্দোলন। সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিকেরা তক্ষুণি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না।

এই ভয়ঙ্কর ঐতিহাসিক মুহূর্তে কেবল ভ. ই. লেনিন এবং তাঁর হাতে গড়া ও তালিম পাওয়া বলশেভিক পার্টি প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার পতাকা উচ্চে তুলে ধরেন। সারা বিশ্বে ধ্বনিত হয়ে উঠল লেনিনের নির্ভীক আহ্বান — যুদ্ধ ঘোষণা করো যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, অপর দেশের যে মজুরি দাসেরা আমাদের ভাই, তাদের বিরুদ্ধে নয়, অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারদের বিরুদ্ধে। এটা ছিল প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্য আহ্বান।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি রচেন লেনিন। বার্নে আসার পরদিনই তিনি

সেখানকার বলশেভিকদের সভায় যুদ্ধ প্রসঙ্গে রিপোর্ট করেন এবং তাদের কাছে নিজের থিসিস — 'ইউরোপীয় যুদ্ধে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কর্তব্য' পেশ করেন। যুদ্ধের চরিত্র, শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির কর্তব্য ও রণকৌশলের প্রশ্নে তিনি পরিষ্কার জবাব দেন। তিনি বোঝালেন, যে ইউরোপীয় ও বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এ যুদ্ধ বাধিয়েছে বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী দেশের বুর্জোয়ারা; রাজ্যগ্রাসী জনবিরোধী পরিকল্পনা হাসিল করার জন্য তাতে যোগ দিয়েছে রুশ বুর্জোয়া ও জারতন্ত্র। বুর্জোয়া ও জমিদাররা এও মতলব করেছে যে যুদ্ধ মারফত নিজ নিজ দেশের প্রলেতারিয়েত ও সমস্ত মেহনতী জনের বর্ধিত বিপ্লবী আন্দোলন দমন করবে।

'পিতৃভূমি রক্ষার' সুবিধাবাদী আহ্বানের বিরুদ্ধে লেনিন হাজির করলেন এই বিপ্লবী ডাক: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে পরিণত করো গৃহযুদ্ধে — নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের যুদ্ধে। এ ধ্বনিতে প্রকাশ পায় শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতী জনের মৌলিক স্বার্থ, যুদ্ধ প্রসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর রণকৌশল নিয়ে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসগুলি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এটা তারই অনুসারী। এই ধ্বনিই হয়ে উঠল বলশেভিক পার্টির প্রধান ধ্বনি।

লেনিন বললেন যে যুদ্ধের ফলে সমস্ত অগ্রণী দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নটি সম্মুখে হাজির হয়েছে। সমাজতন্ত্রীদের ও সচেতন শ্রমিকদের দায়িত্ব হল শভিনিজমের জবাব দেওয়া, শ্রেণী ঐক্য, নিজেদের সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়, নিজেদের আন্তর্জাতিকতা রক্ষা করা। মেহনতী জনগণকে সংগঠিত ও প্রস্তুত হতে হবে বুর্জোয়ার সঙ্গে চরম সংঘাতের জন্য, গৃহযুদ্ধের জন্য। রাশিয়ায় এ দিক থেকে প্রধান কর্তব্য ছিল আগের মতোই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। লেনিন ধ্বনি দিলেন, 'যুদ্ধে নিজ নিজ সরকারের পরাজয় চাই!' দেখালেন, রণক্ষেত্রের পরাজয়ে প্রলেতারিয়েতের শত্রু, প্রভুত্বকারী শোষক শ্রেণীর শক্তি দুর্বল হবে, জনগণের জয় সহজ হবে।

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে সংগ্রামের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য সুবিধাবাদীদের সঙ্গে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সমস্ত দেশের বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের সম্পর্ক ছেদ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্ষম অবৈধ সংগঠন সৃষ্টি অপরিহার্য বলে লেনিন মনে করেন। নতুন, সত্যিকারের বিপ্লবী আন্তর্জাতিক গঠনের কর্তব্য হাজির করলেন তিনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বলশেভিক পার্টির কর্তব্য ও রণকৌশল স্থিরীকৃত হয় এই সব ধ্বনির মাধ্যমে। লেনিন জোর দেন যে সমস্ত দেশের সমাজতন্ত্রীদেরই

এই রণকৌশল গ্রহণ করা উচিত। এর মধ্যেই প্রকাশ পায় বলশেভিজমের প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা, যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যে চালিত। রাশিয়ার অভ্যন্তরে ও বাহিরে পার্টি সংগঠনগুলি লেনিনের থিসিস অনুমোদন করে এবং তা গ্রহণ করে ব্যবহারিক বিপ্লবী কাজের পরিচালক নীতি হিসাবে।

বহু বাধা জয় করে লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাৎ' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ (একবছর বন্ধের পর) সম্ভব করেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত পত্রিকাটির ৩৩শ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণাপত্র 'যুদ্ধ ও রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি', যুদ্ধবিষয়ক থিসিসের ভিত্তিতে এ ঘোষণাপত্রটি লেনিনের লেখা। বলশেভিকদের বিপ্লবী আহ্বান শুধু রাশিয়ায় নয়, অন্য দেশেও যথাসম্ভব বেশি শ্রমিকদের কাছে পেঁছে দেবার জন্য লেনিন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিদেশী ভাষায় ঘোষণাপত্র অনুবাদের ব্যবস্থা করেন তিনি এবং বিভিন্ন দেশের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পত্রিকায় তা পাঠান। পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগ বৃদ্ধি ও বিপ্লবী মার্কসবাদী

ভাবনার প্রচারে 'সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাৎ' পত্রিকাটি বৃহৎ ভূমিকা পালন করে।

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালায়। বলশেভিকরা — রাষ্ট্রীয় দুমার প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তোলেন, জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংহত হয়ে সংগ্রাম চালাতে তাদের সাহায্য করেন। এই সময় যেসব আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন হয়, তাদের সবকটিতেই লেনিনের নির্দেশে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বলশেভিক পার্টির স্লোগানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বলশেভিকরা।

বুর্জোয়া ও তাদের সেবাদাস — সুবিধাবাদীরা বলশেভিক ধ্বনির প্রতি শত্রুভাব অবলম্বন করে ও কুৎসাসূচক অভিযোগ আনে যে বলশেভিকরা দেশের স্বার্থে উদাসীন, দেশপ্রেম নেই তাদের। এদের স্বরূপ মোচন করেন লেনিন। কুৎসাকারীদের মোক্ষম জবাব দিয়ে তিনি বোঝান সত্যকার দেশপ্রেমিক হওয়ার অর্থ কী।

'বড়ো রুশীদের জাতিগর্ব' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, সমাজতন্ত্রী ও সচেতন প্রলেতারীয়দের কাছে দেশপ্রেম বিজাতীয় কিছু নয়। স্বদেশের জনগণকে তারা ভালোবাসে, তাদের জ্ঞানের জন্য, জাতীয় ও সামাজিক উৎপীড়ন থেকে তাদের মুক্তির জন্য তারা লড়ে। লেনিন

দেখালেন যে বলশেভিক পার্টি স্বদেশেরই নিঃস্বার্থ সেবা করছে, সত্যকারের অর্থে রুশ শ্রমিকদের যা জাতীয় স্বার্থ, সেটা বিশ্ব প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিক স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়। মহান রুশী জনগণের জন্য তিনি গৌরব বোধ করেন — দেশের স্বাধীনতার জন্য, মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে এরা বীরত্ব, সাহস ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত রেখেছে, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মহাকীর্তিতে সমৃদ্ধ করেছে মানবসমাজকে।

সঠিকভাবে যুদ্ধের চরিত্র বিচার, এবং যুদ্ধের প্রতি ও 'পিতৃভূমি রক্ষার' ধ্বনির প্রতি কী মনোভাব অবলম্বন করা উচিত শ্রমিকদের তার শিক্ষা দেন লেনিন। তিনি দেখালেন যে যুদ্ধ ন্যায়ও হতে পারে, অন্যায়ও হতে পারে। অন্যায় যুদ্ধ হল রাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যা চালাচ্ছে বুর্জোয়ারা। স্বদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার রক্ষায় ব্যাপৃত জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমনই তার লক্ষ্য। এ হল আত্মমুক্তির সংগ্রামে উত্থিত প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার যুদ্ধ। এ রকম যুদ্ধ চালানো হয় বুর্জোয়া প্রভুত্ব শক্তিশালী করার স্বার্থে, পরজাতিকে লুণ্ঠন করার জন্য, গোলাম করার জন্য। সেই জন্য এরূপ যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত শ্রমিকদের, তাদের বোঝা উচিত যে এ যুদ্ধে 'পিতৃভূমি রক্ষার' ধ্বনি প্রচণ্ড প্রতারণা মাত্র।

সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরাদের বিরুদ্ধে জনগণের

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ, পুঁজিবাদী জোয়াল থেকে মুক্তির জন্য প্রলেতারিয়েতের গৃহযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রক্ষার যুদ্ধ — এগুলিকে লেনিন গণ্য করেন ন্যায় যুদ্ধ। ন্যায় যুদ্ধে 'পিতৃভূমি রক্ষার' ধ্বনি সমর্থন করবে শ্রমিকেরা। লেনিন লিখেছিলেন, '১৯১৪—১৯১৬ সালের **সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে** তথা সাম্রাজ্যবাদী **যুগের** পক্ষে টিপিক্যাল অন্যান্য সব **সাম্রাজ্যবাদী** যুদ্ধে আমরা পিতৃভূমি রক্ষা ও প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী **যুগে** 'ন্যায়সঙ্গত', 'আত্মরক্ষামূলক', বিপ্লবী যুদ্ধও **হতে পারে**।' এই প্রসঙ্গে লেনিন বোঝান যে, অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক ঐক্যকে।

যুদ্ধের সময় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ক্রিয়াকলাপের সমস্ত জরুরী প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য পার্টি কংগ্রেস ডাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেটা ছিল অসম্ভব। তাই কংগ্রেসের বদলে বার্নে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেনিনের নেতৃত্বে প্রবাসী বলশেভিক সংগঠনগুলির এক সম্মেলন হয়। এতে লেনিন রিপোর্ট দেন 'যুদ্ধ ও পার্টির কর্তব্য'। যুদ্ধের চরিত্র, 'পিতৃভূমি রক্ষার' ধ্বনি, জার স্বৈরতন্ত্রের পরাজয়, অন্যান্য পার্টি ও গ্রুপের প্রতি মনোভাব প্রভৃতি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই খসড়া সিদ্ধান্ত লেখেন তিনি।

তাতে এই জোর দেওয়া হয় যে যুদ্ধের অবসান এবং সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শান্তি সন্নিকট করা সম্ভব কেবল জনগণের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের প্রতি সর্ববিধ সমর্থন ও প্রলেতারীয় ঐক্যের শক্তি বৃদ্ধির দ্বারা। এতে সমাজতন্ত্রীদের প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে উল্লিখিত হয়: যুদ্ধ ক্রেডিটের বিরুদ্ধে ভোট দান; বুর্জোয়া সরকার থেকে স্বীয় প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার দাবি; অবৈধ সংগঠন সৃষ্টি; যুধ্যমান সৈন্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন ও মেহনতী জনগণের সমস্ত বিপ্লবী কর্মের সমর্থন। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিল কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং জনগণের সংহতি সাধনে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তা পার্টি সংগঠনগুলির পথ নির্দেশ করে।

মুহূর্তের জন্যও লেনিন পার্টি কাজ ছেড়ে রাখেন নি। জুরিক, মঁত্রে, বার্ন, জেনেভা এবং সুইজারল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরে তিনি বক্তৃতা দেন, সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির রক্তাক্ত অপরাধ এবং সুবিধাবাদীদের পক্ষ থেকে তাতে সহায়তার বিরুদ্ধে তিনি সরোষে আক্রমণ চালান, ধিক্কার দেন তাদের। তিনি বোঝালেন যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ধ্বংস পেল, কারণ স্বীয় পঙক্তির মধ্যে সুবিধাবাদীদের সহ্য করেছিল তা। লেনিন লিখলেন, সুবিধাবাদীরা হল শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু, যারা শান্তিকালে বুর্জোয়ার স্বার্থে শ্রমিক পার্টির

অভ্যন্তরে নিজেদের কাজ চালায় গোপনে। যুদ্ধের যুগে তারা খোলাখুলি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধে বুর্জোয়ার সঙ্গে, শভিনিজমের নীতি চালায়। এদের সঙ্গে সুদৃঢ় সংগ্রামের দাবি করলেন তিনি। 'সহ্য করা চলে না, ভদ্রতা করা চলে না, সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে লজ্জাকর শভিনিজমের বিরুদ্ধে!!' — লিখলেন লেনিন। এই প্রসঙ্গে তিনি জোর দেন যে প্রতি দেশের সমাজতন্ত্রীদের কর্তব্য হল সর্বাগ্রে নিজ দেশের শভিনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়া।

বিশেষ করে মধ্যপন্থী কাউৎস্কি, ত্রৎস্কি প্রভৃতিদের তিনি নির্মম সমালোচনা করেন। লেনিন লেখেন, 'ঘৃণা করি কাউৎস্কিকে, সবার চেয়ে তাকে ঘেন্না করি।' 'সুবিধাবাদ হল সুপ্রকট অমঙ্গল; কাউৎস্কির নেতৃত্বে জার্মান 'মধ্যপন্থা' — এটা হল ছদ্মবেশী, কূটনৈতিকভাবে সজ্জিত, শ্রমিকদের দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বিবেক আচ্ছন্ন করা সবচেয়ে বিপজ্জনক অমঙ্গল।'

বিপ্লবী সংগ্রামী মার্কসবাদীর সমস্ত আবেগ নিয়ে লেনিন মার্কসবাদ বিকৃত করার সবকিছু সুবিধাবাদী অপচেষ্টার মুখোস খুলে দেন। যুদ্ধের সময় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে সুবিধাবাদের নতুন অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল লেনিনকে। বুখারিন-পিয়াতাকভ গ্রুপটির ভ্রান্ত মতামতের স্বরূপ উন্মোচনে অনেক মন দিয়েছিলেন তিনি। এ গ্রুপটি

সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম আর গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে পরস্পরবিরোধী হিসেবে দেখত, এটা বুঝত না যে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সমাজতন্ত্রকে কাছিয়ে আনে। রাষ্ট্র ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রশ্নে বুখারিন এ সময় আধা নৈরাজ্যবাদী একটা অবস্থান নেন। এই গ্রুপটির প্রতি আপোসমূলক মনোভাব নেন গ. জিনোভিয়েভ, যুদ্ধের মূল্যায়নে ইনিও মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, যার জন্য তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন লেনিন। সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষীয়রা লেনিনের ওপর ভয়ানক খাপ্পা হয়। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'এই আমার ভাগ্য। রাজনৈতিক নিবুর্দ্ধিতা, ছেঁদোমি, আর সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা জঙ্গী অভিযান।

'এটা চলছে ১৮৯৩ সাল থেকেই। এই জন্যেই ছেঁদো লোকদের রাগ। তাহলেও কিন্তু ছেঁদো লোকেদের সঙ্গে 'শান্তির' জন্য এ ভাগ্য বিনিময় করব না।'

বলশেভিকদের সামনে লেনিন আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদ ও তার সাফাইদার কাউৎস্কিপন্থীদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের কর্তব্য হাজির করেন। তিনি বললেন, এটা — আন্তর্জাতিক কর্তব্য। তা পড়েছে আমাদের ওপর, আর কেউ নেই। এটা পরিহার করা চলে না।

সমস্ত বাধা ভেদ করে, ফ্রণ্ট পেরিয়ে লেনিনের উদ্দীপ্ত সত্যবাণী গিয়ে পেঁছত অগ্রণী শ্রমিকদের কাছে। যুদ্ধকালীন আইন সত্ত্বেও লেনিন রাশিয়ায় বলশেভিক সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে সমর্থ হন, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র পাঠাতেন তাদের কাছে, তাতে নির্দেশ থাকত কীভাবে লড়তে হবে জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

বাধা ছিল প্রচণ্ড। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতম দমননীতি চালায় জার সরকার। বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের জন্য রাষ্ট্রীয় দুমার বলশেভিক-প্রতিনিধিরা নির্বাসিত হন সাইবেরিয়ায়। কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ* কমিটি তথা বহু পার্টি সংগঠন বারবার বিধ্বস্ত হয়। অগ্রণী, বিপ্লবী মনোবৃত্তির শ্রমিকদের নির্বাসিত করা হত সাইবেরিয়ায় অথবা পাঠানো হত ফ্রণ্টে। কিন্তু পার্টির শক্তিতে, রুশ শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিতে, তাদের সমস্ত বাধাবিঘ্ন জয়ের সামর্থ্যে দৃঢ় আস্থা ছিল লেনিনের। ভ্লাদিমির ইলিচ লেখেন, 'আমাদের পার্টির কাজ এখন একশ গুণ কঠিন হয়ে উঠেছে, তাহলেও সে কাজ আমরা চালাব! হাজার হাজার সচেতন শ্রমিককে শিখিয়ে তুলেছে

---

* পেত্রগ্রাদ — ১৯১৪ সালের আগস্ট থেকে পিটার্সবুর্গের এই নামকরণ হয়। — সম্পাঃ

'প্রাভদা', সবকিছু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাদের ভেতর থেকে ফের মাথা তুলছে নেতৃ-যৌথ — পার্টির রুশীয় কেন্দ্রীয় কমিটি।'

জারতন্ত্রের পক্ষ থেকে বর্ধিত দলন ও তাড়ন সত্ত্বেও বলশেভিক পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চালিয়ে যায়। প্রলেতারিয়েত ও মেহনতী জনগণকে নতুন বিপ্লবের জন্য তৈরি করে তোলে পার্টি। পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর সামনে যেসব প্রশ্ন হাজির হয়েছিল, 'সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাৎ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে লেনিন তার জবাব দিতেন। বিপ্লবের নৈকট্যে বিশ্বাস করতেন লেনিন, তাতে পার্টি কী পথ নেবে সে বিষয়ে গভীরভাবে তিনি চিন্তা করেন। ১৯১৫ সালে 'কয়েকটি থিসিস' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, 'বিপ্লবের ফলে প্রলেতারীয় পার্টি যদি ক্ষমতা পেত, তাহলে বর্তমান যুদ্ধের ক্ষেত্রে সে কী করত এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলি: উপনিবেশগুলির এবং **সমস্ত** পরাধীন, নিপীড়িত ও পূর্ণাধিকারহীন জাতির মুক্তির শর্তে **সমস্ত** যুধ্যমানদের কাছে আমরা শান্তির প্রস্তাব দিতাম।' আর যে মুহূর্তে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত ক্ষমতায় যায় ও বলশেভিক পার্টি হয় শাসক পার্টি, তখন তা দেওয়াও হয়।

যুদ্ধের দুরূহ পরিস্থিতিতে লেনিনের পরিচালনায় পার্টি তার আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করে

এবং সমস্ত শ্রমিক পার্টিকে দেখায় কীভাবে লড়তে হয় শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের স্বার্থের জন্য, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য।

পশ্চিম ইউরোপীয় পার্টিগুলির মধ্যে যারা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার পক্ষে ছিল, তাদের সমাবেশ ও সংহতি সাধনের কাজ লেনিন চালিয়ে যান অক্লান্তভাবে, অবিচলে। বুলগেরিয়া, হল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে ও অন্যান্য দেশের বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে লেনিন প্রচুর পত্রালাপ করতেন। সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য লেনিন তাদের ডাক দেন এবং ভেঙে পড়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্থলে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়তে বলেন।

রুশী বলশেভিক ও তাদের সহগামী, পশ্চিম ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বামপন্থীরা সে সময় শ্রমিক আন্দোলনের একটা নগণ্য সংখ্যালঘু অংশ ছিল। কিন্তু বিপ্লবী মার্কসবাদের অনিবার্য বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল লেনিনের। তিনি বলতেন, আমরা একলা পড়েছি এটা কোনো বিপদ নয়, আমাদের সঙ্গেই আসবে লক্ষ লক্ষ মানুষ, কেননা বলশেভিকদের মতটাই একমাত্র সঠিক মত।

লেনিন মনে করতেন, বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের ঐক্য হওয়া চাই মার্কসবাদের ভাবাদর্শগত অবস্থানের ভিত্তিতে। যুদ্ধ প্রসঙ্গে

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সামনেকার সমস্ত প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য লেনিন 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ' নামে একটি বই প্রকাশের সংকল্প করেন ও তা কাজে পরিণত করেন। বইটি প্রকাশিত হয় রুশ, জার্মান, ফরাসী, নরওয়েজীয় ও অন্যান্য ভাষায়। বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের ঐক্য সাধনে বইটির খুবই গুরুত্ব ছিল।

বামপন্থীদের সংহতি ও সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে লেনিন ৎসিমের্ভাল্দ (১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর) ও কিন্তালে (১৯১৬ সালের এপ্রিল) আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের সদ্ব্যবহার করেন। ৎসিমের্ভাল্দ সম্মেলনে লেনিন বামপন্থী গ্রুপ গড়তে সমর্থ হন, এরা শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয় বিপ্লবী কাজ চালায়। ৎসিমের্ভাল্দ বামপন্থীদের অনেকেই যুদ্ধ ও সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন, পরে স্ব স্ব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও নতুন সত্যিকার বিপ্লবী তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন।

লেনিন যে বিপুল কাজ চালান তার জন্য অসাধারণ মাত্রায় শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। তাঁর জীবনযাত্রার বৈষয়িক অবস্থা ছিল অপরিসীম কষ্টকর। এমন অভাবের মধ্যে আর কখনো তাঁকে পড়তে হয় নি। পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রধান নির্ভর ছিল তাঁর লেখার

আয়, অথচ রাজনৈতিক যুদ্ধবিরোধী প্রবন্ধ ও পুস্তকের প্রকাশন ছিল অতি দুষ্কর। জনৈক কমরেডের কাছে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলি, রোজগার দরকার। নইলে স্রেফ ধ্বংস, সত্যি বলছি! সবকিছু যাচ্ছেতাই দুর্মূল্য, অথচ প্রাণ ধারণের সঙ্গতি নেই।'

সাদাসিধে দিন কাটাতেন লেনিন, সাধারণ পোষাক ও পরিবেশেই তুষ্ট থাকতেন। জুরিকে ভ. ই. লেনিন ও ন. ক. ক্রুপস্কায়া ছিলেন সরু একটা রাস্তার ওপর বিষণ্ণদর্শন একটি বাড়িতে। ঘিঞ্জি আঙিনা। একটা কামরা এখানে তাঁরা ভাড়া নিয়েছিলেন মুচি কাম্মেরেরের কাছে, আধো-অন্ধকার, আরামের অবকাশ ছিল না তাতে। ক্রুপস্কায়া তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'ওই টাকাতেই অনেক ভালো ঘর পাওয়া যেত, কিন্তু গৃহস্বামীকে আমরা পছন্দ করতাম। ওরা ছিল শ্রমিক পরিবার, মনোভাব ছিল বৈপ্লবিক, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের নিন্দা করত... শভিনিজমের নামগন্ধ ছিল না, এবং একবার যখন গ্যাস রেঞ্জের কাছে আমরা পুরো একটা নারী আন্তর্জাতিক জুটেছিলাম, শ্রীমতী কাম্মেরের সক্রোধে বলে উঠলেন, 'সৈন্যদের উচিত নিজ নিজ সরকারের বিরুদ্ধে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরা!' এর পরে ঘর বদলের কথা লেনিন কানেই তুলতেন না।' বইয়ের জন্য, যে গ্রন্থাগারে তিনি নিয়মিত কাজ করতেন তার

জন্য অর্থব্যয়ে তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না। তাঁর ঘরে থাকত নানা ভাষায় বহু বই, পত্র, পত্রিকা। যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, লেনিন প্রাণপণে খাটতেন, ঠিক মতো ভাগ করে গুছিয়ে নিতেন নিজের সময়টা।

বিপ্লবের ব্যবহারিক নেতৃত্বদানের সঙ্গে সঙ্গে লেনিন কঠোর তাত্ত্বিক কাজও চালিয়ে যান। বিভিন্ন দেশের সামাজিক জীবনের ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্য তিনি অক্লান্ত ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। দর্শন, অর্থনীতি, টেকনলজি, শিল্প, কৃষি, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলন, পরাধীন ও উপনিবেশিক দেশের নিপীড়িত জাতিদের সংগ্রাম এবং আরো নানা বিষয়ের বইয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। বিশেষ খুঁটিয়ে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি পড়েন মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা। ন. ক. ক্রুপস্কায়া বলেছেন, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ, তার পথ ও বিকাশ নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলার জন্য' এঁদের রচনা তিনি বারবার করে পড়তেন।

মানবসমাজ নতুন যে যুগে প্রবেশ করল, তার মূলকথাটা মার্কসবাদীদের মধ্যে লেনিনই প্রথম উদ্ঘাটিত করলেন। 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থে লেনিন দেখালেন যে বিশ শতকের শুরু নাগাদ পুঁজিবাদ তার বিকাশের নতুন পর্বে — সাম্রাজ্যবাদের পর্বে প্রবেশ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের আমলে দেখা দেয় বড়ো বড়ো

একচেটিয়া কারবার (পুঁজিপতিদের জোট), তাই লেনিন সাম্রাজ্যবাদের নাম দেন একচেটিয়া পুঁজিবাদ। বিশ্বের কাঁচামালের উৎস, পণ্যোৎপাদন ও বাজারের একটা বৃহৎ অংশ দখল করে নেয় একচেটিয়া মালিকেরা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভুত্ব করতে থাকে তারা, সরকারগুলির উপর নিজেদের অভিপ্রায় চাপিয়ে দেয়। মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ বণ্টন করে নেয় সারা বিশ্বকে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। অপেক্ষাকৃত বিলম্বে পুঁজিবাদের পথ নিয়েছে এমন দেশ—জার্মানি, জাপান ও আমেরিকা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ — ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে দ্রুত ধরে ফেলে ও বিশ্বের পুনর্বণ্টন দাবি করে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ প্রখর হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল অপরিহার্য।

মুনাফার তাড়নায় সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রমিক ও সমস্ত মেহনতীদের শোষণ বাড়িয়ে তোলে, তাদের অবস্থা হয়ে ওঠে অসহ্য। বিপ্লবের আবশ্যিকতা প্রণিধান করতে শুরু করে প্রলেতারিয়েত। সেই সঙ্গে মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও তাদের দ্বারা নিপীড়িত উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে যে কোটি কোটি লোকের বাস, তাদের বিরোধ প্রখর হয়ে উঠে। পুঁজিবাদ হয়ে উঠেছে সমাজ বিকাশের পথে এক বৃহৎ বিঘ্ন। লেনিন লিখলেন,

‘প্রগতিশীল থেকে পুঁজিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল।... মানবসমাজের সামনে গত্যন্তর দাঁড়িয়েছে হয় সমাজতন্ত্রে চলে যাওয়া, নয় উপনিবেশ, একচেটিয়া, বিশেষ সুবিধা ও সব ধরনের জাতীয় পীড়ন মারফত কৃত্রিমভাবে পুঁজিবাদ সংরক্ষণের জন্য ‘মহা’ শক্তিগুলির সশস্ত্র সংগ্রাম বছরের পর বছর, এমনকি দশকের পর দশক ধরে সহ্য করে যাওয়া।’ লেনিন দেখালেন যে সাম্রাজ্যবাদ মানবসমাজকে নিয়ে আসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমীপে, তাকে করে তোলে কালের জরুরী কর্তব্য। সাম্রাজ্যবাদ — এটা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল।

প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়-সম্ভাবনার প্রশ্নে লেনিন নতুনভাবে এগুলেন। মার্কসবাদীরা আগে ভাবতেন, কেবলমাত্র একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব নয়। তাদের বক্তব্য ছিল, সমস্ত অথবা অধিকাংশ বিকশিত পুঁজিবাদী দেশে যুগপৎ বিপ্লবেই কেবল বিজয় সম্ভব। সামাজিক বিকাশের নতুন তথ্যের ভিত্তিতে কিন্তু লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় আদিতে অল্প কয়েকটি দেশে, এমনকি পৃথকভাবে একটি পুঁজিবাদী দেশেও সম্ভব।

এটা ছিল এক বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বহির্গমন এবং সাম্রাজ্যবাদ

সৃষ্ট দুর্দশা থেকে বাঁচার বিপ্লবী পথ তা শ্রমিকদের দেখাল: অন্যান্য সব দেশে বিপ্লবের পরিস্থিতি কবে পেকে উঠবে তার জন্য প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতের অপেক্ষা করার দরকার নেই। শ্রমিক শ্রেণীর উচিত নিজ দেশের বুর্জোয়াদের চূর্ণ করা, ক্ষমতা হাতে নিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কার্যকর করা।

সমস্ত জাতিরই সমাজতন্ত্রে আসার অনিবার্যতা প্রতিপন্ন করে লেনিন বললেন যে ফরমাস দিয়ে বা কারো খুশি মতো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানো যায় না, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে তা পেকে উঠবে এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কোনো না কোনো রূপ বা গতিতে প্রতিটি দেশ আনবে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লেনিনীয় তত্ত্বে বিপ্লবের বিজয়ে শ্রমিকদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, বেড়ে উঠল তাদের বিপ্লবী উদ্যম ও উদ্যোগ। লেনিনের প্রতিভাদীপ্ত এই মতবাদের সঠিকতা অচিরেই প্রমাণিত হল বাস্তবে।

প্রচুর নরবলি হল যুদ্ধে, অপচয় হল বিপুল বৈষয়িক সঙ্গতির, শ্রমিক ও কৃষকদের ঘাড়ে চাপল দুর্বিষহ জোয়াল। জনগণের দুঃখদুর্দশায় সমস্ত দেশেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য হল। শ্রমিকদের ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ও অন্যান্য বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকল ঘন ঘন।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের প্রথম সারিতে এগিয়ে আসে বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকেরা। যুদ্ধের ফ্রন্টে পরাজয়, ধ্বংস ও দুর্ভিক্ষে উদ্ঘাটিত হয়ে উঠল জারতন্ত্রের পচন, দেশ শাসনের অসামর্থ্য। অধিবাসীদের সর্বস্তরেই জারতন্ত্রের রাজনীতিতে অসন্তোষ বেড়ে উঠল। লেনিন পরিষ্কার দেখতে পেলেন ও ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, রাশিয়ায় বিপ্লব কাছিয়ে আসছে। আর সত্যিই, শীঘ্রই শুরু হল সে বিপ্লব।

প্রথম উত্থিত হল পেত্রগ্রাদের শ্রমিকেরা। রক্তাক্ত রবিবারের বার্ষিকীতে, ১৯১৭ সালের ৯ই জানুয়ারি, পেত্রগ্রাদে একটি বৃহৎ যুদ্ধবিরোধী শোভাযাত্রা হল। মস্কো, বাকু, নিজনি-নভগরোদেও এই ধরনের শোভাযাত্রা ঘটল। এই সময় থেকে সারা রাশিয়া জুড়ে দিন দিন বেড়ে উঠতে থাকে শ্রমিকদের বিপ্লবী অভিযান।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বলশেভিক পার্টির আহ্বানে পেত্রগ্রাদের শ্রমিকেরা একটি রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের অনুষ্ঠান করে, তাতে যোগ দেয় দুই লক্ষের ওপর শ্রমিক নরনারী। এ ধর্মঘট বেড়ে ওঠে এক পরাক্রান্ত রাজনৈতিক শোভাযাত্রায়। ‘স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হোক!’, ‘যুদ্ধ ধ্বংস হোক!’, ‘রুটি চাই!’ এই ধ্বনি নিয়ে রাজধানীর শ্রমিকেরা পথে নামে। জারতন্ত্রের

উচ্ছেদ, সাময়িক বিপ্লবী সরকার গঠন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, আট ঘণ্টার কর্মদিন প্রবর্তন, জমিদারি জমির বাজেয়াপ্তি ও যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি।

ক্রমবর্ধমান বিপ্লবকে সৈন্য দিয়ে দমনের চেষ্টা করে জার সরকার, কিন্তু তার আর সে সাধ্য ছিল না। উত্থিত শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয় সৈন্যেরা, তাদের সঙ্গে একত্রে তারা দাঁড়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সাঁচ্চা বৈপ্লবিক মার্কসবাদী পার্টি পরিচালিত শ্রমিক ও কৃষকেরা জয়ী হল। সফল হল লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী। যুগের পর যুগ রাশিয়ার জনগণকে নিপীড়িত করে এসেছে যে স্বৈরতন্ত্র, তার পতন হল। পেত্রগ্রাদ শ্রমিক ও সৈনিকদের বিপ্লবী উদ্যোগকে সমর্থন করে মস্কো ও অন্যান্য শহরের শ্রমিক ও সৈনিকেরা। জার রাজপুরুষদের তারা বিতাড়িত করে, ভেঙে ফেলে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটল রাশিয়ায়।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেখা দিল শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। এটা ছিল এক মহান কীর্তি। কিন্তু সোভিয়েতগুলিতে যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ঢুকে পড়েছিল, তারা শ্রমিক কৃষকদের স্বার্থের প্রতি বেইমানি করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল

করতে দেয় বুর্জোয়াদের গড়া সাময়িক সরকারকে। এইভাবেই দেখা দেয় দ্বৈত ক্ষমতা — সাময়িক সরকারের ক্ষমতা বা বুর্জোয়া একনায়কত্ব এবং সোভিয়েতের ক্ষমতা বা প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।

বিপ্লবের ফলে দেশে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। স্বৈরতন্ত্র রইল না, ঘোষিত হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা: বাক, মুদ্রণ, সভা সমাবেশ ইত্যাদির স্বাধীনতা। জনগণের বিপ্লবী দাবিকে কার্যকর করার জন্য শ্রমিক ও সৈনিক জনগণ ছিল কৃতসংকল্প। নতুন রণকৌশল নির্ধারণের, দেশের পরবর্তী বিকাশের প্রশ্ন, যুদ্ধ, শান্তি ও ভূমির প্রশ্ন সমাধানের কর্তব্য হাজির হল সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির সামনে।

কাদেত ও অক্টোব্রিস্টদের* ক্ষমতারূঢ় বুর্জোয়া পার্টিগুলো চেষ্টা করল নিজেদের ক্ষমতা পাকা করতে, সোভিয়েতগুলিকে নিজেদের অধীনস্থ করতে, বিপ্লব থামিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। শ্রমিকদের ঠকাল তারা, বলতে লাগল যে রাজতন্ত্র পতনের পর যুদ্ধ নাকি ন্যায় যুদ্ধ হয়ে উঠেছে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত, পরে সংবিধান সভা বসে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করবে। আসলে তারা জনগণের বিপ্লবী দাবি পূরণের কোনো

---

* অক্টোব্রিস্ট — বৃহৎ বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী ধরনের জমিদারদের স্বার্থরক্ষক প্রতিবিপ্লবী পার্টি। — সম্পাঃ

কথাই ভাবে নি। জারতন্ত্রের মতোই এরাও ভেবেছিল, যুদ্ধের পরিস্থিতিতেই বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদের সায়েস্তা করা সহজ হবে।

জনগণকে প্রতারণার ব্যাপারে বুর্জোয়াদের সাহায্য করে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা। তাদের বক্তব্য ছিল, দেশে রাজতন্ত্রের পতনের পর দীর্ঘকালের মতো বুর্জোয়া রাজ চালু থাকা চাই, কেননা রাশিয়ায় নাকি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিস্থিতি পেকে ওঠে নি, স্বহস্তে ক্ষমতা নিয়ে দেশ শাসন করার জন্য এখনো নাকি প্রস্তুত নয় শ্রমিকেরা। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের চেষ্টা ছিল, কোনো ক্রমেই সাময়িক সরকারের প্রতিবাদ না করা; সোভিয়েতগুলিকে তারা দেখত শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের বিপ্লবী ক্ষমতার সংস্থা রূপে নয়, বরং সাময়িক সরকারের লেজুড় হিসেবে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রথম দিনগুলোতেই গুপ্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে বলশেভিক পার্টি তার শক্তি সমাবেশ করতে শুরু করল। বহু বিশিষ্ট কর্মী — ফ. এ. জের্জিনস্কি, গ. ক. অর্জানিকিদ্জে, ইয়া.ম. স্ভের্দলভ, ই. ভ. স্তালিন, ইয়ে. ম. ইয়ারোস্লাভস্কি প্রমুখেরা ফিরে এলেন জেল ও নির্বাসন থেকে। 'প্রাভদা'র পুনঃপ্রকাশ শুরু হল, তার প্রথম সংখ্যা বেরুল ১৯১৭ সালের ৫ই মার্চ।

সুইজারল্যাণ্ডে থেকে রাশিয়ায় বিপ্লবী ঘটনাবলীর বিকাশ লেনিন মন দিয়ে অনুসরণ করছিলেন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের খবর জানা মাত্র ভ্লাদিমির ইলিচ রাশিয়ায় বলশেভিকদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান এবং লেখেন 'দূরের চিঠি'। বিপ্লব প্রসঙ্গে পার্টির সামনে যেসব প্রশ্ন হাজির হয়েছিল, এতে তিনি সেগুলোর বিশদ জবাব দেন। লেনিন বললেন যে বিপ্লবের প্রথম পর্যায়টিই কেবল সমাপ্ত হয়েছে, যাতে ক্ষমতা গেছে বুর্জোয়াদের হাতে; বললেন, সাময়িক সরকারকে বিশ্বাস করা চলবে না। তিনি এই কর্তব্য হাজির করলেন যে বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় পাকা হয়ে বসার সুযোগ দেওয়া চলবে না, বরং সর্বোপায়ে লড়তে হবে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার লক্ষ্যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে বিধ্বস্ত করতে হবে এবং তৈরি হতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য।

রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকদের কাছে লেনিন আবেগ ভরে আহবান জানান; তিনি লেখেন, 'গতকাল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে আপনারা প্রলেতারীয় বীরত্বের অলৌকিক কীর্তি দেখিয়েছেন। ন্যূনাধিক নিকট ভবিষ্যতে অবধারিতভাবেই আপনাদের... ফের সেই একই রূপ বীরত্বের অলৌকিক কীর্তি দেখাতে হবে জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতা চূর্ণ করার জন্য।'

বলশেভিকদের সামনে লেনিন কর্তব্য রাখলেন: জনগণের মধ্যে ব্যাপক ব্যাখ্যামূলক কাজ চালাতে হবে, তাদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে যুদ্ধের অবসান এবং সত্যকার গণতান্ত্রিক শান্তি সম্ভব কেবল মেহনতীদের রাজে।

মেনশেভিকদের সঙ্গে ঐক্যের যে কথা কিছু কিছু বলশেভিক বলছিলেন, তার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন লেনিন। এরূপ নীতি নিলে বিপ্লবের বিকাশ ব্যাহত হত, ভয়ানক বিপদের কারণ হত পার্টির পক্ষে।

কিন্তু যেসব চিঠিতে লেনিন এই সব নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, তা 'প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলীভুক্ত কামেনেভ নিজের কাছেই রেখে দেন। 'দূরের চিঠি'র কেবল প্রথমটাই ছাপা হয়েছিল 'প্রাভদা'য়, তাও ভয়ানক সংক্ষিপ্তাকারে ও সংশোধন সহ। সাময়িক সরকারের যে চরিত্রনিরূপণ ও তার পেটি বুর্জোয়া প্রতিরক্ষাবাদী পার্টি নেতাদের যে সমালোচনা করেছিলেন লেনিন, তা নরম করে দেওয়া হয়।

জনগণের মধ্যে বিপুল কাজ শুরু করল বলশেভিকরা। কিন্তু কিছু বলশেভিক কমিটি ও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট পার্টিকর্মী ভ্রান্ত মত পোষণ করেছিল। সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে অর্পণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কর্তব্য তারা তুলে ধরে নি; তারা বলল, সাময়িক সরকারের কাজকর্মের উপর

'জনগণের নিয়ন্ত্রণ' স্থাপন করতে হবে এবং এ নিয়ন্ত্রণ বলতে তারা বুঝল শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ ও বিবৃতি দান। এটা ছিল বেঠিক নীতি, কেননা তাতে জনগণের মধ্যে এই অলীক ধারণার সৃষ্টি হত, বুঝি বা সাময়িক বুর্জোয়া সরকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করতে পারে, যুদ্ধ শেষ করে জনগণের জন্য এনে দিতে পারে শান্তি, রুটি, জমি।

সাময়িক সরকার ও যুদ্ধের প্রসঙ্গে কামেনেভের মত ছিল আধা মেনশেভিকী। 'প্রাভদা'য় তিনি প্রবন্ধ ছাপিয়ে সাময়িক সরকারকে সমর্থনের ডাক দেন, মত দেন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষে এবং পরে, শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব হাজিরে বাধ্য করার জন্য সাময়িক সরকারের উপর চাপ দেবার কথা বলেন।

অবিলম্বে শান্তির আলাপ শুরু করার দাবিতে সাময়িক সরকারের ওপর চাপ দেবার নীতি সমর্থন করেছিলেন ই. ভ. স্তালিন। এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ স্তালিন তাঁর ভ্রান্ত মত পরিহার করে লেনিনীয় অবস্থানে চলে আসেন।

রাশিয়া থেকে বিপ্লবের খবর আসা মাত্র প্রবাসী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। বিপ্লবকে স্বাগত করে শুরু হল অসংখ্য সভাসমিতি।

নানা রকম বুদ্ধি খাটিয়ে, সম্ভবপর সবকিছু উপায়ে লেনিন দেশে ফেরার চেষ্টা চালালেন। উনি

লিখেছিলেন, 'আপনারা বেশ বুঝতে পারবেন, এমন সময়ে আমাদের সবার পক্ষে এখানে বসে থাকাটা কী যন্ত্রণার ব্যাপার।' দ্রুত রাশিয়ায় ফেরার উপায় খুঁজতে লাগলেন তিনি প্রাণপণে। ন. ক. ক্রুপস্কায়া বলেছেন, 'বিপ্লবের খবর আসার পর থেকে লেনিনের ঘুম গেল। রাতের পর রাত তিনি যত রাজ্যের পরিকল্পনা করে চললেন।'

নেতার প্রত্যাবর্তনের জন্য রাশিয়ার মেহনতীরা অধীর অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু সাময়িক সরকার তাতে সর্বপ্রকার বাধা দেয়। সাময়িক সরকার বিদেশে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে পাঠায় 'কালা তালিকা', তাতে লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিকদের নাম ছিল; দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হল না তাঁদের।

অবশেষে বহু কষ্টে সুইজারল্যাণ্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সাহায্যে একদল বলশেভিক ও অন্যান্য দেশান্তরীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে পারলেন লেনিন।

প্রায় দশ বছর ফেরারের পর ১৯১৭ সালের ৩রা (১৬ই) এপ্রিল রাত্রে ভ্লাদিমির ইলিচ পেত্রগ্রাদে এসে পেঁছিলেন। মহানন্দে ও মহোল্লাসে বিপ্লবী রাশিয়া অভ্যর্থনা করল তার মহান নেতাকে। লাল ঝাণ্ডা নিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক নরনারী এসে জমল ফিনল্যাণ্ড স্টেশনে। সৈনিক ও নাবিকদের বিপ্লবী বাহিনী তাঁকে

দিল গার্ড অব অনার। সমাগতদের তুমুল করতালি ও অভিনন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে লেনিন উঠলেন তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ একটি সাঁজোয়া গাড়ির উপর এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের উদ্দীপ্ত আহ্বান জানালেন শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের কাছে।

অক্টোবর বিপ্লবের নায়ক

পেত্রগ্রাদে আসতে না আসতেই লেনিনের বিপুল কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল। ৪ঠা এপ্রিল বলশেভিকদের সভায় লেনিন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য নিয়ে থিসিস পেশ করে বক্তৃতা দেন, ইতিহাসে এটি 'এপ্রিল থিসিস' নামে খ্যাত। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পার্টির সঠিক নীতি নির্ধারণে এ থিসিসের ভূমিকা বিপুল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক যে বিপ্লব বুর্জোয়াদের ক্ষমতাধিষ্ঠিত করেছে তা থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এগিয়ে যাবার জন্য সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা হাজির করলেন লেনিন এ থিসিসে, এই বিপ্লবে ক্ষমতা যাওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব কৃষকদের হাতে।

লেনিন দেখালেন যে সাময়িক সরকার পুঁজিপতি ও জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করছে, আগের মতোই এ যুদ্ধ রাজ্যগ্রাসী লুঠেরা যুদ্ধ হয়েই থাকছে। তিনি ধ্বনি

দিলেন, 'সাময়িক সরকারকে কোনো সমর্থন নয়!', 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!'; তিনি বোঝালেন, কেবল সোভিয়েত রাজই দিতে পারে জনগণকে — শান্তি, কৃষকদের — জমি, ক্ষুধিতদের — রুটি। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ার করে দিলেন যে সাময়িক সরকারকে সেই মুহূর্তেই উচ্ছেদের জন্য ডাক দেওয়া চলে না, কারণ তাদের সমর্থন করছে সোভিয়েতগুলি, যাদের বিশ্বাস করে জনগণ। লেগে থেকে ধৈর্য সহকারে মেহনতীদের স্বপক্ষে টানতে হবে, সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাধিক্য অর্জন করতে হবে, সোভিয়েতগুলিকে করে তুলতে হবে বলশেভিকী। এই পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ পথে শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের হাতে ক্ষমতা আসা সম্ভব। তিনি দেখালেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের পাকা মৈত্রীর উপর, গ্রামে ব্যাপক ব্যাখ্যামূলক কাজের গুরুত্বের উপর তিনি জোর দিলেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পার্টির কর্তব্য নির্ধারণ করলেন লেনিন। বাজেয়াপ্তির জন্য, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি সম্পত্তির উচ্ছেদ, দেশের সমস্ত জমির জাতীয়করণ, অর্থাৎ ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা লোপ করে ক্ষেতমজুর ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের হাতে তা বন্দোবস্তের ভার অর্পণের জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

কলকারখানার উপর, সমস্ত সামাজিক উৎপাদনের উপর এবং উৎপন্ন বণ্টনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রস্তাব করলেন তিনি। দাবি করলেন, দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ককে একটি নিখিল জাতীয় ব্যাঙ্কে সম্মিলিত করে তা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

ভ্লাদিমির ইলিচ প্রস্তাব করলেন, পার্টির কংগ্রেস ডাকা হোক, পার্টির নতুন নামকরণ হোক কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টি কর্মসূচির সংশোধন করা হোক, কেননা তার বহু দাবিই ইতিমধ্যে পূরণ হয়ে গিয়েছিল: তার মূল দাবি — জারতন্ত্রের উচ্ছেদ নিষ্পন্ন হয়েছে। বলশেভিকদের এবং সমস্ত বিপ্লবী মার্কসবাদীর সামনে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠনের ব্যবহারিক কর্তব্য হাজির করলেন তিনি।

লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' — এ হল এক মহৎ কর্মসূচি দলিল, নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে রুশ প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের পথ আলো হয়ে ওঠে তাতে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, 'প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলী এবং বলশেভিকদের পেত্রগ্রাদ সংগঠনের কাজের নেতৃত্ব নিলেন লেনিন। তাঁর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় পেত্রগ্রাদ নগর এবং রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সপ্তম (এপ্রিল) সারা রুশ সম্মেলন। এটা

ছিল রাশিয়ায় বলশেভিকদের প্রথম বৈধ সম্মেলন। এই সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেনিন 'এপ্রিল থিসিসে' নির্দিষ্ট পার্টির কর্মসূচি ও রণকৌশল ব্যাখ্যা করেন। কামেনেভ, রিকভ এবং তাঁদের অল্পসংখ্যক যে অনুগামীরা মেনশেভিক বুলি আউড়িয়ে বলছিল যে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পরিপক্ক নয়, লেনিন তাদের মতবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন, বিপ্লবে তাদের অনাস্থার, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়-সম্ভাবনা অস্বীকারের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। লেনিনের পেছনে গেল পার্টি, সুবিধাবাদীদের মোক্ষম জবাব দিল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের লেনিনীয় পরিকল্পনা অনুমোদন করে এটিকে নিজের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করল।

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের মধ্যে পার্টি রাজনীতির ব্যাখ্যা করে, জনগণের রাজনৈতিক তালিম ও সংগঠনের কাজ চালায়। এই বিরাট কাজের মধ্যমণি ছিলেন লেনিন। পেত্রগ্রাদের পুতিলভ, অবুখভ, পাইপ-কল ও অন্যান্য কলকারখানায় শ্রমিকদের সভা-সম্মেলনে, সৈনিক ও নাবিকদের সমাবেশে প্রায়ই তিনি নিজেই বক্তৃতা দিতেন। এই ধরনের একটি বক্তৃতা নিয়ে পুতিলভ কারখানার শ্রমিক ভ. ভ. ভাসিলিয়েভ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'পুতিলভ মজুরেরা সবেমাত্র মঞ্চ থেকে সোশ্যালিস্ট-

রেভলিউশানারি চের্নভকে ভাগিয়েছে। এমন সময় কারখানায় খবর ছড়াল: 'লেনিন এসেছেন!' রোলিং মিলের সামনেকার বিরাট চত্বর... দ্রুত লোকে ভরে উঠল। জুটল প্রায় ২৫ হাজার লোক। এমনকি ছাতের ওপরেও গিয়ে বসেছিল লোকে।

'লেনিনের কথা সবাই শুনছিল একেবারে তৃষিত মনোযোগে, ভয় পাচ্ছিল, পাছে কোনো কথা কান ফসকে যায়। দুর্দিনের সময় তখন। যুদ্ধ চলছেই, জ্বালানির অভাবে থেমে আছে কারখানা, খাদ্যের টানাটানি। বহু প্রশ্নেরই পরিষ্কার জবাব চাইছিলাম আমরা, শ্রমিকেরা। আর সে উত্তর দিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে কেবল সোভিয়েত রাজই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করে জনগণকে শান্তি, রুটি ও কাজ দিতে পারে।' লেনিনের অগ্নিগর্ভ সত্যসন্ধ বাণী মেহনতীদের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে পেঁছিত, উদ্দীপিত করে তুলত তাদের। সেমিয়ানিকভ কারখানার একটি মিটিঙে হাজির ছিলেন শ্রমিক ভ. প. ইয়েমেলিয়ানভ। তিনি স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'তাঁর কথায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠত লোকে, প্রতিটি শ্রমিকের কাছে পথ খুলে দিত, কী করতে হবে, কী করে করতে হবে... সে মিটিঙে তিন হাজার ভবিষ্যৎ যোদ্ধা লেনিনীয় বাণীর হাতিয়ারে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে উঠেছিল। এই সব শ্রমিক, এই সব নাবিক, এই সব সৈন্যের হৃদয়ে গিয়ে গেঁথে যেত লেনিনের এই সব

ভাবনা... লেনিনের ছোঁয়াচে আমরা প্রত্যেকেই লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষায় টগবগ করতাম।'

কৃষক প্রতিনিধিদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেনিন অবিলম্বে জমিদারের জমি দখলের আহ্বান জানান, ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকদের অবিলম্বে স্বাধীন সংগঠনের আবশ্যিকতার কথা বলেন তিনি। সংবাদপত্রের দিকেও লেনিন অনেক মনোযোগ দেন। 'প্রাভদা'য় প্রায় প্রতিদিনই তাঁর প্রবন্ধ বেরুত। সভাসমিতির বক্তৃতায় ও পত্রিকার প্রবন্ধে লেনিন সাময়িক সরকারের প্রতিবিপ্লবী নীতি, এবং তার সঙ্গে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সমঝোতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেন, বলশেভিক ধ্বনির তাৎপর্য দেখাতেন। শ্রমিক ও সৈনিকদের লেনিন বোঝাতেন যে বুর্জোয়া প্রভুত্বে রাশিয়া যে অন্ধ গলির মধ্যে এসে পড়েছে, তা থেকে উদ্ধার সম্ভব কেবল সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা গেলেই। শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে ক্রমেই লেনিনের ভাবনা ছড়ায় এবং তারা বলশেভিকদের পক্ষে চলে আসতে থাকে। লেনিনের কাছে চিঠি লিখে তারা ধন্যবাদ জানাত, তাঁর প্রতি অসীম আনুগত্য ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির কথা নিবেদন করত। ফ্রন্ট থেকে একটি চিঠিতে সৈন্যরা তাঁকে লেখে, 'কমরেড, বন্ধু লেনিন, জেনে রেখো যে আমরা সৈন্যেরা... সবাই এক বাক্যে তোমার সঙ্গে

সর্বত্র যেতে প্রস্তুত। তোমার কথার মধ্যেই কৃষক ও শ্রমিকদের অভিপ্রায় সত্যি করেই প্রকাশ পাচ্ছে।'

বুর্জোয়াদের স্বার্থে সাময়িক সরকার ক্রমেই শ্রমিকদের বিপ্লবী অর্জনের উপর হাত দিতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে গেল তারা, দলে দলে সৈন্যদের ঠেলে পাঠাতে লাগল ফ্রণ্টে; যুদ্ধক্ষেত্রে যারা রক্ত ঢালছিল, অনুপশম দুঃখদুর্দশা ও অনটন সইছিল সেই শ্রমিক আর কৃষকদের দুর্বিষহ জীবন লঘুভার করার জন্য কিছুই করতে চাইছিল না। সাময়িক সরকারের বুর্জোয়া রাজনীতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল জনগণ। ফ্রণ্টে আক্রমণ পুনরারম্ভ উপলক্ষে যুদ্ধের নতুন নরবলির খবর পেয়ে ৩রা জুলাই শ্রমিক ও সৈনিকরা পেত্রগ্রাদের রাস্তায় নামে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দাবি নিয়ে। লেনিনের নির্দেশে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব নেয় ও আন্দোলনে শান্তিপূর্ণ সংগঠিত চরিত্র দেবার চেষ্টা করে বলশেভিকরা।

কিন্তু সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সোভিয়েতের অনুমোদনে সাময়িক সরকার শোভাযাত্রার সম্মুখীন হয় সশস্ত্র শক্তি নিয়ে। নগরের রাজপথে ফের জনগণের রক্ত বইল। বলশেভিক পার্টি ও শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর নেমে এল নিষ্ঠুর দমন নীতি। বহু বলশেভিককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। ৫ই

জুলাইয়ের রাত্রে ইউঙকাররা* 'প্রাভদা' সম্পাদকীয় ভবন তছনছ করে। ঘটনাটার আধ ঘণ্টা আগেও লেনিন এখানে ছিলেন, দৈবক্রমেই দলনের হাত থেকে রেহাই পান তিনি। সমস্ত ক্ষমতা চলে গেল বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের হাতে। দ্বৈত ক্ষমতার অবসান হল। শেষ হল বিপ্লব বিকাশের শান্তিপূর্ণ পর্ব। শুরু হলো বিপ্লবী লড়াই।

লেনিন ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসাভিযান শুরু করল সাময়িক সরকার। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের মুণ্ডচ্ছেদ করতে চাইল। লেনিনকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা করল তারা, তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করল, তাঁকে বন্দী করে হত্যা করার সর্ববিধ ব্যবস্থা নিল। সাময়িক সরকারের নেতা কেরেনস্কি ঘোষণা করলেন, সরকারের হাতে যে লেনিনকে সমর্পণ করতে পারবে, তাকে প্রচুর টাকা দেওয়া হবে। বলশেভিকদের উপর দমন চালাবার. জন্য উন্মত্তের মতো দাবি জানাতে লাগল বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি।

বুর্জোয়াদের পীড়ন ও জঘন্য বিদ্বেষপরায়ণ কুৎসার জবাবে লেনিন পার্টির জন্য গর্ব বোধ করে এই প্রগাঢ় উক্তি করেন, 'আমরা বিশ্বাস করি পার্টিকে, তার মধ্যেই

---

* ইউঙকার — জার রাশিয়ায় সামরিক শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী। — সম্পাঃ

আমরা দেখি আমাদের যুগের মনীষা, মর্যাদা ও বিবেক।' কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী শ্রমিকেরা নিজেদের নেতাকে লুকিয়ে রাখে। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে আত্মগোপন করেন ভ্লাদিমির ইলিচ। সাড়ে তিন মাসেরও বেশি তিনি একান্ত গুপ্তভাবে প্রতি মুহূর্তেই সাময়িক সরকারের চরের হাতে ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়ে দিন কাটান ও কাজ করেন।

কিছু দিন লেনিন লুকিয়ে থাকেন পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের ঘরে, পরে থাকেন পেত্রগ্রাদের কাছে রাজলিভ হ্রদের তীরের একটি কুঁড়েয়, ফিনদেশীয় ঘেসুড়ে হিসাবে। ভ্লাদিমির ইলিচকে পাহারা দিতেন ও সাহায্য করতেন সেস্ত্রোরেৎস্কি কারখানার মজুর ন. আ. এমেলিয়ানভ। ঘেসুড়ে হবার জন্য যা যা দরকার — কাস্তে, আঁচড়া, কুড়ুল, লোহার কড়াই — সবই দেওয়া হয়েছিল লেনিনকে। কুঁড়ের কিছু দূরে ঝোপের মধ্যে ছোট্ট একটু জায়গা পরিষ্কার করে রাখা হয়। লেনিন রসিকতা করে বলতেন, 'আমার সবুজ আফিস ঘর।' জায়গাটার মাঝখানে ছিল দুটি কাঠের কুঁদো, চেয়ার টেবিলের কাজ হত তাতে। এইখানে কাজ করতেন লেনিন। প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র লিখতেন, 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটি প্রস্তুত করে তুলছিলেন। কিছুতেই লেনিনের অবিরাম, অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যাহত হত না। সবচেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও খরবেগে বইত তাঁর

সৃজনশীল চিন্তা, পরিকল্পনা ছকতেন ভবিষ্যৎ সংগ্রামের।

গুপ্তাবস্থায় থেকেও লেনিন পার্টির এবং রুশ শ্রমিক সংগ্রামের দৈনন্দিন পরিচালনা চালিয়ে যান। দেশের ও যুদ্ধের ফ্রন্টের সমস্ত ঘটনা তিনি মন দিয়ে অনুসরণ করেন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রাখতেন। লেনিনের কাছে আসতেন কেন্দ্রীয় কমিটির কমরেড: গ. ক. অর্জোনিকিদ্‌জে, ভ. ই. জফ, আ.ভ. শৎমান, এ.আ. রাখিয়া প্রমুখেরা। পেত্রগ্রাদের ঘটনার খুঁটিনাটি খবর জানতে চাইতেন তিনি, নির্দেশ দিতেন। পার্টি নিগৃহীত ও গুপ্ত অবস্থায় যেতে বাধ্য হলেও লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের নৈকট্যে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। একবার গ.ক. অর্জোনিকিদ্‌জে একজন কমরেডের কথা লেনিনকে বলেন — এ কমরেডটির মতে শিগগিরই নাকি ক্ষমতা বলশেভিকদের হাতে যাবে এবং রাষ্ট্র প্রধান হবেন লেনিন। লেনিন রীতিমতো গুরুত্ব সহকারেই বলেন: হাঁ, তাই হবে। তিনি বলেন যে মেনশেভিক সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা গ্রহণের মুহূর্তটা ফসকে যেতে দিয়েছে, এবার ক্ষমতা দখল সম্ভব কেবল সশস্ত্র অভ্যুত্থান মারফত, তার জন্য বেশি অপেক্ষাও করতে হবে না। অভ্যুত্থান হবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের পরে নয়। তাঁর প্রস্তাব মতো, জুলাই দিবসগুলির পর পার্টি সাময়িকভাবে ‘সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের

হাতে!' এই ধ্বনি প্রত্যাহার করে, কেননা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক সোভিয়েতগুলি চূড়ান্তভাবেই পরিণত হয়েছিল প্রতিবিপ্লবী সাময়িক সরকারের লেজুড়ে। প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

১৯১৭ সালের জুলাই মাসের শেষে আধা গোপনে পেত্রগ্রাদে পার্টির যে ষষ্ঠ কংগ্রেস হয়, লেনিন তার পরিচালনা করেন গুপ্তভাবে, কেননা বলশেভিক নিগ্রহ বুর্জোয়ারা বাড়িয়ে তুলেছিল, কংগ্রেসের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। কংগ্রেসে প্রথমেই আলোচিত হয় সাময়িক সরকারের আদালতে লেনিন হাজির হবেন কিনা। কংগ্রেস এক মতে সিদ্ধান্ত নেয়, লেনিন আদালতে হাজির হবেন না, প্রলেতারীয় বিপ্লবের নায়কের উপর দমননীতির প্রতিবাদ জানায় কংগ্রেস। লেনিনকে অভিনন্দন পাঠিয়ে কংগ্রেস তাঁকে সম্মানীয় সভাপতির পদে বরণ করে।

কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির যে মূল রাজনৈতিক রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির খতিয়ান পেশ করেন স্তালিন, তা ছিল লেনিনের থিসিস 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি', 'ধ্বনি প্রসঙ্গে', 'বিপ্লবের শিক্ষা' প্রভৃতির অনুসরণে রচিত। কংগ্রেস সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া ও জমিদারদের ক্ষমতা চূর্ণ করার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানায় পার্টিকে, কারণ সেই

পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। সিদ্ধান্তে লেনিনের এই নির্দেশের ওপর জোর দেওয়া হল যে শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব কৃষকদের মৈত্রীই হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের শর্ত। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যাদের আস্থা ছিল না, তাদের সকলকেই এ কংগ্রেসে মোক্ষম জবাব দেয় পার্টি, এবং একটি দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ের লেনিনীয় মতবাদকে সমর্থন করে। যুবজনের মধ্যে কাজের গুরুত্বে জোর দেয় কংগ্রেস এবং যুবসংগঠনগুলির ভেতরে পার্টি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ডাক দেয়। লেনিনের সমস্ত প্রস্তাবই কংগ্রেসে অনুমোদিত ও পার্টি সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। কংগ্রেসে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত নিয়োজিত হল শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতির জন্যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে। পার্টি ও বিপ্লবের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এতেই ছিল কংগ্রেসের তাৎপর্য। কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে এবং তার তরফ থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'রাশিয়ার সব মেহনতী, সব শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের কাছে' একটি আবেদন জানায়। এতে প্রকাশ পেয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে এগিয়ে এসেছে এটা লেনিন পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন, পার্টিকে প্রস্তুত করে

তুলছিলেন তার জন্য। পার্টি কংগ্রেসের পর কলকারখানায়, ফৌজে, গ্রামাঞ্চলে, শ্রমিক, সৈনিক নাবিক ও কৃষকদের মধ্যে বিরাট ব্যাখ্যামূলক ও সংগঠনমূলক কাজ চলে লেনিনের পরিচালনায়। গড়ে উঠল লালরক্ষীদের বাহিনী*। শ্রমিকেরা অস্ত্র সংগ্রহ করে তা ব্যবহারের তালিম নিতে থাকল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কাছিয়ে আসায় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতি পার্টির মনোভাব কী হবে এবং প্রলেতারিয়েতের হাতে ক্ষমতা এলে কী ধরনের রাষ্ট্র হওয়া উচিত এ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল অতি তীক্ষ্ণতায়। লেনিন তার উত্তর দিলেন প্রতিভাদীপ্ত 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' পুস্তকে, এটি তিনি লিখেছিলেন গুপ্ত অবস্থায়, ১৯১৭ সালের শরতে। রাষ্ট্র ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের যে মতবাদ সুবিধাবাদীরা বিকৃত করেছিল, তা থেকে তাকে পরিশুদ্ধ করে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপযোগী করে সংবর্ধিত করেন লেনিন।

লেনিন শেখালেন যে দেখতে যতই গণতান্ত্রিক হোক, সব ধরনের বুর্জোয়া রাষ্ট্রই হল আসলে বুর্জোয়া একনায়কত্বের (প্রভুত্বের) একটা প্রকারভেদ। বুর্জোয়ার ক্ষমতা উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েতের উচিত নিজ

---

* লালরক্ষী — অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের সময় প্রলেতারিয়েতের সশস্ত্র বাহিনী। — সম্পাঃ

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পুরনো রাষ্ট্র যন্ত্রটাকে ভেঙে চূর্ণ করতে হবে, তার স্থানে বসাতে হবে নতুন রাষ্ট্র যন্ত্র। এই ধরনের রাষ্ট্রই হল সত্যিকার গণতান্ত্রিক, কেননা তাতে জনগণের অধিকাংশের স্বার্থ প্রকাশ পায়। অসাধারণ যথাযথ ও প্রাঞ্জলভাবে ভ্লাদিমির ইলিচ ব্যাখ্যা করলেন, কেন প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব আবশ্যক, কী তার ঐতিহাসিক ভূমিকা। তিনি লিখলেন, 'রাষ্ট্র ক্ষমতা, শক্তির কেন্দ্রীভূত সংগঠন, বলপ্রয়োগের সংগঠন প্রলেতারিয়েতের দরকার শোষকদের প্রতিরোধ দমন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির 'সুব্যবস্থার' ব্যাপারে কৃষক, পেটি বুর্জোয়া ও আধা প্রলেতারীয়দের বিপুল জনসংখ্যাকে **নেতৃত্ব দান** এই উভয়ের জন্যই।' লেনিন বললেন, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের শিক্ষাটাই মার্কসবাদের প্রধান কথা, প্রলেতারীয় একনায়কত্বকেই তিনি সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রধান হাতিয়ার বলে গণ্য করলেন।

'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে লেনিন কমিউনিস্ট সমাজ বিকাশের দুই পর্যায় ধাপ হিসেবে গণ্য করেন ও সে আলোচনায় অনেক মন দেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ধিত করে লেনিন দেখালেন যে সমাজতন্ত্র অনিবার্যই পরিবিকশিত হয়ে উঠবে কমিউনিজমে। কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য তিনি পেশ

করেন। তিনি এইটেয় জোর দিলেন যে পার্টি হল প্রলেতারিয়েতের এমন অগ্রবাহিনী, যা সমস্ত জনগণকে সমাজতন্ত্রে পরিচালিত করতে, নতুন সমাজব্যবস্থা গড়তে, এবং সমস্ত মেহনতীর গুরু, পরিচালক ও নেতা হতে সক্ষম। বুর্জোয়া ছাড়াই এবং বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে নবজীবনের নির্মাণে নেতৃত্ব করতে পারে কেবল কমিউনিস্ট পার্টি।

শ্রমিক কৃষক রাষ্ট্রের কী হওয়া উচিত এবং কী কর্মসূচি রূপায়িত করতে হবে সোভিয়েত রাজকে তার পরিষ্কার উপলব্ধিতে পার্টি ও শ্রমিকজনকে সশস্ত্র করল লেনিনের রচনা। অন্য সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির কাছে বইটির গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী।

অগস্টে এঞ্জিনের ফায়ারম্যান হিসেবে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে চলে যান। প্রথমে তিনি ছিলেন হেলসিংফোর্সের কাছে গাঁয়ে ফিন শ্রমিকদের সঙ্গে, পরে হেলসিংফোর্সে (বর্তমানে হেলসিঙ্কি) আসেন।

এই সময় দেশের পরিস্থিতি আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল। সর্বনাশ বেড়ে চলল, জ্বালানির অভাবে অচল হয়ে উঠল পরিবহন, শহরে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যের আমদানি বন্ধ হল, বেড়ে উঠল চোরাবাজারি, সব জিনিস হয়ে উঠল অগ্নিমূল্য। বুর্জোয়ারা ইচ্ছে করেই অর্থনৈতিক সংকট বাড়িয়ে তুলেছিল, তারা

ভেবেছিল, বিপ্লবকে শ্বাসরুদ্ধ করবে — তাদের প্রতিনিধিদের স্পর্ধিত কথায় — 'বুভুক্ষার অস্থিল হস্তে'। কলকারখানা বন্ধ করে দিতে লাগল পুঁজিপতিরা, হাজার হাজার মজুর বেকার হয়ে অনশনের মুখে পড়ল। এইভাবে শ্রমিকদের সংগ্রামসংকল্প চূর্ণ করতে চেয়েছিল বুর্জোয়ারা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঠেকাতে চেয়েছিল।

এই পর্বে লেনিন লেখেন 'উদ্যত বিপর্যয় ও তার প্রতিকারের পথ' প্রবন্ধ। তিনি দেখালেন যে ক্ষমতারূঢ় পুঁজিপতি ও জমিদাররা দেশকে সর্বনাশের দিকে ঠেলছে। ধ্বংসাবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা সোভিয়েতগুলো এবং সমস্ত বিপ্লবী অর্জন খতম করতে চায়, স্থাপন করতে চায় বুর্জোয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। উদ্যত বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের পথ দেখালেন ভ্লাদিমির ইলিচ। তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে দেশকে বাঁচানো যায় কেবল সমাজতন্ত্র নির্মাণ মারফত, সমাজতন্ত্রের দিকে না এগিয়ে সামনে এগুনো অসম্ভব। তাঁর মতে, এ পথের প্রথম পদক্ষেপ ভূমি ও ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ, একক রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের গঠন, উৎপাদন এবং উৎপন্ন বণ্টনের ওপর অবিলম্বে শ্রমিক তদারকি। এতে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার, তার স্বাভাবিক কাজকর্মের সুব্যবস্থা এবং যুদ্ধ অবসানের সুযোগ হবে। 'বিপ্লব এইটে করেছে যে,' লিখলেন লেনিন, '**রাজনৈতিক** কাঠামোর দিক দিয়ে

রাশিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই অগ্রণী দেশগুলিকে ধরে ফেলেছে।

'কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। যুদ্ধ ক্ষমাহীন, নির্মম তীব্রতায় সে প্রশ্ন রেখেছে: হয় ধ্বংস, নয় অগ্রণী দেশগুলির পাল্লা ধরা ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া...

'হয় মৃত্যু, নয় সর্বশক্তিতে সম্মুখ গতি। এইভাবেই প্রশ্নটা রেখেছে ইতিহাস।'

বিপ্লবের শত্রুদের অভিসন্ধি লেনিন আঁচ করেছিলেন। তিনি পার্টি ও জনগণকে সাবধান করে বলেন যে পুঁজিপতি ও জমিদাররা, প্রতিক্রিয়াশীল মিলিটারি অফিসাররা বিপ্লবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা ও উপযুক্ত জবাব দেবার আহ্বান জানান তিনি। লেনিন যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই বুর্জোয়ারা বিপ্লবকে খতম করার উদ্যোগ নেয়। রুশ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে ২৫শে অগস্ট জেনারেল কর্নিলভ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ শুরু করেন এবং সৈন্য চালান পেত্রগ্রাদ অভিমুখে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বলপ্রয়োগে বিপ্লবের টুঁটি চেপে মারবেন এবং সামরিক একনায়ক হয়ে বসবেন। কর্নিলভদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের নেতৃত্ব নিল পার্টি। কয়েকদিনের মধ্যেই কর্নিলভ বিদ্রোহ বিধ্বস্ত হল। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকেরা বুঝল যে তাদের

মূল স্বার্থ সত্যি করেই রক্ষা করছে কেবল লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি। জনগণের ব্যাপক অংশ সবেগে বাঁক নিল বলশেভিকদের পক্ষে, সোভিয়েতগুলির পুনর্নির্বাচনে বলশেভিকরা পেতে থাকল অধিকাংশ ভোট। অগস্ট — সেপ্টেম্বরে পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েত হয়ে উঠল বলশেভিকী। সোভিয়েতগুলির কর্তৃত্ব বেড়ে উঠল, প্রচুর শক্তি জমল তাদের।

বিপ্লবের অমোঘ সান্নিধ্য এবং মেহনতী জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের প্রভাববৃদ্ধি দেখে কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা জনগণকে ভয় দেখাতে চাইল। তারা বলল যে বলশেভিকরা স্বহস্তে ক্ষমতা নিতে পারবে না। যদি বা পারে, দু'সপ্তাহও তা ধরে রাখতে পারবে না, কেননা দেশ সুশাসনের ক্ষমতা নেই তাদের। 'বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?' প্রবন্ধে লেনিন বোঝালেন যে বুর্জোয়াদের এ প্রচারটা কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দেবার মতলবে। তিনি দেখালেন, বলশেভিকরা যে ক্ষমতা দখল করে, প্রতিবিপ্লবকে প্রত্যাঘাত হেনে, সে ক্ষমতা ধরে রেখে দেশের অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে পারবে, তার প্রয়োজনীয় সবকটি পূর্বসর্তই বর্তমান। এ ব্যাপারে শ্রমিক ও কৃষকদের নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র হিসেবে বিরাট ভূমিকা পালন করতে

হবে সোভিয়েতগুলিকে। গরিব কৃষকদের ওপর নির্ভর করে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতায় এলে নিগড়মুক্ত অসংখ্য জনগণের উদ্যোগ ও উদ্যম অবারিত হবার সুযোগ মিলবে এবং এগিয়ে যাওয়া যাবে নতুন জীবন নির্মাণে।

লেনিন তখনো ছিলেন ফিনল্যাণ্ডে, গুপ্ত অবস্থায়। দেশের অবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। মার্কসবাদের গভীর জ্ঞানে, ব্যবহারিক সংগ্রামে তা প্রয়োগের অসাধারণ দক্ষতায় লেনিন ঘটনাবলীর মূল তাৎপর্য দ্রুত ধরতে পারেন, এবং পার্টির ক্রিয়াকলাপের সঠিক পথ, তার রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করে দেন।

বিপ্লবের দ্রুত বৃদ্ধি দেখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে লেনিন শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব কৃষকদের ক্ষমতা দখলের জন্য ব্যবহারিক প্রস্তুতির কর্তব্য, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য তৈরি হবার কর্তব্য হাজির করলেন চূড়ান্ত জোর দিয়ে। বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রগুলির সোভিয়েতসমূহ বলশেভিকী হয়ে ওঠায় লেনিনের নির্দেশে পার্টি পুনরায় ধ্বনি দিল 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!', এখন তার অর্থ দাঁড়াল বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান। এই ধ্বনির সমর্থন করল দেশের ২৫০টিরও বেশি সোভিয়েত।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, লেনিন তখনো ফিনল্যাণ্ডে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেত্রগ্রাদ ও মস্কো কমিটির নিকট পাঠান দুটি ঐতিহাসিক চিঠি: 'বলশেভিকদের উচিত ক্ষমতা গ্রহণ করা' এবং 'মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান'। এগুলোতে অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যবহারিক প্রস্তুতির আবশ্যকতা প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। লেনিন লেখেন, 'উভয় রাজধানীর সোভিয়েতে সংখ্যাধিক্য পাওয়ার পর... বলশেভিকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারে এবং তা করা **উচিত**।'

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা লেনিন সযত্নে ভেবে সংরচন করে তোলেন। তাতে তিনি যেমন বিপ্লবের শক্তি তেমনি প্রতিবিপ্লবী শক্তি ও সে সময়কার দেশের সমস্ত পরিস্থিতির হিসেব নিয়েছিলেন। লেনিন প্রস্তাব করলেন, অবিলম্বে অভ্যুত্থানী বাহিনীগুলির হেডকোয়ার্টার্স্ গঠন করা হোক, শক্তির বণ্টন করে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ইউনিটগুলিকে রাখা হোক জরুরী কেন্দ্রগুলিতে: সরকারী ভবনগুলি পরিবেষ্টন করে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কেন্দ্র দখল করতে হবে। শক্তিশালী সংগ্রামী বাহিনী গঠন করার সুপারিশ করেন লেনিন, যারা পেত্রগ্রাদ অভিমুখে প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর পথ রোধ ও নগরের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম। লেনিন দেখালেন যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিজয়ের সমস্ত শর্ত

পেকে উঠেছে। তিনি দাবি করলেন, কমিউনিস্টদের পাঠাতে হবে কলকারখানায়, ব্যারাকে, যেখানেই জনগণ থাকে, খাটে। তিনি লিখেছিলেন, 'সেখানেই জীবনের স্নায়ুমুখ, সেখানেই বিপ্লবকে বাঁচাবার উৎস।'

পরিচালনার নির্দেশ হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের চিঠিগুলিকে পাঠিয়ে দিল এলাকায় এলাকায়। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য পার্টি সদলবলে কাজে নামে। বড়ো বড়ো সমস্ত পার্টি সংগঠনের উপর অর্পিত হল সুনির্দিষ্ট সব কর্তব্য। লালরক্ষীদের নতুন নতুন বাহিনী গড়ে উঠল, জোরদার করা হল তাদের। সামরিক শিক্ষক তালিমের পাঠমালা গঠিত হল পেত্রগ্রাদে। বল্টিক নৌবহরের বলশেভিকরা নৌবিদ্রোহের জন্য তৈরি হতে লাগল। ফ্রন্টের বলশেভিক অনুগামী সমর সংগঠনগুলি শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য ফৌজের সংগ্রামী বাহিনী গড়ে তুলল।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি লেনিন হেলসিংফোর্স থেকে ভিবর্গে এলেন পেত্রগ্রাদের কাছাকাছি থাকার জন্য। 'রাবোচি পুৎ' (শ্রমিক পথ) নামক বলশেভিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর নানা প্রবন্ধ, তাতে ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রামের নিখুঁত প্রস্তুতির সংগ্রামী আহ্বান জানানো হয়, কেননা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় এসে

গিয়েছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ লেখেন, ‘সংকট পেকে উঠেছে। রুশ বিপ্লবের সমস্ত ভবিষ্যৎ বাজি ধরা হয়েছে।’ তিনি বললেন যে অনুকূল মুহূর্ত ছেড়ে দেওয়ার অর্থ সমস্ত ব্যাপারটাই পণ্ড করা। কেন্দ্রীয় কমিটি, মস্কো ও পেত্রগ্রাদ কমিটি, এবং পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েতের বলশেভিক সদস্যদের নিকট তাঁর ১লা অক্টোবরের পত্রে লেনিন বলেন যে অভ্যুত্থানের ব্যাপারে বিলম্ব করা চলে না, ‘**এই মুহূর্তেই অভ্যুত্থানে এগুনো** দরকার।’

৭ই অক্টোবর লেনিন গোপনে ভিবর্গ থেকে পেত্রগ্রাদে আসেন অভ্যুত্থান প্রস্তুতির ব্যাপারে সরাসরি নেতৃত্ব নেবার জন্য। সেই দিনই তিনি চিঠি পাঠান বলশেভিকদের নগর সম্মেলনে। ৮ই অক্টোবর উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েত কংগ্রেসের অংশীদের নিকট পত্রে তিনি এর ওপর জোর দেন যে চূড়ান্ত কর্মের মুহূর্ত এসে গেছে, ‘বিলম্ব মৃত্যু তুল্য’। বলশেভিক পার্টির ক্ষমতায় এবং জনগণকে সঙ্গে টানার সামর্থ্যে লেনিনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জানতেন, রাশিয়ায় বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী উদ্যমের কী অফুরান উৎস নিহিত আছে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে বিজয় হবে, এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

১০ই অক্টোবর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্ন আলোচিত হয় কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে। ভ্লাদিমির ইলিচ

রিপোর্ট পেশ করে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি দেখান যে প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকের ক্ষমতা দখলের মুহূর্ত পেকে উঠেছে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠনের ঐতিহাসিক লেনিনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। কেবল কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ কাপুরুষের মতো আচরণ করেন ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। পার্টি লেনিনের পথ নিল, তার সমস্ত ব্যবহারিক কাজের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করল লেনিনের সিদ্ধান্ত। অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য এই অধিবেশনে পলিট ব্যুরো (রাজনৈতিক ব্যুরো) নির্বাচিত হয়, তার নেতা থাকেন লেনিন।

শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধি সহ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে ১৬ই অক্টোবর লেনিন ফের রিপোর্ট দেন। অবিলম্বে অভ্যুত্থান শুরুর জন্য উনি দৃঢ়ভাবে দাবি করেন। উপস্থিতদের অধিকাংশই লেনিনকে সমর্থন করেন। অধিবেশনের শেষাশেষি অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হয় সামরিক-বিপ্লবী কেন্দ্র; এতে ছিলেন আ. স. বুবনভ, ফ. এ. জের্জিনস্কি, ইয়া. ম. স্ভের্দলভ, ই. ভ. স্তালিন এবং ম. স. উরিৎস্কি।

অভ্যুত্থান মুলতুবী রাখার সমস্ত যুক্তি দৃঢ় সংকল্পে ছিন্ন করেন লেনিন। তিনি দেখালেন, বিপ্লবী শক্তি

চূর্ণ করার জন্য বুর্জোয়ারা সেটা কাজে লাগাবে। গুপ্তভাবে লেনিন পার্টি কর্মী ও সামরিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন এবং যাচাই করতেন, কীভাবে আসন্ন লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলছে। অভ্যুত্থান সংগঠনের টেকনিকাল ও সামরিক দিকটাও তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। ন. ক. ক্রুপস্কায়া তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, অভ্যুত্থানের চিন্তা নিয়েই দিন কাটত লেনিনের, 'কেবল এই নিয়েই তিনি ভাবতেন, নিজের উদ্দীপনা ও প্রত্যয়ে সংক্রামিত করে তুলতেন কমরেডদের।' অভ্যুত্থানের সত্যকার উদ্দীপক ও সংগঠক ছিলেন তিনি।

লেনিন ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় অভ্যুত্থানের পরিকল্পিত প্রস্তুতি চলল দেশের সর্বাঞ্চলে। প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ নিয়ে এলাকায় এলাকায় পেঁছিল কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি ও নির্দেশনামা। পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় এই সময় বলশেভিকদের যে সম্মেলন হয়, তাতে ভোট পড়ে লেনিনের প্রস্তাবের পক্ষেই। অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ৩০টির বেশি প্রদেশ, গুবের্নিয়া ও আঞ্চলিক সম্মেলনে। সোভিয়েত রাজের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামে প্রস্তুত হচ্ছিল পার্টি। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে পার্টি সংগঠনগুলিকে সাহায্যের জন্য এলাকায় এলাকায় প্রেরিত হল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি। লৌহ কঠোর

উদ্যম ও অটুট প্রত্যয়ে লেনিন পার্টি বাহিনীগুলিকে সংহত করে তুললেন, তাদের প্রস্তুত করলেন যুদ্ধের জন্য। অবিরাম জনগণের গভীরে থাকায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যকে একটি একক বিপ্লবী ফৌজে সংহত করতে পার্টি সক্ষম হল।

পার্টির কাছে পরাস্ত হয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ অশ্রুতপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতার পথ নেন। 'নভায়া জিজ্‌ন্' (নবজীবন) নামক মেনশেভিক কাগজে তাঁরা এক বিবৃতি ছাপান যে তাঁরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে একমত নন, এতে করে তাঁরা পার্টির গোপন সিদ্ধান্ত ফাঁস করেন শত্রুর কাছে। সাময়িক সরকারও সশস্ত্র অভ্যুত্থান বানচাল করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা নিল।

সরোষে ও সঘৃণায় লেনিন বিশ্বাসঘাতকদের ধিক্কৃত করেন। তাদের কঠোর দণ্ড ও পার্টি থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলেন তিনি। তিনি লিখেছিলেন, 'ভূতপূর্ব এই কমরেডদের সঙ্গে আমার আগেকার ঘনিষ্ঠতার টানে যদি আমি তাঁদের নিন্দায় দ্বিধা করতাম, সেটা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয় হত বলে আমি মনে করি। সোজাসুজি বলছি, এঁদের দুজনকে আমি আর কমরেড বলে ভাবি না, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কংগ্রেসের কাছে আমার সর্বশক্তি নিয়ে পার্টি থেকে তাঁদের বহিষ্কারের জন্য লড়ব।' কেন্দ্রীয় কমিটি কামেনেভ ও

জিনোভিয়েভকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে নি, তবে পার্টির নামে তাঁদের কথা বলা নিষিদ্ধ করে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সশস্ত্র অভ্যুত্থান সিদ্ধান্তের খোলাখুলি বিরুদ্ধতা না করলেও ত্রৎস্কি দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস পর্যন্ত তা মুলতুবী রাখার জেদ ধরেন, এতেও আসলে অভ্যুত্থান পণ্ড হত। লেনিন এ মতের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি লেখেন, 'সোভিয়েত কংগ্রেস পর্যন্ত 'অপেক্ষা করাটা' **পুরোপুরি হাঁদামি** অথবা **পুরোপুরি বেইমানি।'**

দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস বসার তারিখ ছিল ২৫শে অক্টোবর, ভ্লাদিমির ইলিচ একরোখা দাবি তোলেন যে তার আগেই অভ্যুত্থান শুরু করতে হবে, প্রতিবিপ্লবী শক্তির আগেই কাজ হাসিল করতে হবে, কেননা ঐ দিনই বিপ্লবের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রতিবিপ্লবী শক্তি। ন. ই. পদভইস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'অভ্যুত্থান শুরুর জন্য তাড়া দিচ্ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ, সবচেয়ে তৎপর ও চূড়ান্ত আঘাত হানা এবং শহরের সমস্ত চাবিকাঠি অবস্থানগুলি দ্রুত দখল করার একরোখা দাবি করছিলেন।' লেনিনের প্রস্তাব মতো অভ্যুত্থান শুরু হল ২৪শে অক্টোবর। ভোর সকালে সাময়িক সরকার যখন পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'রাবোচি পুৎ' বন্ধ করার চেষ্টা করে, তখন সামরিক-বিপ্লবী কেন্দ্রের নির্দেশে লালরক্ষী ও সৈন্যেরা

পত্রিকা ভবনটি রক্ষা করে এবং অভ্যুত্থানের হেডকোয়ার্টার্‌স্‌ স্মোলনি ইনস্টিটিউট রক্ষার ব্যবস্থা নেয়।

নেভা নদীর সাঁকোগুলো খুলে ফেলে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী শক্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করার মতলব করছে সরকার, এই খবর পেয়ে লেনিন ঠিক করেন, স্মোলনিতে আসবেন। ২৪শে অক্টোবর গভীর রাতে, পেত্রগ্রাদের ফাঁকা রাস্তাগুলোয় যখন কসাক* ও ইউঙ্কার বাহিনীগুলো টহল দিয়ে ফিরছিল, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লেনিন স্মোলনি আসেন এবং অভ্যুত্থান পরিচালনায় সরাসরি নেতৃত্ব নেন। ন. ক. ক্রুপস্কায়া লিখেছেন: 'আলোয় জ্বলজ্বল করছিল স্মোলনি, টগবগ করছিল সবকিছু। চতুর্দিক থেকে লালরক্ষী, কারখানা প্রতিনিধি আর সৈন্যরা আসছিল নির্দেশ নেবার জন্য।' কলকারখানায়, জেলা কমিটিগুলিতে এবং ফৌজের ইউনিটগুলিতে পাঠানো হল আক্রমণের আদেশ। নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলি দখল করতে শুরু করল লালরক্ষীরা। শহরের প্রবেশমুখগুলোর পাহারায় রইল বলটিক বাহিনীর নাবিকেরা ও বিপ্লবী ইউনিটগুলো। লালরক্ষীরা রক্ষা করতে লাগল কলকারখানা।

---

* কসাক — জার রাশিয়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী সামরিক সম্প্রদায়, বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্র তাদের কাজে লাগায়। — সম্পাঃ

অভ্যুত্থান কাজে পরিণত করা হল একেবারে নিখুঁতভাবে, যুদ্ধকলার সমস্ত নিয়ম মেনে, পুরোপুরি লেনিনের নির্দেশ অনুসারে। এ অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য ছিল উচ্চ মাত্রার সংগঠনশীলতা, কঠোর শৃঙ্খলা এবং সংগ্রামী বাহিনীগুলির কর্মের সমন্বয়। সারা রাত ধরে সেদিন স্মোলনিতে লেনিনের কাছে অভ্যুত্থানের অগ্রগতির রিপোর্ট এসে পৌঁছচ্ছিল। আর স্মোলনি থেকে এলাকায় এলাকায় নির্দেশ যাচ্ছিল লেনিনের।

২৫শে অক্টোবরের (৭ই নভেম্বর) সকাল নাগাদ অভ্যুত্থানী শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের দখলে যায় টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেডিও স্টেশন, নেভার ওপরের সব সেতু, রেল স্টেশন এবং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠান।

অভ্যুত্থানের পরিচালনার মধ্য দিয়ে জননায়ক হিসাবে, বিজ্ঞ ও নির্ভীক পরিচালক হিসাবে পরিষ্কার ফুটে ওঠে লেনিনের প্রতিভা, যিনি সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন কীভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে বিপ্লব। অভ্যুত্থানের জনৈক অংশী বলেছেন, 'মহা ওলট-পালটের এই দিনগুলিতে লেনিন ছিলেন অতি জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল, কী একটা আলোয় যেন তাঁর সমস্ত ভেতরটা উদ্ভাসিত, অটল, স্থিরপ্রত্যয় ও সুদৃঢ়।' লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব, শ্রমিক, লালরক্ষী, সৈন্য ও

নাবিকদের আত্মোৎসর্গী সংগ্রাম ও বীরত্বের ফলে নিশ্চিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের এক মহা ঘটনার সাফল্য — জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতা ধ্বংস।

২৫শে অক্টোবর সকাল ১০টায় শ্রমিক ও সৈনিকদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অধীনস্থ সামরিক-বিপ্লবী কমিটি প্রকাশ করল লেনিনের লেখা বিবৃতি 'রাশিয়ার নাগরিকদের প্রতি'। এতে ঘোষিত হল যে সাময়িক সরকারের পতন হয়েছে, ক্ষমতা গেছে সোভিয়েতের হাতে, যে আদর্শের জন্য জনগণ লড়ছিল তা নিশ্চিত হয়েছে। বেলা ১১টায় শুরু হল পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ঐতিহাসিক অধিবেশন, সভাকক্ষে ভ্লাদিমির ইলিচ আসা মাত্র অংশগ্রহণকারীরা তাঁকে তুমুল উল্লাসে অভিনন্দিত করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়, এবং সোভিয়েত রাজের কর্তব্য নিয়ে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দেন তিনি, এবং এই প্রত্যয় জানান যে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের জয় হবে। তিনি বলেন, 'এখন থেকে রাশিয়ার ইতিহাসে এক নব পর্যায় শুরু হল এবং এই তৃতীয় রুশ বিপ্লবের পরিণাম ফল হওয়া চাই সমাজতন্ত্রের বিজয়।'

২৫শে অক্টোবরের রাত্রে অবিলম্বে শীত প্রাসাদ দখলের নির্দেশ দেন লেনিন, এইখানেই ছিল সাময়িক সরকারের মন্ত্রীরা। শীত প্রাসাদ আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি দেয় 'অরোরা' যুদ্ধ জাহাজের ঐতিহাসিক

তোপ। বিপ্লবী বাহিনীগুলি ঝঞ্চাক্রমণে দখল করল শীত প্রাসাদ। বুর্জোয়া সরকারের শেষ ঘাঁটিটারও পতন হল।

এইভাবে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি এক মহান বিজয়ে চালিত করল রুশ জনগণকে। অক্টোবরের বিজয় হল লেনিনবাদের বিজয়, বহু বছর ধরে বলশেভিক লেনিনবাদীরা যে একরোখা ও পুঙখানুপুঙখ কাজ, যে বীরোচিত ক্লান্তিহীন সংগ্রাম চালিয়েছিল তার পরিণাম। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা বিশ্বের জনগণকে দেখিয়ে দিল, বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টির পরিচালনায় থাকলে শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব কৃষকেরা কী অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারে।

এটা ছিল খাঁটি গণবিপ্লব। আমাদের দেশে চিরকালের মতো বুর্জোয়া ব্যবস্থা বিলুপ্ত হল এতে, মানব ইতিহাসে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, স্থাপিত হল শ্রমিক কৃষকের রাষ্ট্র। অক্টোবর বিপ্লব শুধু একটা রাজনৈতিক ক্ষমতার বদল নয়। রাশিয়ায় জনগণের জীবনে এক গভীর সামাজিক-অর্থনৈতিক আবর্তন সূচিত করল তা, দেশের বৈপ্লবিক পুনর্নির্মাণ — নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের সূত্রপাত হল।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় থেকে

খুলে গেল মানব ইতিহাসের এক নতুন পাতা — সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয়ের যুগ।

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) সন্ধ্যায় স্মোলনিতে শুরু হল দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। এতে দেশের নানা অঞ্চল থেকে এসেছিল ৬৫০ জন প্রতিনিধি, তার মধ্যে প্রায় ৪০০ জনই বলশেভিক। সসমারোহে কংগ্রেস ঘোষণা করল যে সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতে ন্যস্ত হয়েছে। এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা এটি।

২৬শে অক্টোবর কংগ্রেসে লেনিনের বক্তৃতা সোল্লাসে অভিনন্দিত করে প্রতিনিধিরা। কংগ্রেসের প্রতিনিধি আ. আ. আন্দ্রেয়েভ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'লেনিন যেই মঞ্চে এলেন, অমনি সমস্ত সভাকক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যায় লেনিনের দিকে। অবিরাম করতালি ও 'লেনিন জিন্দাবাদ!' ধ্বনির দরুন তিনি বহুক্ষণ বক্তৃতা শুরু করতে পারেন নি।' কক্ষে শুধু প্রতিনিধিরাই ছিলেন না, স্মোলনিতে সে সময় শ্রমিক, সৈনিক, নাবিক যত ছিল তারা একেবারে টায়ে টায়ে ভরে তোলে জায়গাটা। জানলায়, থামের কার্নিসে, চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চস্থ লেনিনকে দেখবার চেষ্টা করে। টুপি ছোড়াছুড়ি করে তারা, বন্দুক নাচায়। এইভাবে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই শোনে লেনিনের শান্তি রিপোর্ট, যাতে প্রলেতারীয় বিপ্লবের অধিনায়ক প্রস্তাব করলেন, অবিলম্বে ফ্রন্টে যুদ্ধ বিরতির জন্য সমস্ত যুধ্যমান দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে ঘোষণা প্রেরিত হোক।

লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেসে গৃহীত হল শান্তির ডিক্রি, কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষককে এই তীব্র প্রশ্নটা বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। সোভিয়েত রাজের শান্তিকামী বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এই হল প্রথম কাজ, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার রাজ্যগ্রাসী নীতির যা আমূল বিরোধী। নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি প্রথম দিন থেকেই শান্তি এবং জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্বের আদর্শে নিযুক্ত রইল। শান্তির ডিক্রিতে যুদ্ধকে মানবজাতির প্রতি সর্বোচ্চ অপরাধ বলে অভিযুক্ত করা হল।

শান্তি ডিক্রির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিপুল।

পরে লেনিন ভূমি বিষয়ে রিপোর্ট দেন এবং ডিক্রির খসড়া পড়ে শোনান। এ খসড়াটি তিনি লিখেছিলেন ভ. দ. বঞ্চ-ব্রুয়েভিচের ফ্ল্যাটে। এ নিয়ে বঞ্চ-ব্রুয়েভিচের স্মৃতিকথায় একটি অতি মূল্যবান সাক্ষ্য আছে। দুদিন লেনিন ঘুমোন নি, অভ্যুত্থান পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু শীত প্রাসাদ দখল হল, গ্রেপ্তার হল সাময়িক সরকারের মন্ত্রীরা, শুরু

হল সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেস। স্মোলনি ছেড়ে খানিকটা ঘুম ও বিশ্রামের জন্য লেনিন এলেন বঞ্চ-ব্রুয়েভিচের ফ্ল্যাটে। কিন্তু ঘুম আর আসে না লেনিনের। পরের দিন কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতে হবে তাঁকে, হঠাৎ রাতে, কারো যাতে ঘুম না ভাঙে তাই পা টিপে টিপে লেনিন লেখার টেবিলটার কাছে গিয়ে ভূমির ডিক্রি লিখতে বসলেন। কলম চলল তর তর করে। সবই আগে থেকে ভেবে ঠিক করা আছে। পেত্রগ্রাদের ওপর যখন ভোরের আলো ফুটল, তখন শেষ হল লেনিনের ঐতিহাসিক ডিক্রির খসড়া।

ভূমির ডিক্রিতে চিরকালের মতো বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমিতে জমিদারি মালিকানার উচ্ছেদ হল এবং জমি তুলে দেওয়া হল জাতির মালিকানায়। ১৫ কোটি হেক্টারেরও বেশি জমি গেল চাষীদের হাতে। বহু শতক ধরে তারা যার স্বপ্ন দেখেছে, যার জন্য লড়েছে তা বাস্তব হল। লেনিনের ডিক্রিতে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বদলে স্থাপিত হল সর্বজাতীয় রাষ্ট্রীয় মালিকানা, পরে এতে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে কৃষির পুনর্গঠন সহজ হয়। কংগ্রেস প্রতিনিধিদের তুমুল করতালিতে গৃহীত হয় ভূমির ডিক্রি। ত্ভের গুবের্নিয়ার একজন কৃষক লেনিনকে গরিব কৃষকদের সবচেয়ে অটল রক্ষক হিসাবে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানালেন।

দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে নির্বাচিত হল শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এবং গঠিত হল সরকার — জনকমিশার পরিষদ। জনকমিশার পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন লেনিন। দেশের শাসনভার লোকে অর্পণ করল বলশেভিকদের উপর, যারা বরাবর সুসঙ্গতভাবে, আত্মত্যাগ করে লড়েছে তাদের স্বার্থের জন্য। জনগণের নির্বাচিত সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা গড়লেন বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-কৃষক সরকার, যার নেতা হলেন লেনিন।

বিপ্লবের প্রস্তুতি ও সংগঠনের পর্বে লেনিন গোটা বিশ্বের সামনে প্রতিভাত হলেন মার্কসবাদের মহান তাত্ত্বিক, কমিউনিস্ট পার্টির প্রাজ্ঞ অধিনায়ক এবং বিপ্লবের মহা গুরু রূপে।

রাষ্ট্র চালনার কাজে এসে বলশেভিক পার্টি পালন করল জনগণের নিকট প্রদত্ত তার প্রতিশ্রুতি: শান্তি ঘোষণা করল, জনগণকে দিল মুক্তি ও জমি। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর শাসনের সংরক্ষণ ও শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন ছিল। অক্টোবর বিজয়ের প্রথম দিন থেকেই লেনিনের সমস্ত ভাবনা, সমস্ত কর্ম, সংকল্প ও শক্তি নিয়োজিত থেকেছে অর্জিত সুকৃতির রক্ষা ও সংবর্ধনের জন্য।

শ্রমিক ও কৃষকদের নতুন জীবনের নির্মাণ শুরু হল অতি জটিল ও দুঃসহ পরিস্থিতিতে। সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের জয় হল একক একটি দেশে, তাও আবার অর্থনৈতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ, অধিবাসীদের অধিকাংশই যেখানে ক্ষুদে কৃষক। যুদ্ধ চলতেই থাকল, তাতে ছারখার হল দেশ, জাতীয় অর্থনীতির ভয়ানক ভাঙন চলল। সোভিয়েত রাজের অসংখ্য শত্রু চক্রান্ত ও বিদ্রোহ শুরু করল তার বিরুদ্ধে, অন্তর্ঘাত ও প্ররোচনা সংগঠিত করল, ছড়াতে লাগল মিথ্যা, অপবাদ ও কুৎসা।

অবস্থা আরো জটিল হল এই জন্য যে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, রিকভ ও তাঁদের অনুগামীরাও পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। নানা ধরনের পার্টি নিয়ে সরকার গঠনের যে দাবি তুলেছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, সেটা এঁরা সমর্থন করলেন। লেনিন এঁদের কাজকে অভূতপূর্ব রকমের পার্টি শৃঙ্খলাভঙ্গ বলে অভিহিত করেন। তখন এঁরা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে এবং রিকভ, জিনোভিয়েভ ও নগিন সরকার থেকে পদত্যাগ করার বিবৃতি দেন। 'পার্টির সমস্ত সভ্য এবং রাশিয়ার সমস্ত শ্রেণীর প্রতি' কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদনে লেনিন তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণকে ধিক্কার দেন ও তাঁদের বলেন বিপ্লবের স্ট্রাইকব্রেকার (ধর্মঘট ভাঙা দালাল)। অবিলম্বেই আত্মসমর্পণকারীদের স্থান নেয় শ্রমিক শ্রেণীর ব্রতের প্রতি নিষ্ঠাবান লোকেরা।

আবশ্যক হল শত্রুদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা, শহরগুলির জন্য খাদ্য জোগানো, কলকারখানার সুব্যবস্থা করা, নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

লেনিন কর্তব্য রাখলেন, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সক্রিয় কাজে টেনে আনতে হবে শ্রমিক কৃষকদের ব্যাপক জনকে। তিনি বললেন, রাষ্ট্র শাসনের কাজটা নাকি শুধু ধনীদের অথবা ধনী শ্রেণী থেকে আগত রাজপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব এই মিথ্যে রটনাটার সমাপ্তি করতে হবে।

কোনো একটি জনকমিশারিয়েতে কাজের জন্য নিযুক্ত শ্রমিকেরা একদিন ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে আসে। তাদের হাতে ভালো রকম কাজ চলছে না এই যুক্তিতে তারা নিজেদের কারখানায় ফিরে যাবার অনুমতি চায়। লেনিন মন দিয়ে সব শুনে বললেন:

'আমিও তো কোনোদিন রাষ্ট্র চালাই নি, কিন্তু পার্টি ও জনগণ আমায় এই কাজের ভার দিয়েছে, তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা আমায় রাখতেই হবে। আপনাদেরও ঠিক তাই করতে বলি।'

১৯১৭ সালের নভেম্বরে লেনিন লিখলেন 'জনগণের প্রতি' আবেদন। এতে তিনি সোভিয়েতগুলির চারপাশে জড়ো হবার, নির্ভয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ হাতে নেবার আহ্বান জানান। জনসভা সম্মেলনগুলিতে তিনি জনগণকে নতুন জীবন

নির্মাণের জন্য অবিরাম ডাক দিয়েছেন। লেনিন বলতেন, 'ওপর থেকে হুকুম করে সমাজতন্ত্র গড়া যায় না।' সমাজতন্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে জনগণের সজীব সৃজনোদ্যোগকে লেনিন মনে করতেন সবচেয়ে জরুরী, সর্বপ্রধান।

সোভিয়েত সরকারের স্থান হল স্মোলনিতে। দিনরাত অবিশ্রান্ত কাজ চলত এখানে। এখান থেকেই পাঠানো হত নির্দেশ ও সার্কুলার, দেশের সর্ব প্রান্ত থেকে লোক আসত এখানে। এই বিপুল কাজের কেন্দ্রমণি ছিলেন লেনিন। শ্রমিক, সৈনিক, নাবিক ও কৃষকেরা আসত তাঁর কাছে। একেবারে গহনতম সব পল্লী থেকে, 'মীর' বা গ্রামগোষ্ঠী থেকে তোলা চাঁদা খরচ করে চাষীরা আসত লেনিনকে দেখতে, নিজেদের সরকারের কর্তার সঙ্গে কথা বলতে। সবাইকেই গ্রহণ করতেন ভ্লাদিমির ইলিচ, মন দিয়ে শুনতেন, সমস্যার দ্রুত সমাধান করতেন, শ্রমিক ও কৃষকদের যেমন শেখাতেন, তেমনি নিজেও তাদের কাছ থেকে শিখতেন। নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সর্বদিকেই ছিল লেনিনের নেতৃত্ব, কিছুই তাঁর নজর এড়াত না, পার্টি ও রাষ্ট্রের রাজনীতির সমস্ত মূল প্রশ্নই তিনি নিষ্পত্তি করে যান।

অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের কতকগুলি মূলগত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটল। উৎপাদন

ও বণ্টনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের লেনিনীয় খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয় সোভিয়েত সরকারের প্রথম দিনগুলিতেই। কলকারখানার সমস্ত ব্যাপারে তদন্ত করার অধিকার পেল শ্রমিক কর্মচারীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, কাজ বন্ধ হতে দিত না তারা। নিজেদের হাতে উৎপাদনের পরিচালনা গ্রহণের দিকে প্রথম পদক্ষেপ করল শ্রমিক শ্রেণী।

গৃহীত হল পুরনো ফৌজ ভেঙে দেবার ডিক্রি, অধিবাসীদের সামাজিক সম্প্রদায় ভেদ ও সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির বিশেষাধিকার লোপের ডিক্রি। রেলপথ, পরিবহন, বাণিজ্য নৌবহর ও ব্যাংক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হল, সমস্ত বহির্বাণিজ্য গৃহীত হল রাষ্ট্রের হাতে। অচিরেই বড়ো বড়ো পুঁজিপতিদের কলকারখানাও কেড়ে নেওয়া হল। এগুলিও হল জনগণের সম্পত্তি। এইসব ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীর, বৈপ্লবিক মর্মবস্তু প্রকাশ পেল সুস্পষ্ট রূপে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা, জনকমিশারিয়েতগুলি গড়ে ওঠে সরাসরি লেনিনের পরিচালনায়। তাঁর প্রস্তাবে গঠিত হয়: জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য প্রথম প্রলেতারীয় সংস্থা — জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ; জাতিসত্তার ব্যাপারে জনকমিশারিয়েত,

প্রতিবিপ্লব ও অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সারা রুশ জরুরী কমিশন। 'মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকারের ঘোষণা'টিও লেনিন রচনা করেন, প্রথম সোভিয়েত সংবিধানের এইটেই হল বনিয়াদ। এতে রাশিয়াকে ঘোষণা করা হল শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধির সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, ঘোষিত হয় রাশিয়ার সমস্ত জাতির পরিপূর্ণ সমাধিকার। সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে অবিনাশী বন্ধুত্বের পাকা বনিয়াদ গেঁথে দেয় এই ঘোষণা।

পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের এই সমস্ত ব্যবস্থার বিপুল প্রভাব পড়ে মেহনতীদের উপর। সোভিয়েত রাজ ক্রমেই বেশি করে জয় করতে লাগল ব্যাপক জনগণকে।

কিন্তু দেশের অবস্থা ছিল অতি সংকটজনক। সবার আগে দরকার যুদ্ধ শেষ করা। ক্লেশ জর্জরিত সৈন্যেরা ঘরে ফেরার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েত সরকারের বারবার আবেদন সত্ত্বেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া সরকারেরা জার্মানির সঙ্গে শান্তির কথাবার্তা চালাতে অস্বীকার করল। লেনিন মনে করেন, এই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াই আলাদাভাবে জার্মানির সঙ্গে শান্তি সম্পাদন করতে সোভিয়েত সরকার বাধ্য। অন্য কোনো উপায় ছিল না। জার্মান

সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তির আলাপে রাজী হল বটে, কিন্তু লুঠেরা সব শর্ত হাজির করল। সোভিয়েত ভূমির একটা বৃহৎ অংশ দাবি করল তারা।

পার্টি ও সরকারের সামনে প্রশ্ন এল: কী করা যাবে — শান্তির কঠোর শর্ত মানবে নাকি যুদ্ধ চালিয়ে যাবে? লেনিন প্রস্তাব করলেন শান্তিচুক্তি সই করা হোক। দেশটা ছিল ক্লেশজর্জর, হৃতবল, যুদ্ধ চললে সোভিয়েত রাজই ধ্বংস পেতে পারত। লেনিন বোঝালেন, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হবে, অবশ্য অবশ্যই যুদ্ধ শেষ করে সোভিয়েত রাজের শক্তিবৃদ্ধি ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের সুকৃতি রক্ষার জন্য অন্তত স্বল্প সময়ের একটা অবকাশ পাওয়া দরকার। তিনি বললেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে শ্রমিক কৃষকদের বিশ্রাম দিতে হবে, জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন শুরু করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে নতুন শ্রমিক-কৃষক ফৌজ, যা বিপ্লবের সুকৃতি রক্ষা করতে সমর্থ।

জার্মানির সঙ্গে চুক্তি নিষ্পন্নের বিরোধিতা করে উৎখাত বুর্জোয়াদের অবশিষ্টরা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা, ত্রৎস্কি এবং তথাকথিত 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' — বুখারিন, বুবনভ, লমভ, অসিনস্কি প্রভৃতিরা। 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' শান্তির আলাপ বন্ধের দাবি তুলল,

জার্মানির বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী যুদ্ধের' হাঁক দিল তারা, যদিও তার শক্তি ছিল না। এইভাবে লেনিনীয় লাইনের বিরোধিতা করল বুর্জোয়ারা, পেটি বুর্জোয়া পার্টিরা, অদৃঢ় বলশেভিকদের একাংশ।

পার্টির ভেতরকার অবস্থা হয়ে উঠল অতি সঙ্গীন। ভয়ানক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় লেনিনকে। 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' ও ত্রৎস্কির বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি প্রবন্ধ ছাপান, 'বিপ্লবী বুলিকে' বিদ্রূপ করেন ও তার স্বরূপ দেখান। 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' যখন এতদূর পর্যন্ত গেল যে বলল, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েত রাজকে বলি দেওয়াও চলে, তখন লেনিন তাদের উক্তিকে বলেন 'হঠকারী' এবং তাদের আচরণকে বলেন 'অদ্ভুত ও বিকট'। তিনি এইটেয় জোর দেন যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের রক্ষণ ও শক্তিবৃদ্ধিতেই মেহনতীদের বিশ্বমুক্তি আন্দোলনে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সহায়তা হবে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে শান্তির প্রশ্ন আলোচিত হয় একাধিক বার। বিতর্ক হয় খুবই তীব্র। প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যই লেনিনকে সমর্থন করেন নি। জার্মানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর জন্য সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন ত্রৎস্কি। লেনিন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের

নির্দেশ তিনি অমান্য করেন এবং জার্মানদের প্রস্তাবিত শর্তে সই না করে শান্তির আলাপ-আলোচনা ভেঙে দেন। ত্রৎস্কি ও 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' আচরণে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদেরই সুবিধা করে দেওয়া হয়। এর সুযোগ নিয়ে জার্মান ফৌজ ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনরাক্রমণ শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদীরা চাইল, সোভিয়েত রাজের টুঁটি চেপে রাশিয়াকে উপনিবেশে পরিণত করবে।

সোভিয়েত দেশের ভয়ংকর বিপদ দেখা দিল। লেনিন ও কমিউনিস্ট পার্টি দ্রুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সংগঠন চালালেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি লেনিন জনকমিশার পরিষদের পক্ষ থেকে জনগণের নিকট জ্বালাময় আহ্বান জানালেন, 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপন্ন!'

এ দলিলে বলা হয়, 'বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির দঙ্গলদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে নিঃস্বার্থে রক্ষা করা শ্রমিক ও কৃষকদের পবিত্র কর্তব্য।' প্রতিরক্ষার কাজে সমস্ত শক্তি ও সঙ্গতি নিয়োগের প্রস্তাব করলেন লেনিন। লেনিনের আহ্বানে মেহনতী জনগণের মধ্যে একটা বিপুল বিপ্লবী সাড়া জাগল। পেত্রগ্রাদ, মস্কো, ইয়েকাতেরিনবুর্গ ও অন্যান্য শহর আর গ্রামে শুরু হল শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকদের গণসভা। লেনিন, কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের আহ্বানে হাজার হাজার শ্রমিক, কৃষক সমাজতান্ত্রিক স্বদেশ

রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এল। সর্বত্র গড়ে উঠতে লাগল বিপ্লবী জনগণের নতুন ফৌজের বাহিনী, বীরের মতো তারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে, প্রত্যাঘাত দেয় তাদের, যেমন প্স্কভ ও নার্ভার উপকণ্ঠে।

এইসব ঘটনাবলীর স্মৃতিতে আমাদের দেশের লোক ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর উৎসব পালন করে।

শান্তি নিষ্পন্নের প্রশ্নটি এতই জরুরী ও তীব্র হয়ে উঠল যে পার্টি কংগ্রেস ডাকার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় কমিটি। তার জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু হল। 'প্রাভদা'য় প্রতিদিন ছাপা হত লেনিনের প্রবন্ধ, তাতে তিনি শান্তি সম্পাদনের আবশ্যিকতা প্রমাণ করতেন।

ভ্লাদিমির ইলিচের প্রবন্ধের নামগুলি দেখেই বোঝা যাবে, কার বিরুদ্ধে তা চালিত। যেমন, 'বিপ্লবী বুলি', 'চুলকানি', 'শান্তি না যুদ্ধ', 'দুর্ভাগা শান্তি', 'দুঃসহ, কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষা' ইত্যাদি। প্রবন্ধগুলি সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রাভদা' থেকে স্থানীয় পার্টি ও সোভিয়েত পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হত, সমস্ত পার্টি ও জনগণের গোচরে আসত।

১৯১৮ সালের ৬ই মার্চ পেত্রগ্রাদে শুরু হল পার্টির সপ্তম কংগ্রেস। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এইটেই প্রথম পার্টি কংগ্রেস। তার সমস্ত কাজ চালান লেনিন, বক্তৃতা দেন ১৮ বার।

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টে তিনি ব্রেস্ত সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের অকাট্য যুক্তি দেন।

অধিকাংশের ভোটে সপ্তম কংগ্রেস লেনিনের লাইন অনুমোদন করে । গৃহীত হয় 'যুদ্ধ ও শান্তি'র সিদ্ধান্ত। তাতে এইটেয় জোর দেওয়া হয় যে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার শান্তি অত্যাবশ্যক। সতর্কতা ও বৈপ্লবিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধির জন্য, সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি রক্ষায় লক্ষ লক্ষ জনগণকে উত্থিত করার মতো সংগঠন গড়ার জন্য পার্টি ও মেহনতীদের ডাক দেয় কংগ্রেস, কেননা সাম্রাজ্যবাদের নতুন আক্রমণ ছিল অনিবার্য। সমস্ত দেশে শ্রমিক বিপ্লবের বিজয়ে দৃপ্ত আস্থা প্রকাশ করে কংগ্রেস এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে সারা বিশ্বে ভ্রাতৃসুলভ প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত সমর্থন করবে।

লেনিনের রিপোর্ট অনুসারে পার্টির নব নামকরণের লেনিন লিখিত খসড়া সিদ্ধান্ত কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এখন থেকে তার নাম হল রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)। লেনিন বললেন, কমিউনিস্ট নামকরণে 'পরিষ্কার প্রকাশ পাচ্ছে যে আমরা পরিপূর্ণ কমিউনিজমের দিকে চলেছি।'

পার্টির নতুন কর্মসূচি প্রস্তুতির সিদ্ধান্তও কংগ্রেস নেয়। ১৯০৩ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রথম কর্মসূচিটি পূর্ণ হয়ে গেছে: উৎখাত হয়ে গেছে জার,

জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতা। দরকার নতুন কর্মসূচির, যাতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্তব্যাদি সুনির্দিষ্ট হবে। এ কর্মসূচি রচনার ভার কংগ্রেস লেনিনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিশনের ওপর অর্পণ করে।

যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার ফলে সোভিয়েত দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী কৃষকেরা পেল একটা শান্তির অবকাশ, যা সোভিয়েত রাজের সংহতি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আরো বিকাশের জন্য আবশ্যক ছিল। তার মহৎ কৃতিত্ব লেনিনের। তাঁর বিচক্ষণতা, নীতিনিষ্ঠা ও লৌহসংকল্পের ফলে একমাত্র সঠিক নীতিটাই কার্যকরী হল। ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মধ্যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে লেনিনীয় রণকৌশলের নমনীয়তা, সময় নেবার উদ্দেশ্যে, আসন্ন লড়াইয়ে জয়লাভের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে হটে আসতে পারার নৈপুণ্য।

১৯১৮ সালের ১১ই মার্চ সরকার উঠে এল মস্কোয়, মস্কো হয়ে উঠল সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজধানী। জনকমিশার পরিষদ ও সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি অধিষ্ঠিত হল ক্রেমলিনে। লেনিনও সেখানেই বাসা নিলেন।

দেশের সর্বোচ্চ সংস্থায় শান্তি সম্পাদনের অনুমোদন লাভ প্রয়োজন ছিল। তাই জরুরী চতুর্থ সারা রুশ

সোভিয়েত কংগ্রেস বসল মস্কোয় ১৪ই মার্চে, তাতে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও গৃহীত হল শান্তিচুক্তি অনুমোদনের লেনিন লিখিত সিদ্ধান্ত। সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা। যে করেই হোক জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তি বানচাল করার জন্য তারা মস্কোয় হত্যা করল জার্মান রাষ্ট্রদূত মিরবাখকে। অসাধারণ জটিল অবস্থায় পড়ল সোভিয়েত রাজ। কিন্তু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিদ্রোহ দমন এবং শান্তি নির্বিঘ্ন করতে সমর্থ হয় পার্টি ও সোভিয়েত সরকার। ব্রেস্ত চুক্তি সম্পাদনের পর বিশ্ব মুক্তি আন্দোলনের যে বিকাশ দেখা গেল, তাতে লেনিনের বিজ্ঞ হিসাব, তাঁর বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্দৃষ্টির জোরই প্রমাণিত হয়। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে জার্মানিতে বিপ্লব দেখা দিল এবং এই লুঠেরা চুক্তি অকেজো হয়ে গেল।

লেনিন, বলশেভিক পার্টি ও সরকার সোভিয়েত রাজকে জোরদার করার জন্য, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ অবারিত করে তোলার জন্য অবিলম্বে শান্তির অবকাশটি কাজে লাগাতে চাইলেন। কাজটা সহজ ছিল না।

জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতা চূর্ণ করার পর জনগণ যে কর্তব্যের সম্মুখীন হল, তা তখনো বিশ্বের কোনো দেশ সম্পাদন করে নি। তৈরি করা দরকার নতুন

রাষ্ট্রীয় যন্ত্র, অর্থনীতির সুব্যবস্থা প্রয়োজন, শিখতে হবে রাষ্ট্র পরিচালনা। কলকারখানা ও ভূমির মালিক হয়েছে শ্রমিক কৃষকেরা। কিন্তু সবার এ চেতনা ছিল না যে সামাজিক সম্পত্তিকে, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে রক্ষা করা ও বর্ধিত করা দরকার।

সমাজতন্ত্রের প্রেরণায় কীভাবে পুনঃশিক্ষিত করা যায় জনগণকে? নতুন ধরনে কাজ করতে তাদের শেখান যায় কী করে? এইসব প্রশ্নে আত্মনিয়োগ করলেন লেনিন। ব্যবহারিক কাজের চাপে আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকে রাশি রাশি জরুরী ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে হলেও লেনিন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাধারণ ধারা রচনা করেন, নির্দিষ্ট করেন সোভিয়েত আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রিক মূল নীতির ভিত্তি। ১৯১৮ সালের ২৯শে এপ্রিল তিনি সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য বিষয়ে রিপোর্ট করেন। তাঁর রিপোর্ট এবং একই বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর পুস্তিকায় লেনিন অক্টোবর বিপ্লবে বিজয়ের কারণ উদ্ঘাটিত করে দেখান, রাশিয়ার অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কর্তব্য হাজির করেন, নতুন সমাজের পথের বাধা কী তা বলেন এবং উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা শেখার জন্য ডাক দেন শ্রমিকদের। লেনিন শেখান, নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সৃষ্টিই হল প্রধান কাজ। তিনি লেখেন, 'এইটে সবচেয়ে কঠিন কাজ,

কেননা এটা হল কোটি কোটি লোকের অর্থনৈতিক জীবনের গভীরতম বনিয়াদটাকেই নতুন করে সংগঠিত করার প্রশ্ন। সবচেয়ে কৃতার্থতার কাজ এটি, — কেননা এ কাজ (প্রধানত ও মূলত) নিষ্পন্ন হবার **পরেই** মাত্র বলা যাবে যে রাশিয়া **হয়ে উঠেছে** কেবল সোভিয়েতই নয়, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও।'

লেনিন বলতেন, জনগণের মধ্যে, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে সাংগঠনিক প্রতিভা আছে প্রচুর। এমন হাজার হাজার লোককে পুঁজি দমন করত, বিসর্জন দিত। এইসব গুণ ও প্রতিভার খোঁজ করে তাদের বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।

মেনশেভিকদের মতো বুর্জোয়ার তলিপবাহকদের কথায় লেনিন ঘৃণা বোধ করতেন — এরা জনগণের সৃজন ক্ষমতায় বিশ্বাস করত না, কুৎসা রটাত সোভিয়েত রাজের নামে। লেনিন ক্রিলোভের কাহিনীর উল্লেখ করে লেখেন, 'বিরাট পুরনো বনটার ওপর কুঠারাঘাতে ছিটকে যাওয়া প্রতিটি কাঠের চিলতে দেখে বুর্জোয়া সমাজের ক্ষুদে কুকুরেরা কেঁউকেঁউ আর ঘেউঘেউ করতে চায় তো করুক। প্রলেতারীয় হাতি দেখে ঘেউঘেউ করবে বলেই তো তারা কুকুর। করুক না ঘেউঘেউ, আমরা নিজেদের পথে চলব।'

লেনিন বললেন, উৎপাদন ও দ্রব্যের বণ্টনের উপর হিসাব ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আবশ্যক। তিনি স্পষ্ট ও

সরল ধ্বনি দিলেন, 'টাকার নিখুঁত ও বিবেকনিষ্ঠ হিসেব রাখো, সঠিক কারবার চালাও, আলসেমি নয়, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি নয়, শ্রমের ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলো।' শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য, বৃহৎ শিল্প এবং জ্বালানি, লোহা ও যন্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার জন্য, সেই সঙ্গে জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি, শৃঙ্খলা ও কর্মনৈপুণ্যের উন্নতির জন্য শ্রমিকদের ডাক দিলেন লেনিন। তিনি বললেন শ্রমোৎপাদিকা বৃদ্ধির কাজটা কঠিন ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য লেনিনের এ নির্দেশের প্রগাঢ় তাৎপর্য ছিল। আজ সোভিয়েত জনগণ যখন কমিউনিজম গড়ছে, তখনো তার গুরুত্ব প্রচুর।

জনগণের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সংগঠন ও সম্প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন লেনিন। তিনি বললেন, প্রসারিত ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগণকে নিয়ে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা গড়ে উঠছে সমাজতন্ত্রেই প্রথম। তিনি শেখালেন, জনগণই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলে, জনগণের মধ্যে প্রতিভার অনন্ত উৎস অবারিত করে সমাজতন্ত্র, ইতিহাস সৃষ্টির ভূমিকায় উত্থিত করে লক্ষ লক্ষ মেহনতীকে।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের লেনিনীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম চলল

একান্ত দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে বিশেষ তীব্র হয়ে উঠল খাদ্য পরিস্থিতি। কুলাক ও চোরাবাজারীরা শস্য লুকিয়ে রাখল, দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে বিপ্লবকে মারতে চাইল। লেনিন ধ্বনি দিলেন, 'শস্যের সংগ্রামই সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম।'

গ্রামে শ্রমিক অভিযান ঘোষণা করল পার্টি। লেনিন লিখলেন, 'কমরেড শ্রমিকগণ, মনে রাখবেন, বিপ্লবের পরিস্থিতি সংকটজনক। মনে রাখবেন, বিপ্লবকে বাঁচাতে পারেন **কেবল আপনারাই,** আর কেউ নয়।'

হাজারে হাজারে অগ্রণী শ্রমিক, সর্বাগ্রে পেত্রগ্রাদের শ্রমিকেরা, খাদ্য বাহিনী গঠন করে লেনিন ও পার্টির আহ্বানে গ্রামে যায়। ১৯১৮ সালের জুন মাসে গরিব কমিটি গঠনের ডিক্রিতে সই দেন লেনিন। কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং নগর ও সৈন্যবাহিনীতে শস্য সরবরাহের ব্যাপারে এই কমিটিগুলি হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের নির্ভরস্থল। এতে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েতগুলি পাকা হয়, সোভিয়েত রাজের পক্ষে মাঝারি চাষীদের টেনে আনায় সাহায্য হয়।

১৯১৮ সালের জুলাই মাসে পঞ্চম সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত হয় রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রথম সংবিধান, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জিত জয় এতে সাংবিধানিকভাবে পাকা হল। লেনিন বললেন,

'আমাদের মতো সংবিধান বিশ্বে কখনো দেখা যায় নি। আভ্যন্তরীণ ও সারা বিশ্বের শোষকদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় জনগণের সংগ্রাম ও সংগঠনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে এতে।'

সোভিয়েত দেশের প্রতিরক্ষার নেতৃত্বে

শান্তির অবকাশ বেশি দিন টিকল না। রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের বিজয় মেনে নিতে চাইছিল না বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও উৎখাত বুর্জোয়া জমিদাররা। এরা বুঝেছিল, বিপ্লবী মশাল জ্বলেছে, তার আগুন ছড়াতে পারে অন্যান্য দেশেও। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা রুশ জারকে, জমিদার বুর্জোয়াদেরকে যে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল, সেটা হারাতে চাইছিল না। রাশিয়ার সম্পদ শোষণ করে যে প্রচুর মুনাফা লুটছিল সেটা ছাড়তে চাইছিল না তারা।

১৯১৮ সালের বসন্তে মার্কিন, ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যদল মুর্মানস্ক দখল করে নেয়। জাপানী, ইংরেজ, এবং পরে মার্কিন সৈন্য অবতরণ করে ভ্লাদিভস্তকে। এইভাবে সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল সাম্রাজ্যবাদীরা, চেষ্টা করল সদ্যোত্থিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অস্ত্রবলে হত্যা করতে। বিদেশী

হস্তক্ষেপকারীদের সাহায্যে শ্বেতরক্ষী ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবীরা গৃহযুদ্ধ বাধাল।

প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত জনগণ বুক পেতে দাঁড়াল। একে রক্ষা করাই ছিল, লেনিনের মতে, বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের কাছে সোভিয়েত দেশের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব।

বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে কী গুরুভার কাজ চালিয়েছেন লেনিন সেটা কল্পনা করা কঠিন। তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় রচিত হয় যুদ্ধ-ক্রিয়ার পরিকল্পনা, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মরদ হয়ে উঠল লাল ফৌজ। এ ফৌজের সংখ্যাবৃদ্ধি ও যুদ্ধ নৈপুণ্য উন্নতির জন্য, তার রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য সযত্ন ছিলেন লেনিন।

প্রলেতারীয় ফৌজের প্রয়োজন ছিল তাদের নিজস্ব সেনাপতিদের। লেনিনের প্রস্তাবে প্রবর্তিত হল পাঠক্রম, অধিনায়ক স্টাফ গড়ে তোলার মতো একটা পুরো ব্যবস্থা। তার মেরুদণ্ড হল শ্রমিক ও বিপ্লবী কৃষকেরা। কমিউনিস্ট পার্টি ও মহান লেনিন লালন করে তুললেন লাল ফৌজের সব বিখ্যাত সেনাপতি ও প্রতিভাবান সমর নায়কদের, যেমন ম. ভ. ফ্রুঞ্জে, ভ. ক. ব্লুখার, ম. ন. তুখাচেভস্কি, স. ম. বুদেন্নি, ক. ইয়ে. ভরোশিলভ, গ. ই. কতোভস্কি,

আ. ইয়া. পার্খোমেঙ্কো, ভ. ই. চাপায়েভ, ন. আ. শ্চোর্স এবং গৃহযুদ্ধের আরো বহু বীরদের।

সেই সঙ্গে লাল ফৌজের কাজে লেনিন সাবেকী যুদ্ধবিশেষজ্ঞদেরও ব্যাপকভাবে টেনে আনার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মত ছিল, যুদ্ধের ব্যাপারে এদের সমৃদ্ধ যুদ্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো উচিত। তরুণ সেনানায়কেরা যুদ্ধের শিক্ষা নিল সাবেকী বিশেষজ্ঞদের কাছে। যোদ্ধা গড়ে পিটে তোলার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নেয় সামরিক কমিশাররা — এদের মারফত ফৌজের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যায় পার্টি।

দেশের প্রতিরক্ষা সংগঠনের সব মূল প্রশ্নেই লেনিন মাথা ঘামাতেন, ক্রেমলিনে তাঁর অফিসঘরটি থেকে তিনি দেশের সর্বপ্রান্তে পাঠাতেন তাঁর আদেশ ও নির্দেশ। প্রায়ই গভীর রাত্রে টেলিফোনে তিনি একে ওকে জাগিয়ে তুলতেন, যাচাই করতেন অমুক বাহিনীকে ফ্রণ্টে পাঠানো হয়েছে কিনা, খাদ্য, অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করা হয়েছে কিনা। নিদ্রা ও বিশ্রাম ভুলে লেনিন যুদ্ধের গতি অনুসরণ করতেন, বিজয় নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। সেনানায়কদের ডেকে পাঠাতেন তিনি; খবর নিতেন ফ্রণ্টের অবস্থা কী, ফৌজের কী কী দরকার। ফৌজকে সর্ববিধ সাহায্য করার জন্য তিনি আবেদন জানান জনগণের কাছে। লেনিন

লিখলেন, শ্রমিক-কৃষক রাজ রক্ষার জন্য রক্তক্ষরণ করছে যে লাল ফৌজীরা, তাদের যা সইতে হচ্ছে তার তুলনায় আমাদের সমস্ত কষ্ট আর যন্ত্রণা তো কিছুই নয়।

সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি-প্রাধান্য এবং নিজেদের অবিশ্বাস্য কষ্ট সত্ত্বেও — যেমন, খাদ্যের চূড়ান্ত অভাব, সাজসজ্জা, অস্ত্র ও সমরোপকরণের অপ্রতুলতা — এসব সত্ত্বেও নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়ে লেনিনের অটল বিশ্বাস ছিল। এ বিশ্বাস তিনি ব্যাপক জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। প্রায় প্রতিদিন এবং দিনে বার কয়েক করে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন শ্রমিক ও লাল ফৌজীদের সভায়, সম্মেলনে ও কংগ্রেসে, কলে আর কারখানায়।

প্রতিটি কমিউনিস্ট এবং গোটা দেশ যেন অনুভব করত লেনিনের লোহার হাত, দৃঢ় সংকল্প আর ভাস্বর বিপ্লবী ভাবনা। অধিনায়কের অগ্নিগর্ভ বাণীতে, ন্যায়াদর্শের বিজয়ে তাঁর অবিনাশী বিশ্বাসে আশা জেগে উঠত শ্রমিক ও কৃষকদের, উদ্দীপ্ত ও সংহত হয়ে উঠত তারা, বিজয়ের প্রত্যয় জাগত।

লেনিনের বক্তৃতায় কী প্রবল প্রতিক্রিয়া হত তার কথায় মস্কো ‘দিনামো’ কারখানার শ্রমিক আ. গ. পানিউনিন লিখেছেন, ‘তাঁর আগুনে কথায় সোজা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে

উঠি আমি। খাওয়া নেই, জামা-জুতো নেই, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা আমরা শুনতাম উদ্দীপ্ত সচেতনতায়।'

জনগণের আত্মিক বিকাশ, সাংস্কৃতিক সম্পদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা স্থাপনেও যত্নপর ছিলেন লেনিন।

১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে তৃতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের বক্তৃতায় তিনি বলেন যে আগে পুঁজিবাদের আমলে টেকনলজি ও সংস্কৃতির সমস্ত আশীর্বাদ পেত কেবল ধনীরা, সাধারণ সাক্ষরতাটুকুও ছিল মেহনতীদের আয়ত্তবহির্ভূত। সোভিয়েত রাজ সমস্ত টেকনলজি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে করে তুলেছে সর্বজনের আয়ত্তাধীন।

কীভাবে তিনি সদ্যপ্রসূত সোভিয়েত সাহিত্যের অনুসরণ করতেন মন দিয়ে, সেটা লেনিনের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠরা বলে গেছেন। দেমিয়ান বেদ্‌নী, সেরাফিমোভিচ ও গোর্কির রচনা তিনি একাধিক বার পড়েছেন, নিজের বক্তৃতা ও রচনায় তা কাজে লাগিয়েছেন, জনগণের মধ্যে তার ব্যাপক প্রচারের প্রস্তাব দিয়েছেন।

কাজে একেবারে ডুবে ছিলেন লেনিন, নিজের দিকে একেবারে চাইতেন না। তাঁর একমাত্র বিশ্রাম ছিল ক্রেমলিনের ময়দানে একটু পায়চারি অথবা ছুটির দিনে নাদেজ্‌দা কনস্তানতিনোভনা ও মারিয়া ইলিনিচনার

সঙ্গে মস্কো উপকণ্ঠের বরোবিয়েভ (বর্তমানে লেনিন) পাহাড়ে বেড়ানো।

সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে ও টাকায় আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায়, লেনিন ও তাঁর সহকর্মীদের হত্যার আয়োজন করে। ১৯১৮ সালের ৩০শে অগস্ট সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির সদস্যা কাপলান লেনিনের প্রাণনাশের এক পৈশাচিক চেষ্টা করে। রিভলভার দিয়ে একেবারে সামনা সামনি গুলি করে সে। গুরুতর আহত হন লেনিন। কাপলানের গুলি ছিল বিষাক্ত। আহত লেনিনকে ক্রেমলিনে নিয়ে আসা হয় তাঁর ফ্ল্যাটে, ২৪ ঘণ্টা ডিউটিতে থাকেন ডাক্তাররা। ভ্লাদিমির ইলিচের জীবন সংশয় হল।

গভীর উদ্বেগে নেতার স্বাস্থ্যের খবর নিত পার্টি এবং গোটা দেশ। লেনিনের চিকিৎসা কেমন চলছে, কেমন আছেন তিনি, দিনরাত মস্কোয় এই প্রশ্ন আসত দেশের সব কোণ থেকে। ভ্লাদিমির ইলিচ যখন সেরে উঠতে লাগলেন, তখন বিরাট উল্লাস শুরু হয় জনগণের মধ্যে। শ্রমিক কৃষকদের কাছ থেকে হাজার হাজার অভিনন্দন পান তিনি। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'প্রাভদা' লিখল, 'রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন লেনিন। রোগ তিনি জয় করবেন! এই হল প্রলেতারিয়েতের আকাঙ্ক্ষা, এই তার সংকল্প, এইভাবেই সে শাসন

করে ভাগ্যকে!' নভোসিলস্ক উয়েজ্‌দের পান্‌কভ ভলোস্তের কৃষকেরা লেখেন, 'কমরেড লেনিন!.. ভাইয়ের অভিনন্দন পাঠাই তোমায়। আমাদের আনন্দিত আর সাম্রাজ্যবাদীদের বিমর্ষ করে সেরে ওঠো।' ১২ই সেপ্টেম্বর লাল ফৌজ শ্বেতরক্ষীদের হাত থেকে সিম্‌বির্স্ক মুক্ত করে। ১ম আর্মির সেনারা টেলিগ্রাম পাঠায়, 'প্রিয় ভ্লাদিমির ইলিচ, আপনার জন্মশহর দখল করেছি, এটা আপনার প্রথম জখমের জবাব। দ্বিতীয় জখমের জবাবে নেব সামারা!' লেনিন উত্তর পাঠান, 'আমার জন্মশহর সিমবির্স্ক দখল হল — আমার জখমের উপর সবচেয়ে প্রতিষেধক, সব সেরা মলম। অভূতপূর্ব স্ফূর্তি ও শক্তির জোয়ার অনুভব করছি। বিজয়ের জন্য লাল ফৌজীদের অভিনন্দন, এবং সমস্ত মেহনতীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই তাদের সবকিছু আত্মদানের জন্য।' জখমের পর পুরো ভালো হয়ে উঠতে না উঠতেই লেনিন ফের পার্টি ও দেশের নেতৃত্ব নিলেন।

১৯১৮—১৯১৯ সালের শীতে ফ্রণ্টে সংগ্রাম নব তেজে জ্বলে উঠল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাঠাল বৃহৎ সামরিক বাহিনী। উত্তরে, ওদেসা ও ক্রিমিয়ায়, ট্রান্স ককেশিয়ায়, মধ্য এশিয়ায় এবং দূর প্রাচ্যে অবতরণ করল তাদের সৈন্য। দশ লক্ষের বেশি

আপাদমস্তক সশস্ত্র সৈন্য চারদিক থেকে বেষ্টন করল সোভিয়েত দেশকে। সাম্রাজ্যবাদীরা সাহায্য করতে লাগল শ্বেতরক্ষী জেনারেলদের, বিশেষ করে কলচাককে। ১৯১৯ সালের বসন্তে কলচাকের সৈন্যবাহিনী আক্রমণে নামল।

পার্টির পরিচালনায় জনগণ উঠে পড়ে লাগল অক্টোবর বিপ্লবের শত্রুদের জবাব দেবার জন্য। লেনিন ধ্বনি দিলেন, 'প্রাচ্য ফ্রন্টকে সাহায্য করো!' কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে ফ্রন্টে যাত্রা করল ২০ হাজার কমিউনিস্ট, কয়েক হাজার কমসোমল সভ্য, ৬০ হাজারের বেশি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য।

দুরূহতার কথা লেনিন কখনো চেপে রাখতেন না, সর্বদাই তিনি কেবল সত্য কথা বলতেন মেহনতীদের কাছে। পার্টিকে তিনি এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কমিউনিস্টরা গেল কলকারখানায়, খনিতে, মজুর এলাকায়, গ্রামে। সোভিয়েত দেশের গুরুতর পরিস্থিতির কথা তারা বলত, শ্রমিক ও কৃষকদের, সৈনিক ও নাবিকদের তারা ডাক দিত সোভিয়েত রাজকে রক্ষা করতে, সুদৃঢ় করতে। যুদ্ধের সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকায় গিয়ে নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে তারা যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করত রণকীর্তি স্থাপনের জন্য। পার্টির লৌহদৃঢ়তায়, এই দারুণ ও কঠোর দিনগুলিতে পার্টি যে সহ্যশক্তি বজায় রাখে তাতে, বিজয়ের অটল বিশ্বাসে পার্টি হয়ে

উঠল জনগণের অন্তরঙ্গ। লেনিন বললেন, বিজয়ী যুদ্ধের জন্য চাই দৃঢ় সংগঠিত পশ্চাদ্ভাগ। জনগণের সমর্থন না থাকলে বিশ্বের সেরা ফৌজও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ফৌজের জন্য চাই অস্ত্র, চাই খাদ্য, পোষাক। এ সবই পাঠায় পশ্চাদ্ভাগ। লেনিন ও পার্টি ফ্রন্টকে আরো জোর সাহায্যের জন্য অক্লান্ত ডাক দিয়ে যান।

শ্রমিক ও সমস্ত মেহনতীরা নেতার আহ্বানে সাড়া দিল শ্রমের ফ্রন্টে গণবীরত্ব দিয়ে। ১৯১৯ সালের বসন্তে মস্কোর রেলকর্মীদের দৃষ্টান্তে শ্রমিকেরা সারা দেশ জুড়ে কর্মদিনের পর কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের আয়োজন করল, রাষ্ট্রহিতের জন্য খাটল বিনা বেতনে। 'মহান উদ্যোগ' প্রবন্ধে লেনিন এই সুবোৎনিকগুলির মূল্যায়ন করলেন বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ঘটনা, শ্রমের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাবের বাস্তব সূত্রপাত বলে। লেনিন বললেন, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য, প্রতিটি পুদ শস্য, লোহা ও অন্যান্য দ্রব্য, যা সমগ্র সমাজের জন্য কাজে লাগে তা বাঁচাবার জন্য যখন সাধারণ শ্রমিকদের প্রযত্ন জাগে, তখনই হয় কমিউনিজমের শুরু। ১৯২০ সালের ১লা মে ক্রেমলিনে যে সুবোৎনিকের আয়োজন হয় তাতে লেনিন নিজেও যোগ দেন।

সর্বতোভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য

লেনিন ডাক দেন শ্রমিকদের। তিনি লিখলেন, ‘শ্রমের উৎপাদনশীলতা — শেষ বিচারে এইটেই হল নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়ের দিক থেকে সবচেয়ে জরুরী, সবচেয়ে প্রধান।’

১৪টি রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল সোভিয়েত দেশকে। প্রয়োজন হল সবকিছুকেই বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের উপর ও আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের উপর জয়লাভের স্বার্থাধীন করা। শুধু ফৌজ ও নৌবহরে নয়, শিল্পে, পরিবহনে — সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হল সামরিক শৃঙ্খলা। ফৌজ ও শ্রমিকদের রসদ জোগাবার জন্য দেশে খাদ্যের যে সামান্য সংস্থান ছিল তার বণ্টনে অতি কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়। বাধ্যতামূলক উদ্বৃত্ত খাদ্য গ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল, তাতে করে ফৌজ ও শ্রমিকদের রসদের জন্য চাষীরা তাদের উদ্বৃত্ত শস্য দিত রাষ্ট্রকে। লেনিন বললেন, পরিবেষ্টিত দুর্গের মধ্যে থাকতে হচ্ছে বলে সোভিয়েত রাজ উদ্বৃত্ত গ্রহণ ব্যবস্থা বিনা টিকতে পারে না। চালু হল সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা, খাদ্য দেওয়া হত কেবল তাদের, যারা কাজ করত। যে অর্থনৈতিক ধারা চলল তাকে বলা হয় ‘সামরিক কমিউনিজম’। যুদ্ধ ও ধ্বংসের ফলে অপরিহার্য একটি সাময়িক ব্যবস্থা এটি।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারী ও আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দাবদাহের মধ্যে বসে

পার্টির অষ্টম কংগ্রেস। তার উদ্বোধন হয় প্যারিস কমিউন দিবসে, ১৮ই মার্চ। কমিউনাররা যার স্বপ্ন দেখেছিল, যার জন্য লড়েছিল, তা সাধন করেছে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত। এতে মনোবল বেড়ে উঠেছিল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের, অন্যান্য দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয়ে আস্থা দৃঢ় হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের রিপোর্ট, পার্টির কর্মসূচি এবং গ্রামাঞ্চলের কাজ নিয়ে লেনিন বক্তৃতা দেন কংগ্রেসে। ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, সোভিয়েত রাষ্ট্র সুসঙ্গতভাবে শান্তির নীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত লড়াই চালাচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্ররা। অতএব প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা শক্তি জোরদার করা অত্যাবশ্যক।

গ্রামাঞ্চলে কাজের বিষয়ে রিপোর্টের মূল অংশে লেনিন হাজির করলেন মাঝারি চাষীদের প্রতি মনোভাবের প্রশ্ন। গরিব কৃষকদের সঙ্গে একত্রে শ্রমিক শ্রেণী সম্পন্ন করেছে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ক্ষেতমজুর ও গরিবেরা অকুণ্ঠে সমর্থন করছিল সোভিয়েত রাজকে। কিন্তু গ্রামবাসীদের মূল অংশটা হল মাঝারি চাষী। অনেকেই তাদের অপেক্ষা করে দেখছিল: কে জেতে। ১৯১৮ সালের শরৎ থেকে তারা বাঁক নেয় সোভিয়েতের দিকে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে লেনিন এটাকে চিহ্নিত করেছিলেন। পার্টির কংগ্রেসে তিনি বললেন, এখন আমরা সেই মুহূর্তে এসেছি,

যখন মাঝারি চাষীদের সঙ্গে পাকা ঐক্য গড়া দরকার। এই ঐক্য ছাড়া আমরা সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে পারব না। লেনিনের রিপোর্ট অনুসারে মাঝারি চাষীদের সঙ্গে পাকা ঐক্যের নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস।

কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গরিব কৃষকদের উপর নির্ভর করে মাঝারি চাষীদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জোট জোরদার করার এই পার্টি নীতি গৃহযুদ্ধের সফল পরিণতির ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদী ও শ্বেতরক্ষীদের পরাজয় এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে নির্ধারক ভূমিকা নেয়।

অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত হয় পার্টির নতুন কর্মসূচি, লেনিনের নেতৃত্বে একটি কমিশন এটি রচনা করে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের গোটা পর্বটার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য নির্দিষ্ট হয় নতুন কর্মসূচিতে। কর্মসূচি প্রসঙ্গে রিপোর্টে লেনিন এতে জোর দেন যে এটা বৈজ্ঞানিক বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, বাস্তবতার ভিত্তিতে রচিত, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে তা শ্রমিক শ্রেণী ও পার্টির কর্মের দিশারী হবে।

মহা আনন্দ ও উদ্দীপনায় প্রতিনিধিরা কর্মসূচির পক্ষে ভোট দেন। যে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আছে, সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছে, তার কর্মসূচি ইতিহাসে

রচিত হল এই প্রথম। নতুন কর্মসূচির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন:

'আমাদের কর্মসূচি হবে প্রচার ও আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো উপকরণ, এটা হবে এমন দলিল, যার ভিত্তিতে শ্রমিকেরা বলবে: 'এখানে আমাদের কমরেড, আমাদের ভাই, এখানেই সাধিত হচ্ছে আমাদের সাধারণ সাধন।'

সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠন ও দেশ রক্ষার বিরাট কাজে ব্যাপৃত থাকলেও অসংখ্য শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদল এবং অন্যান্য ভ্রাতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মতো সময়ের অভাব হয় নি লেনিনের। সহকর্মীদের প্রতি, পার্টির সাধারণ সদস্যদের প্রতি তাঁর ছিল সুমনোযোগ, সজাগ দৃষ্টি। অন্তর থেকে তিনি লোকেদের জন্য যত্ন নিতেন। জনগণের প্রতি অসীম দরদ নিয়ে তিনি মেহনতীদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণের পরিকল্পনা রচনা করেন, স্কুল ও শিশু প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ উন্নয়নের জন্য যত্ন নেন। সমস্ত পার্টি ও সোভিয়েত কর্মীদের লেনিন শিক্ষা দেন, মেহনতী লোকেদের জন্য আন্তরিকতা থাকা চাই।

পুরনো কমিউনিস্ট ভ. আ. কার্পিনস্কি লিখেছেন, 'একটা অতি দুর্লভ 'ঐহিক' গুণে ভ্লাদিমির ইলিচ সাধারণের চেয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এটা হল

তাঁর অসাধারণ সজাগতা, সংবেদনশীলতা, অমায়িকতা, সরলতা ও বিনয় — এবং তা শুধু কমরেডদের ক্ষেত্রেই নয়, হোন তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য অথবা সাধারণ পার্টি কর্মী, সাধারণভাবে সমস্ত লোকের ক্ষেত্রেই, বিখ্যাতই হোক বা সাধারণ ঝাড়ুদারণী হোক।'

মেহনতীরাও তেমনি আন্তরিক ভালোবাসায় প্রতিদান দিত লেনিনকে। মেহনতী জনের মহা নায়কের কাছে আসত হাজার হাজার চিঠি ও অভিনন্দনপত্র। ক্লিনৎসি-র স্তদল কাপড় কলের মজুরেরা একবার লেনিনকে অভিনন্দন ও কাপড়ের টুকরো উপহার পাঠায়। তারা জানায় যে কাপড় কলটিকে তারা লেনিনের নামাঙ্কিত করেছে এবং অনুরোধ করে, লেনিন যেন তাদের বোনা কাপড়টা থেকে স্যুট তৈরি করে পরেন।

অত্যন্ত আন্তরিকতায় লেনিন জবাব দেন: 'প্রিয় কমরেডরা, অভিনন্দন ও উপহারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। গোপনে বলি, আমায় উপহার পাঠানো উচিত নয়। অনুরোধ রইল, এই অতি গোপন মিনতিটা সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকাকারে ছড়াবেন। সর্বোত্তম ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও শুভকামনা সহ। আপনাদের **ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)**।'

১৯১৯ সালের গোড়ায় ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কৃষক ইভানভ। বাড়ি ফিরে এসে ভলোস্তের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে রিপোর্ট দিতে

গিয়ে তিনি বলেন যে লেনিন কার্যকরী কমিটির কর্মধারা অনুমোদন করেছেন, এবং অভিনন্দন ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ইভানভ যোগ করেন যে লেনিন ঠাণ্ডা ঘরে কাজ করেন। তখন ভ্লাদিমির গুবের্নিয়ার সুদোগদ উয়েজদের মিলিনভ ভলোস্তের কার্যকরী কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়: 'কার্যকরী কমিটির টাকায় লেনিনকে এক গাড়ি কাঠ পাঠানো হোক এবং দরকার পড়লে নিজেদের কামার দিয়ে তাঁর জন্য লোহার চুল্লি বসানো হোক।' নেতার প্রতি মেহনতীদের মর্মস্পর্শী যত্নের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি।

সভা সমাবেশে লেনিন বহু বক্তৃতা দিয়েছেন, নতুন জীবন গড়তে মেহনতীদের আহ্বান জানিয়েছেন ও শিখিয়েছেন। ধাতুকর্মী, খনিশ্রমিক, রেলমজুর, কাপড়কলের মজুর — সকলের কাছেই হাজির হয়েছেন লেনিন। তার বলার ধরন ছিল সহজ, সরল, সঙ্গে সঙ্গেই তুলে ধরতেন আসল কথাটা। আবেগ, প্রত্যয় ক্ষমতা এবং মেহনতী জনগণের শক্তিতে অটল বিশ্বাসে তাঁর বক্তৃতা শ্রোতাদের জয় করত। অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে একত্রে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বাকুর তৈল শিল্পের শ্রমিক আ. আ. নিকিশিন। তিনি বলেছেন, 'ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে আমরা কার কী মনে হল বলাবলি করতে লাগলাম। আমরা ভেবেছিলাম,

ভ্লাদিমির ইলিচ অসাধারণ সব বিষয় এবং অসাধারণ সব কথা বলবেন। আর উনি বললেন কিনা সবচেয়ে সহজ কথায় সবচেয়ে সাধারণ বিষয়... বেশ বোঝা গেল যে ভ্লাদিমির ইলিচ আমাদের মতোই জীবন কাটিয়েছেন, আমাদের কথা জানেন, আমাদের যোগ্যতা কী তা অধ্যয়ন করেছেন, জানতেন, আমাদের কোন জায়গাটা কমজোরী এবং তা দেখিয়ে দিয়েছেন। ভ্লাদিমির ইলিচের অসাধারণ সাদাসিধে ভাব এবং অসাধারণ আন্তরিকতায় আমরা সবাই অবাক হয়ে যাই, তাঁর কাছে ৫ মিনিট বসতেই মনে হতে লাগল যেন আমরা কত কালের চেনা। আলাপ চলল খুব সাদামাঠা এবং অন্তরঙ্গের মতো। কোনো রকম বাধ্যবাধকতা বা আড়ষ্টতা রইল না, সবই সহজ, সরল। ভ্লাদিমির ইলিচের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতা, গুরু, পরিচালক ও বন্ধুর এই সরলতাই, এই মিষ্টতাই আমাদের একেবারে জয় করে ফেলে।' শ্রমিক কৃষকেরা লেনিনকে সমাদর করে বলত 'আমাদের ইলিচ'।

জনগণের সৃজনী শক্তিতে লেনিনের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি লিখেছিলেন, 'শ্রমিকদের, মেহনতী জনগণের এই দৃঢ়তাটা থেকেই আমি, যেকোনো কমিউনিস্টের মতোই, শ্রমিকদের ও শ্রমিক ব্রতের বিশ্ববিজয়ের অনিবার্যতার নিশ্চিতি আহরণ করি।' নিচু তলাকার লোকদের, সাদামাঠা শ্রমিক ও

কৃষকদের তিনি পার্টি, রাষ্ট্র ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে ব্যাপকভাবে টেনে আনবার জন্য যথাসাধ্য করেন। নারীদের সক্রিয় কাজে নামানোয় বিশেষ জেদ করতেন তিনি। লেনিন বলতেন, লক্ষ লক্ষ নারী যখন সামাজিক জীবনে অংশ নেবে, তখন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজটা পাকা হবে। শ্রমিক ও কৃষক নারীদের সভা-সম্মেলনে তিনি একাধিকবার বক্তৃতা দিয়েছেন, পুঁজিবাদী সমাজে মেহনতী নারীদের দাসোচিত হীন অবস্থার কথা বলেছেন তাদের। নারীদের জন্য সোভিয়েত রাজ যা করেছে, তা সারা বিশ্বের সমস্ত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সব মিলে শত বছরে করতে পারে নি, এইটে দেখিয়ে তিনি প্রতিরক্ষার কাজে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের কর্মে সক্রিয় অংশ নেবার ডাক দেন মেয়েদের।

'ত্ভোরচেস্ত্ভো' পত্রিকাটি সম্পর্কে ভ্লাদিমির ইলিচ একদা কী মন্তব্য করেছিলেন সে কথা নিজের স্মৃতিকাহিনীতে বলেছেন লেখক আ. সেরাফিমোভিচ। লেনিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন:

'আচ্ছা, বলুন তো, আপনাদের পত্রিকায় সোভিয়েত নারীদের জীবন নিয়ে, কৃষকনারীদের নিয়ে কিছু লেখা হয় না কেন? পুনর্গঠিত রাষ্ট্রে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের যে বিরাট ভূমিকা। আমাদের এখানে ব্যাপক সামাজিক রঙ্গমঞ্চে তারা যে আসছে এই প্রথম।

চেয়ে দেখুন, কেমন আমাদের মেয়েরা। এখন গাঁয়েও তারা পাঠ নেবার জন্য, শিক্ষার জন্য ছটফট করছে। কয়েক বছর যেতেই আমাদের এখানে দেখা দেবে নারী-ডাক্তার, নারী-কৃষিবিদ, নারী-ইঞ্জিনিয়র, নারী-বৈজ্ঞানিক, নারী-রাষ্ট্রকর্মী। হ্যাঁ, হ্যাঁ,' নিজের মনে কী ভেবে ফের বললেন তিনি, 'আমাদের মেয়েদের কথা লেখা দরকার। আমাদের জীবন গড়ে তোলার কাজটা কীভাবে চলবে তার অনেকখানিই নির্ভর করছে ওদের ওপর।'

তরুণদের বন্ধু ছিলেন লেনিন। যুব আন্দোলনের উপর স্থির দৃষ্টি ছিল তাঁর, সঠিক রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণে সাহায্য করেন তাদের। লেনিনের পরামর্শে যুব জনের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য পার্টি বরাদ্দ করে সেরা কমিউনিস্টদের। তাঁর পরিচালনায় গঠিত হয় যুব কমিউনিস্ট লীগ (কমসোমল), এখন যার নাম হয়েছে লেনিনীয় যুব কমিউনিস্ট লীগ। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে কমসোমলের যে প্রথম কংগ্রেস হয় তার প্রতিনিধিদের তিনি আলাপে ডাকেন। ১৯২০ সালের শরতে লেনিন কমসোমলের তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন 'যুব লীগের কর্তব্য'। কংগ্রেস যখন বসে, তখনও শ্বেতরক্ষী জেনারেল ভ্রাঙ্গেলের সঙ্গে লড়াই চলছিল। প্রতিনিধিরা বলেন যে তাঁরা ভেবেছিলেন, লেনিন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট

দেবেন। যুব কমিউনিস্ট লীগের করণীয় কাজ কী তা তাঁদের ভালোই জানা ছিল: বুর্জোয়াদের ধ্বংস করতে হবে। আর লেনিন কী বললেন? তরুণদের তিনি ডাক দিয়ে বললেন: শেখো, শেখো এবং শেখো। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তরুণদের বোঝান যে কমিউনিজম নির্মাণ করার কাজটা তাদের শিখতে হবে। লেনিন বললেন, কমিউনিজম গড়া সম্ভব কেবল সমস্ত মানবজাতি যে বিজ্ঞান ও জ্ঞান সঞ্চয় করে তুলেছে তার ভিত্তিতে। আর এই জ্ঞানকে মেলাতে হবে উৎপাদন ক্ষেত্রের উৎপাদনী শ্রমের সঙ্গে, প্রয়োগ করতে হবে কৃষিতে। এ নইলে কমিউনিজম গড়া যাবে না। যুব লীগের সদস্য হওয়া মানে সাধারণ স্বার্থে শক্তি উৎসর্গ করা। যেকোনো শহরে, যেকোনো গ্রামে প্রতিদিন শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একত্রে যত ছোটোই হোক, যত সাধারণই হোক সাধারণ শ্রমের কোনো না কোনো একটা কর্তব্য সাধন করতে হবে যুবজনকে। 'কমিউনিস্ট যুব লীগের উচিত,' বললেন লেনিন, 'অল্প বয়স থেকেই সকলকে সচেতন ও সুশৃঙ্খল শ্রমের শিক্ষা দেওয়া।'

যুবজনের সামনে কমিউনিস্ট নৈতিকতার মহৎ ও উদার সূত্রাবলী পেশ করেন লেনিন। তিনি বললেন, কমিউনিস্ট নৈতিকতার ভিত্তি হল কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের সংগ্রাম। কমিউনিজমের কর্মযজ্ঞের প্রতি

আনুগত্য, নিজের জীবন ও ক্রিয়াকলাপকে মেহনতীদের সুখার্জনের সংগ্রামে নিয়োগ, দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা, কমিউনিজমের শত্রুদের প্রতি আপোসহীনতা, যৌথ কর্ম-জীবন — এই হল নতুন সমাজের মানুষের নৈতিক চেহারা।

ভ্লাদিমির ইলিচের বক্তৃতায় ফ্রণ্টের রণকীর্তি এবং পশ্চাদ্ভাগের বীরোচিত শ্রমে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয় যুবজন। বর্তমানে কমিউনিজম নির্মাণের পর্বেও যুবজনের প্রতি ভ্লাদিমির ইলিচের নির্দেশ ও উপদেশের তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ আছে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংহতি, বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষায় সর্ব শক্তি ব্যয় করার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন রুশ শ্রমিক শ্রেণী ও বলশেভিক পার্টির বৃহৎ অভিজ্ঞতাকে, নতুন পরিস্থিতির উপযোগী করে রচিত তাঁর বিপ্লবী তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে সাহায্যের জন্য, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্য। ১৯১৮ সালের শেষার্ধে বেশ কয়েকটি দেশে — জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গারি, পোল্যাণ্ডে — কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে লেনিন ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের ডাক দেন তৃতীয় আন্তর্জাতিক স্থাপনের জন্য। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মস্কোয়

১৯১৯ সালের ৭ই নভেম্বর লাল ময়দানে ভ. ই. লেনিন
ফোটো
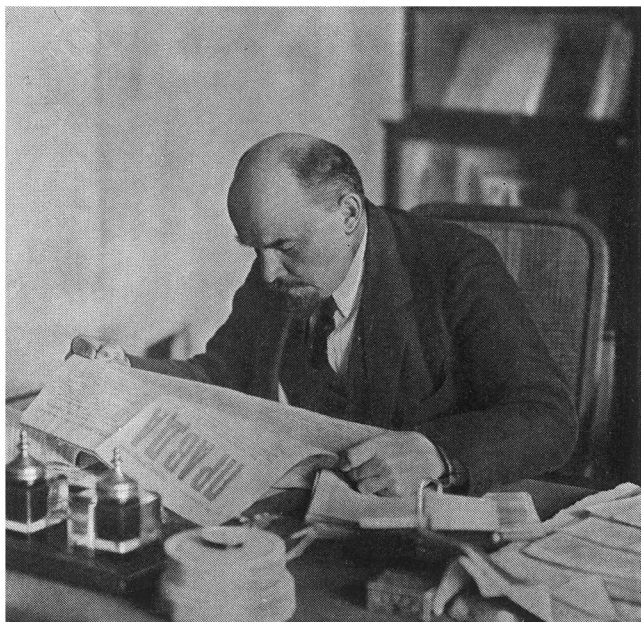
ক্রেমলিনের অফিসঘরে ভ. ই. লেনিন

ফোটো, ১৯১৮ সাল

উদ্বোধন হল তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের। এর কাজকর্মের পরিচালনা করেন লেনিন। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের উপর রিপোর্ট দেন তিনি, সোভিয়েত রাজের কথা বলেন, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সারমর্ম কী তা জানান।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কর্তারা মার্কসীয় মতবাদের বিকার ঘটায়। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতা করে তারা। লেনিন তাদের স্বরূপ মোচন করে দেখান যে তারা বুর্জোয়ার সহায়ক।

১৯১৮ সালের অক্টোবরে লেখা তাঁর 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেইমান কাউৎস্কি' বইখানি সুবিধাবাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে।

স্মৃতিকথায় ভ. দ. বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ লিখেছেন যে ভ্লাদিমির ইলিচ ক্ষেপে উঠেছিলেন বইটি লেখার জন্য, 'প্রায় আক্ষরিক অর্থেই রাগে আগুন হয়ে ছিলেন তিনি', 'গভীর রাত পর্যন্ত এই আশ্চর্য শক্তিশালী রচনাটি লিখে গেছেন।'

লেনিনের এত রোষের কারণ কী? কার বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করেছিলেন?

১৯১৮ সালের শুরুতে সুবিধাবাদের ভাবপ্রবক্তা ক. কাউৎস্কি প্রকাশ করেন 'প্রলেতারীয় একনায়কত্ব'। এই পুস্তিকায় তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মার্কসবাদী মতবাদকে বিকৃত করেন,

সোভিয়েত রাজের নিন্দা রটান এবং সর্বোপায়ে বলশেভিক পার্টির ক্রিয়াকলাপে কালিমা লেপন করতে চান। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি কাউৎস্কির বিশ্বাসঘাতকতার মুখোস খুলে লেনিন তাঁর এই সমালোচনা করেন যে মার্কসবাদের প্রধান কথাটা — প্রলেতারীয় একনায়কত্বই তিনি মানছেন না।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে 'বিশুদ্ধ ও শ্রেণীবহির্ভূত' বলে দেখাবার যে চেষ্টা কাউৎস্কি করেছিলেন, এ পুস্তকে লেনিন তার অযৌক্তিকতা খুলে দেখান। তিনি লেখেন, যতদিন শ্রেণীভেদ রয়েছে, ততদিন কেবল শ্রেণীগত গণতন্ত্রের কথাই বলা সম্ভব। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যদি শোষক সংখ্যাল্পের স্বার্থ প্রকাশ করে থাকে, তাহলে প্রলেতারীয় গণতন্ত্র 'সর্ববিধ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে **লক্ষগুণ** বেশি গণতান্ত্রিক', জনগণের অনপেক্ষ সংখ্যাধিক অংশ মেহনতীদের স্বার্থ পাহারা দিচ্ছে তা।

রাশিয়ায় সোভিয়েত রাজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখালেন যে সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে রূপায়িত মেহনতীদের ক্ষমতার চাইতে বেশি গণতান্ত্রিক ক্ষমতা কিছু নেই। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কল্যাণেই সোভিয়েত জনগণ প্রতিবিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে, নতুন জীবন গড়তে শুরু করেছে। সমাজতন্ত্রের জন্য

সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের সংগ্রামের বিরাট আন্তর্জাতিক তাৎপর্য নির্দেশ করেন লেনিন। তিনি বললেন, কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক শ্রেণী, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মেহনতীগণ সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য সংগ্রামের মারফত দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে অন্যান্য সমস্ত দেশের জনগণের সামনে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হল প্রথম কংগ্রেসে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের গঠন হল লেনিনবাদের এক মহা জয়। কমিণ্টার্ণের অন্যান্য কংগ্রেসেও: ১৯২০ সালের ২য়, ১৯২১ সালের ৩য় এবং ১৯২২ সালের ৪র্থ কংগ্রেসের কাজেও লেনিন অংশ নেন। গুরুত্বপূর্ণ সব কমিশনে কাজ করেন তিনি, কৃষক ও জাতীয় সমস্যা, নিপীড়িত জাতিদের প্রতি মনোভাব, উপনিবেশ, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভূমিকা ও রণকৌশল নিয়ে বক্তৃতা দেন, কমিণ্টার্ণ কংগ্রেসগুলির গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্তের খসড়া করেন।

সকল দেশের শ্রমিক ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য ও সংহতির গুরুত্বের উপর লেনিন বিশেষ করে জোর দেন, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে শেখান।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন লেনিন, তাঁদের দেশের শ্রমিক

আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা নিয়ে আলাপ করেন। ভ্রাতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতা যেমন, উ. গালাখার (ইংলণ্ড), ম. কাশেঁ (ফ্রান্স), আ. জাপতৎস্কি (চেকোস্লোভাকিয়া), খ. কাবাকচিয়েভ (বুলগেরিয়া) প্রভৃতির জীবনে লেনিনের এইসব সাক্ষাৎকার ও আলাপের একটা বৃহৎ ভূমিকা আছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের নিকট পত্রে লেনিন বিশ্ববিপ্লবের বিজয়ের, সমস্ত দেশেই নতুন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিজয়ের অনিবার্যতায় গভীর আস্থা প্রকাশ করেন।

লেনিন ছিলেন মনেপ্রাণে দেশপ্রেমিক। দেশের লোকের প্রতি ছিল তাঁর অসীম প্রেম, ভালোবাসতেন রুশ সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য। সেই সঙ্গেই তিনি ছিলেন মহান প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী। রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি, শ্রমিক শ্রেণী ও সমগ্র মেহনতীজনের স্বার্থ ও কর্তব্যকে তিনি সর্বদা জড়িত করতেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থ ও কর্তব্যের সঙ্গে। রুশ বিপ্লবকে তিনি দেখেছিলেন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ হিসেবে।

হাঙ্গেরি ও ব্যাভেরিয়ায় সোভিয়েত স্থাপনে (১৯১৯ সালের বসন্তে) অভিনন্দন জানান লেনিন, সমর্থন করেন হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের নেতা বেল কুনকে। ক্লারা

সেৎকিনকে তিনি লিখেছিলেন, 'এই জন্য আমাদের অতিশয় আনন্দ হচ্ছে যে আপনি, কমরেড মেরিঙ ও জার্মানির অন্যান্য 'স্পার্টাকাসপন্থী* কমরেডরা' 'মনেপ্রাণে আমাদের পক্ষে।'

কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টিগর্লির অবস্থা মন দিয়ে অনর্ধাবন করে লেনিন অবিরাম তাদের ভেতরে খাঁটি বিপ্লবী লোকেদের সংহত করে তুলতেন, এবং সেই সঙ্গেই মার্কসবাদের সর্ববিধ বিচ্যুতি ও স্থ্লীকরণের সমালোচনা করতেন। লেনিন মনে করতেন, বিভিন্ন কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগর্লির মধ্যে যোগাযোগবৃদ্ধি, এবং নিজেদের ক্রিয়াকলাপ ও পরিস্থিতির কথা পরস্পরকে জানানো আবশ্যক, এবং নিজেও সেটা অবিরাম চালিয়ে যেতেন।

বিভিন্ন দেশের নবীন কমিউনিস্ট পার্টিগর্লির কাছে রুশ কমিউনিস্টদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য লেনিন ১৯২০ সালে লিখলেন 'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' শিশর ব্যাধি'। বইটিতে তিনি বলশেভিক পার্টির সৃষ্টি, বিকাশ, সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিহাস দেন। তিনি জানালেন, কীভাবে বলশেভিক পার্টি বেড়ে উঠল, জোরদার হল, কীভাবে এবং কেন এ পার্টি

---

* স্পার্টাকাসপন্থী — জার্মানির বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যরা, ১৯১৯ সালে এরাই ছিল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক। — **সম্পাঃ**

সাফল্যের সঙ্গে জয় করতে পারল বাধাবিঘ্ন, তার বহু বর্ষের অভিজ্ঞতা থেকে অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টি কী শিক্ষা পেতে পারে।

লেনিন লিখলেন, বলশেভিক পার্টি বেড়ে উঠেছে ও জোরদার হয়েছে সুবিধাবাদী, মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি এবং শ্রমিক শ্রেণী ও মার্কসবাদের অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। প্রচণ্ড বাধাবিঘ্ন সে জয় করেছে তার সভ্য সাধারণের লৌহ শৃঙ্খলার, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দৌলতে, জয় করেছে এই জন্য যে তা সর্বদা পরিচালিত হয়েছে মার্কসবাদের তত্ত্বে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে প্রধান বিপদ বলে গণ্য করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির 'বামপন্থী' কর্মীদের ভুলের কঠোর সমালোচনা করেন — জনগণ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও কর্তব্য এরা সঠিক বোঝে নি, বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ও ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করতে অস্বীকার করছিল তারা, অন্যান্য পার্টির সঙ্গে আপোস ও সমঝোতার সম্ভাবনা মানছিল না। বিপ্লবী কাজের বদলে তারা আনছিল বিপ্লবী বুলি। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে, সমগ্র বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে এটা ছিল ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক, তার পরিণতি হচ্ছিল জনগণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্কচ্ছেদে। বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের নেতা বললেন,

যেখানেই জনগণ, সেখানেই কাজ করতে হবে কমিউনিস্টদের। নমনীয় রণকৌশলের শিক্ষা দিলেন লেনিন, প্রত্যক্ষ কর্তব্যের ক্ষেত্রে সাধারণ সত্যের বুলিবাগীশ বাঁধিগৎ প্রয়োগের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বললেন যে, কোনো দেশের বৈশিষ্ট্যসূচক কোনো সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতা উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের মূল আন্তর্জাতিক কর্তব্যটি ভোলা চলবে না।

লেনিনের এই রচনাটির সাহায্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের ভুল শোধরাতে পারে, আরো সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে পারে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুদের সঙ্গে, হয়ে উঠতে পারে জনগণকে সঙ্গে টানতে সমর্থ, পোক্ত মার্কসবাদী পার্টি। বর্তমান মুহূর্তেও সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে বইটির তাৎপর্য বিপুল।

শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থে নিজের আত্মোৎসর্গী সংগ্রামের ফলে লেনিন সারা বিশ্বের মেহনতীজনের বিপুল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত ও সমস্ত দেশের কমিউনিস্টদের কাছে লেনিন ছিলেন নেতা ও গুরু। কমিণ্টার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা লেনিন সম্পর্কে নিজেদের ধারণা লিখে নিজেদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়েছিলেন

একটি অ্যালবামে। তার কয়েকটি মন্তব্য তুলে দেওয়া যায়।

আন্তনিন জাপতৎস্কির নোটে আছে, 'কমরেড লেনিনের জন্য গর্ববোধ করার পূর্ণ অধিকার আছে রুশ প্রলেতারিয়েতের এবং এই জন্য সে সৌভাগ্য মানতে পারে যে বিপ্লবী যুগে যখন বৃহত্তম দাবি সামনে এসেছিল, তখন তাদের মধ্যে ছিলেন লেনিন...'

জন রীড লেখেন, 'লেনিন — কী সহজ, কী মানবিক আর সেই সঙ্গে তাঁর কী দূরদৃষ্টি আর অটলতা।'

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের প্রতিনিধিরা লিখেছিলেন, প্রাচ্য জনগণের হৃদয়ে নতুন আশা জাগিয়েছেন লেনিন, সুখের পথ দেখিয়েছেন। 'মানবজাতির উদারতম প্রতিনিধি,' সংক্ষিপ্ত ভাবব্যঞ্জক মন্তব্য করেন ভারতের প্রতিনিধি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেহনতী জনগণ, নিপীড়িত জাতিসমূহ লেনিনের কথা শুনত, তাঁর পরামর্শ নিত। ইতালির কমিউনিস্ট জেরমানেত্তো লিখেছিলেন, বিশের দশকের শুরুতে ইতালির সবচেয়ে গহন গাঁয়েও লেনিনের নাম জানা ছিল। ভ্লাদিমির ইলিচের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ কিছু কিছু শ্রমিক পরিবারে নবজাতকের নামকরণ হয়েছিল 'লেনিন'।

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের উপর হামলা বাড়িয়ে তোলে। গৃহযুদ্ধের ফ্রণ্টগুলিতে চলল বিদেশী হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে নির্ধারক সংগ্রাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণে লাগাল জেনারেল দেনিকিন ও ইউদেনিচের শ্বেতরক্ষী ফৌজ এবং কলচাকের অবশিষ্ট সৈন্যদের। এ আক্রমণের ফলে হাজার হাজার শহর, গ্রাম ধ্বংস হয়, দেশের অর্থনীতি বানচাল হয়, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ও সর্বনাশ ঘটে। শত্রুর জবাব দেবার জন্য লেনিনের নেতৃত্বে পার্টি ফের জড়ো করতে লাগল জনগণকে। সোভিয়েত মাতৃভূমির রক্ষায় উঠে দাঁড়াল নতুন নতুন জনগণ।

এই ঘোর দুর্দিনে লেনিন প্রস্তাব করলেন বিশেষ 'পার্টি সপ্তাহ' উদ্যাপন করে অগ্রণী শ্রমিকদের নতুন জনগণকে পার্টিতে টানা হোক। নেতার আহ্বানে কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবেশ করল শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে নতুন নতুন শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক। 'পার্টি সপ্তাহ' থেকে জাজ্বল্যমান প্রমাণ হল যে জনগণ কমিউনিস্টদের অনুসরণ করছে। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন আছে পার্টির পেছনে। 'শ্রমিক রাষ্ট্র ও পার্টি সপ্তাহ' প্রবন্ধে লেনিন লিখলেন, 'ব্যাপক মেহনতীজন

আমাদের পক্ষে। এইখানেই আমাদের জোর। বিশ্ব কমিউনিজমের অপরাজেয়তার উৎস এইখানে।’

১৯১৯ সালের শেষাশেষি যখন প্রায় সব কটি ফ্রণ্টেই জয় হল লাল ফৌজের, তখনই খানিকটা শান্তির অবকাশ লাভ করল দেশ। লেনিন ও বলশেভিক পার্টি অবিলম্বেই শক্তির একটা বিপুল অংশকে লাগালেন অর্থনৈতিক নির্মাণের কাজে — পরিবহন, জ্বালানি শিল্প এবং অর্থনীতির অন্যান্য জরুরী ক্ষেত্রের পুনর্বাসনের ব্যাপারে।

অর্থনৈতিক নির্মাণের পরিকল্পনা রচনার জন্য পার্টির পরবর্তী, নবম কংগ্রেস ডাকার খুবই প্রয়োজন দেখা দিল। এ কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রণ্টের সংগ্রাম থেকে রক্তহীন সংগ্রামে, সমস্ত জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও বিকাশের সংগ্রামে চলে আসার উপায়, পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা।

নবম কংগ্রেসের উদ্বোধন হল ১৯২০ সালের ২৯শে মার্চ, মস্কোর বলশয় থিয়েটারে। অধিবেশন চলে আট দিন, ছয়বার মঞ্চে ওঠেন লেনিন। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টে লেনিন দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কর্তব্য হাজির করলেন পার্টির সামনে।

লেনিনের নির্দেশের ভিত্তিতে নবম কংগ্রেসে আলোচিত হয় একটি একক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা,

যার প্রধান কথা ছিল জাতীয় অর্থনীতির বৈদ্যুতীকরণ।

দারিদ্র্য ও ধ্বংসের মধ্য দিয়েও ভ্লাদিমির ইলিচ দেখছিলেন সোভিয়েত দেশের মহৎ ভবিষ্যৎ। তাঁর এই গভীর বিশ্বাস ছিল যে সামরিক জয় এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ উভয়ের জন্যই শক্তির অফুরন্ত উৎস নিহিত আছে সোভিয়েত ব্যবস্থায়। তিনি বললেন, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের জন্য প্রয়োজন বৃহৎ শিল্পের বিকাশ, দেশের বিদ্যুতীকরণ। লেনিন বললেন, **'কমিউনিজম হল সোভিয়েত রাজ ও সারা দেশের বিদ্যুতীকরণের যোগফল।'** তিনি বললেন, রাশিয়া যদি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও শক্তিশালী টেকনিকাল সাজসরঞ্জামে ছেয়ে যায়, তাহলে আমাদের কমিউনিস্ট অর্থনৈতিক নির্মাণ হবে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক ইউরোপ ও এশিয়ার পক্ষে আদর্শস্বরূপ। তিনি বললেন, বিজ্ঞান ও টেকনলজির বিকাশ ছাড়া সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানও আবার সমাজতন্ত্র ছাড়া পূর্ণ প্রস্ফুরিত হতে পারে না। পুঁজিবাদী নিগড় থেকে বিজ্ঞানের মুক্তি দিতে পারে কেবল সমাজতন্ত্রই। আমাদের শত্রুরা তখন খুবই বোঝাচ্ছিল যে বলশেভিক পার্টি ও জনগণ বাধাবিঘ্ন সামলে উঠতে পারবে না, বিদ্যুতীকরণের কোনো কথাই ওঠে না। এমনকি নাম করা ইংরেজ, বহু কল্পোপন্যাসের লেখক হার্বার্ট ওয়েলসও লেনিনের

মহা প্রকল্প বুঝতে পারেন নি। ১৯২০ সালে উনি মস্কোয় এসেছিলেন, আলাপ করেন সোভিয়েত রাষ্ট্র নেতার সঙ্গে। লেনিনকে তিনি আখ্যা দেন ‘ক্রেমলিনের স্বপ্নদ্রষ্টা’। দেশের বিদ্যুতীকরণের নির্ভীক লেনিনীয় পরিকল্পনায় তিনি ‘বিদ্যুতের ইউটোপিয়া’ ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি। ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে বলেছিলেন, ‘বছর দশেক পরে ফের আসবেন, দেখবেন, ইতিমধ্যে কী করেছে রাশিয়া।’

১৯২০ সালের গোড়ায় লেনিনের উদ্যোগে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়রদের নিয়ে কমিশন গঠিত হয়, তার নেতৃত্বে থাকেন পার্টির প্রবীণ সভ্য গ. ম. ক্র্জিজানভস্কি। এ কমিশনের কাজ লেনিন কীভাবে চালান তার সাক্ষ্য দেবে গ. ম. ক্রজিজানভস্কি, র. এ. ক্লাসন, আ. ভ. ভিন্তের ও দেশের অন্যান্য বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীদের নিকট তাঁর অসংখ্য লেখা চিঠি ও চিরকুট। ১৯২০ সালের কঠোর পরিস্থিতির মধ্যেই লেনিনের পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্যুতীকরণের ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রের উৎপাদন শক্তি বাড়িয়ে তোলার এক বিরাট কর্মসূচি হাজির করল। স্থির হল ১০—১৫ বছরের মধ্যে ৩০টি বড়ো বড়ো বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, ১৯২০ সালের তুলনায় বিদ্যুৎ-উৎপাদন বাড়াতে হবে ১৭ গুণ, আর সাধারণ শিল্পোৎপাদন — প্রায় ১৫ গুণ।

এই পরিকল্পনাটিকে লেনিন পার্টির অর্থনৈতিক কাজের বনিয়াদ, তার দ্বিতীয় কর্মসূচি বলে গণ্য করেছিলেন। অর্থনীতির পরিকল্পিত, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সর্বাঙ্গীন বিকাশের ইতিহাস শুরু হয় এই পরিকল্পনা থেকেই। অর্থনৈতিক ভাঙচুর এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওই বছরগুলিতেই লেনিনীয় পরিকল্পনা কার্যকরী হতে শুরু করে। কী আনন্দই না লেনিনের হয়েছিল, যখন তাঁর উপস্থিতিতে মস্কোর উপকণ্ঠে ছোট্ট কাশিনো গ্রামে একদিন জ্বলে উঠল বিজলী বাতি, লোকে যার আদর করে নাম দিয়েছিল 'ইলিচের বাতি'।

অল্প কালের মধ্যেই পরিকল্পনা রূপায়িত হয় এবং ১৯৩৪ সালে ওয়েলস যখন ফের রাশিয়ায় আসেন, তখন স্বচক্ষেই তা দেখে যান।

কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মহান নেতার ক্লান্তিহীন বীরোচিত নেতৃত্বের ফলেই শ্রমিক ও কৃষকেরা সামরিক বিজয়লাভ করতে পেরেছে সোভিয়েত দেশের সংখ্যাবিপুল শক্তিশালী দুশমনদের ওপর।

১৯২০ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন আক্রমণ প্রতিহত করতে হয় সোভিয়েত জনগণকে। এবার আমাদের দেশে হামলা চালায় পোলীয় জমিদার ও বুর্জোয়ারা, যাদের পেছনে ছিল আবার সেই ইংরেজ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা।

ফ্রন্টযাত্রী লাল ফৌজীদের সামনে ১৯২০ সালের ৫ই মে'র বক্তৃতায় লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে সোভিয়েত রাষ্ট্র যুদ্ধ চায় না, এ যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ওপর। পোল্যাণ্ডের যে শাসক শ্রেণী এ যুদ্ধ বাধিয়েছে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেন তিনি এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে পোলীয় শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানান ও বলেন যে পোল্যাণ্ডের জনগণের প্রতি আমাদের দেশের জনগণের গভীর সহানুভূতি আছে।

এবারেও সোভিয়েত রাশিয়াকে দমনের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। সেই বছরেই শরতে ক্রিমিয়ায় তাদের শেষ তল্পীবাহক ব্যারন ভ্রাঙ্গেলের অভিযানও বিধ্বস্ত হল।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম নির্ধারক সংগ্রামে জয়লাভ করল সমাজতন্ত্র। সঙ্গত গর্বেই লেনিন বলেছিলেন, 'সকলকেই আমরা রুখেছি।'

গৃহযুদ্ধের শেষ হল সোভিয়েত জনগণের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিজয়ে। সত্য হল লেনিনের দিব্যবাণী, 'সে জাতির কখনো পরাজয় নেই, যেখানে শ্রমিক কৃষকদের অধিকাংশ নিজেরা জেনেছে, অনুভব করেছে ও দেখেছে যে তারা রক্ষা করছে নিজস্ব সোভিয়েত ক্ষমতা — মেহনতীদের ক্ষমতা।'

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অনুপ্রাণক ও সংগঠক

গৃহযুদ্ধের সমস্ত দুর্বিষহতার মধ্য দিয়ে নির্ভয়ে নিপুণভাবে জনগণকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল লেনিনের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু শান্তিপূর্ণ নির্মাণের পথেও ছিল নতুন ধরনের সব বিপুল বাধা। সাম্রাজ্যবাদীরা সমরশক্তিতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি বটে, তবে দেশটাকে এতই তারা ছারখার করেছিল যে, লেনিনের ভাষায়, 'তাদের আধা লক্ষ্যসিদ্ধি' হয়। যুদ্ধ পূর্বে যে স্বল্প পরিমাণ উৎপন্ন হত তারো এক সপ্তমাংশে নেমে গিয়েছিল শিল্পোৎপাদন। কলকারখানাগুলির সবচেয়ে খারাপ হাল হয়েছিল সেই সব এলাকায়, যেখানে লুটপাট চালিয়েছিল শ্বেতরক্ষী ও বৈদেশিক দখলদারীরা। জ্বালানি ও কাঁচা মালের অভাবে বেশির ভাগ কলকারখানাই অচল হয়ে থাকে। লোহার উৎপাদন ছিল মাথা পিছু এক কিলোগ্রামও নয় এবং কার্পাস বস্ত্র এক মিটারেরও কম। একেবারেই ধ্বংসের অবস্থায় পৌঁছেছিল রেল পরিবহন। শহরের শ্রমিকেরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল।

কৃষিকাজ চূড়ান্ত রকম ভেঙে পড়েছিল। যখন গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপ শুরু হয়, তখন কৃষক

জনগণ সোভিয়েত রাজকে সমর্থন করে, কেননা সোভিয়েত রাজই তাদের জমি দেয়, মুক্ত করে জমিদারদের অত্যাচার থেকে। যুদ্ধের সমস্ত চাপ তারা সহ্য করে, আত্মবলি দেয়, সামরিক কমিউনিজমের রাজনীতি মেনে নেয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ নির্মাণের পথে যখন দেশ এগুল, তখন উদ্বৃত্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল কৃষকেরা। কৃষির উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক শিল্পদ্রব্য চাইতে লাগল তারা, অথচ তা ছিল না। নিজের মেহনতের ফল নিজের খুশিমতো বিলি বন্দোবস্ত করতে চাইছিল তারা, বাজারে তা বেচে যোগ্য মূল্যে শিল্পদ্রব্য কিনতে চাইছিল, কিন্তু সামরিক কমিউনিজমের পর্বে তা ছিল নিষিদ্ধ।

কৃষকদের অসন্তোষ কাজে লাগাচ্ছিল নব ব্যবস্থার শত্রুরা। সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে নামার জন্য তারা উসকিয়ে তুলছিল কৃষকদের। মধ্য রাশিয়া, ইউক্রেন, দন, সাইবেরিয়ার বহু জায়গায় কুলাক হাঙ্গামা বাধাতে পারে তারা, মাঝারি চাষীদের একাংশও তাতে যোগ দেয়। ১৯২১ সালের মার্চে ক্রনশ্‌তাদ্‌ৎ-এ জ্বলে উঠল প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ।

দেশের এই বিপদ মুহূর্তে নতুন শক্তিতে প্রকাশ পেল লেনিনের বিজ্ঞতা। পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যধারায় নির্ভয়ে একটা চূড়ান্ত মোড় নেবার প্রস্তাব করলেন পার্টি ও জনগণের এই নেতা।

গর্কিতে ভ. ই. লেনিন। ১৯২২

ফোটো
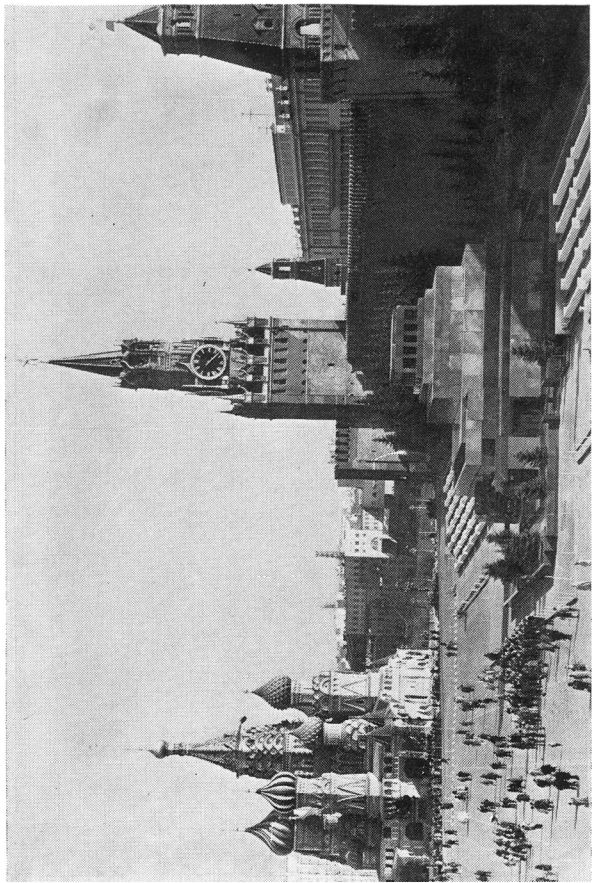
লাল ময়দানে লেনিন স্মৃতিসৌধ

ফোটো

১৯১৮ সালেই 'সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য' পুস্তিকায় লেনিন যা উল্লেখ করেছিলেন সেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ সৃষ্টির পরিকল্পনাকে বিকশিত করাই হল লেনিন রচিত নয়া অর্থনৈতিক পলিসির বৈশিষ্ট্য।

লেনিন বোঝালেন যে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্স্থাপনের কাজটা শুরু করতে হবে কৃষি দিয়ে, কেননা শিল্প কেন্দ্রগুলির শস্য ও কাঁচা মালের চাহিদা তা একেবারে মেটাতে পারছে না। আর এছাড়া শিল্পের উত্থান ও গুরু শিল্পের বিকাশের জন্য সঙ্গতি সঞ্চয় সম্ভব নয়।

লেনিন বললেন, আমাদের দেশে ক্ষুদে কৃষির প্রাধান্য। বহু কোটি কৃষকের সঙ্গে একত্রে বাস করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীকে, তাদের পুনঃশিক্ষিত করে তুলতে হবে, টেনে আনতে হবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে। আর এটা সম্ভব কেবল নয়া অর্থনৈতিক পলিসিতে।

এ পলিসির মূল কথা কী? কেন তাকে বলা হল নয়া?

উদ্বৃত্ত গ্রহণ ব্যবস্থার বদলে খাদ্য করের প্রবর্তন, উদ্বৃত্ত শস্য ও অন্যান্য কৃষি দ্রব্যের ব্যক্তিগত বাণিজ্য মঞ্জুরের প্রস্তাব করলেন লেনিন। বাণিজ্যের উন্নত ব্যবস্থা এবং সমবায় পুনর্গঠনের কর্তব্য তিনি রাখলেন পার্টির সামনে। দাবি করলেন, বাণিজ্য শিখতে হবে

কমিউনিস্টদের, পংজিপতিরা যা করেছে তার চেয়ে শস্তায় ও ভালোভাবে শ্রমিক কৃষকদের জন্য পণ্য জোগানো শিখতে হবে। ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, তখন শস্যের অধিক উৎপাদনে আগ্রহ হবে কৃষকদের, এবং সমস্ত জাতীয় অর্থনীতির পনুর্বাসন ও বিকাশে তা একটা প্রেরণা দেবে। লেনিন বোঝালেন, নয়া অর্থনৈতিক পলিসিতে জোরদার হবে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের ঐক্য, সংহত হবে সোভিয়েত রাজ।

পংজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্বে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের নয়া অর্থনৈতিক পলিসিই ছিল একমাত্র সঠিক পলিসি। প্রথম দিকটায় নয়া অর্থনৈতিক পলিসি খানিকটা পিছ্ হটাই বটে, কেননা এতে ব্যক্তিগত ব্যবসা ও মজুর ভাড়া করতে দেওয়া হয়, যাতে পংজিবাদের আংশিক পনুরুজ্জীবন ঘটে। কিন্তু এই পিছ্ হটাটা ছিল সাময়িক, সোভিয়েত ব্যবস্থার পক্ষে তাতে বিপদের কিছ্ ছিল না। শ্রমিক কৃষকদের হাতেই ক্ষমতা রইল। শিল্প, জমি, ব্যাংক, রেলপথ, নদী ও সামুদ্রিক পরিবহন ছিল রাষ্ট্রের মালিকানায়।

১৯২১ সালে হল বলশেভিক পার্টির দশম কংগ্রেস। বিশেষ গুরুত্ব ছিল তার। নয়া অর্থনৈতিক পলিসিতে উৎক্রমণের লেনিনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয় এতে। সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস,

নতুন পরিস্থিতিতে তার ভূমিকা ও কর্তব্য নির্ধারণ করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি হল প্রশাসনের স্কুল, অর্থনীতি পরিচালনার স্কুল, কমিউনিজমের স্কুল, এই লেনিনীয় প্রতিজ্ঞা অনুমোদন করে কংগ্রেস।

যেসব দুরূহতার মধ্য দিয়ে দেশকে যেতে হয় তার একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেও। ১৯২০ সালের শেষাশেষি পার্টি সভ্য ছিল ৭ লক্ষেরও বেশি। শ্রমিকেরা ছিল অর্ধেকের কম, এক চতুর্থাংশ কৃষক এবং বাকিরা — কেরানি, কারুজীবী, বুদ্ধিজীবী। প্রাক্তন কিছু মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিও পার্টিতে ঢুকে পড়ে। পার্টির একাংশ ছিল রাজনৈতিকভাবে অস্থির। ত্রৎস্কি, বুখারিন ও অন্যান্য উপদলকর্তাদের নেতৃত্বে পার্টি-বিরোধী গ্রুপের ক্রিয়াকলাপ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লেনিনের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পথ এবং ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার প্রশ্নে তারা আপত্তি করে পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে। বিরোধীরা পার্টি শৃঙ্খলা অমান্য করে, চেষ্টা করে পার্টিতে ভাঙন ধরিয়ে তার শক্তি ক্ষুণ্ণ করতে।

বিপদটা টের পেলেন লেনিন। পার্টির ঐক্যে তিনি চূড়ান্ত গুরুত্ব অর্পণ করতেন। এই ঐক্যেই রয়েছে তার শক্তির একটা মূল উৎস। লেনিন দেখালেন, পার্টির ভেতরে ফাটল ধরলে তার অনিবার্য পরিণতি হবে

শ্রমিক ও কৃষক মৈত্রীর পতন, সোভিয়েত রাজের ধ্বংস, আমাদের দেশে পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তন।

পার্টির মধ্যে বিভিন্ন উপদল ও পার্টি বিরোধী গ্রুপের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আনলেন লেনিন। পার্টি সংহতির লেনিনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস এবং ঘোষণা করে যে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য অবধি পার্টির যেকোনো সভ্যকে উপদলীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য বহিষ্কৃত করা যাবে পার্টি থেকে। ১৯২১ সালে লেনিন পার্টি শুদ্ধিকরণের প্রস্তাব করেন। পার্টির পক্ষে বিজাতীয় সব আঁটুলিদের — অসাধু, অদৃঢ় এবং আমলাতন্ত্রীভূতদের ঝেড়ে ফেলে পার্টি শুদ্ধির ডাক দিলেন তিনি। শুদ্ধির ফলে পার্টির সংবিনন্যাস উন্নত হল, দৃঢ় হল তার ঐক্য।

উদ্বৃত্ত খাদ্য আদায়ের বদলে ফসলী কর প্রবর্তনের আইন অনুমোদিত হবার পরই লেনিন সিদ্ধান্তটা কার্যকরী করার জন্য প্রতিদিন খেটেছেন। কৃষি উৎপাদনের উন্নত ব্যবস্থা এবং তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশ দেন তিনি, সর্বোপায়ে কৃষির সমাজতান্ত্রিক সেক্টরকে সমর্থন করে যান, লেনিনের মতে যা ছিল সত্যি করেই প্রলেতারীয় কৃষি, সেই রাষ্ট্রীয় খামারের ক্রিয়াকলাপ তিনি মন দিয়ে অনুধাবন করতেন, যৌথ কৃষিতে উৎসাহ দিতেন, যদিও

ও ব্যাপারে তাড়াহুড়োর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার ছিলেন তিনি।

'খাদ্য কর প্রসঙ্গে' পুস্তিকায় এবং 'অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে', 'বর্তমানে এবং সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয়ের পরে স্বর্ণের তাৎপর্য' নামক প্রবন্ধে লেনিন শ্রমিক কৃষকদের বিশদে বোঝান, নয়া অর্থনৈতিক পলিসির মূলকথা কী এবং তা বাস্তবে কার্যকরী করার উপায় নির্দেশ করেন। লেনিনের নির্দেশের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন ও জনগণের অবস্থা উন্নয়নের জন্য কাজ চালু করে পার্টি।

লেনিনের ক্রিয়াকলাপ ছিল অক্লান্ত এবং অসাধারণ বহুমুখী। দনবাস, বাকুর তৈলশিল্প, লোহাকারখানা — সর্বত্রই তিনি ব্যবহারিক নির্দেশ পাঠাতেন। জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে কুস্কের্র লোহা আকরিকের তাৎপর্য কী বিরাট তা তিনি একাধিকবার বলেছিলেন। লেনিনের প্রত্যক্ষ পরিদর্শনে গড়া হয় প্রথম বিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি। হিসেবিয়ানা, উৎপাদনের লাভজনকতা, শ্রমফলে শ্রমিকদের স্বার্থ, মালমসলার মিতব্যয় ও উৎপাদনের উন্নতির জন্য উৎসাহদান — এ সবই লেনিন মনে করতেন শিল্প পুনরুদ্ধার ও তার বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। 'আমার মতে ট্রাস্ট ও কারখানাগুলি,' লিখেছিলেন তিনি, 'হিসেবিয়ানার ভিত্তিতে দাঁড় করানো হয়েছে ঠিক এই জন্য যে নিজেদের কারখানাটির

যাতে লোকসান না যায় তার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী এবং তদুপরি পুরোপুরি দায়ী থাকবে।’

বৈষয়িক স্বার্থাগ্রহের নীতিটি বিশেষ করে সমর্থন করেছিলেন লেনিন। তিনি লেখেন, ‘ব্যক্তিগত স্বার্থাগ্রহ ছাড়া কিছু হবে না। **স্বার্থাগ্রহ জাগাতে পারা** চাই।’ সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেহনতীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের দায়িত্ব বোধ বাড়ানো, কাজের প্রতি হিসেবী মনোভাব নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির প্রতি বেহিসেবী মনোভাব ও রাষ্ট্রীয় অর্থের অপব্যয়ের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়ভাবে লড়েন। জাতীয় সম্পদের মিতব্যয় হল কমিউনিস্ট সমাজের নিয়ম। সেটা প্রকাশ পেয়েছে লেনিনের এই সূত্রে: ‘এরূপ সময়ে — এবং খাঁটি কমিউনিস্ট সমাজের পক্ষে কথাটা সর্বদাই সঠিক — প্রতিটি পুদ খাদ্য ও জ্বালানি সত্য সত্যই পবিত্র।’

পার্টি ও সোভিয়েত সরকার জাতীয় অর্থনীতির কেন্দ্রীভূত পরিকল্পিত পরিচালনাকে জোরালো করে তোলেন, সেই সঙ্গে স্থানীয় অঞ্চলে স্বাবলম্বন ও সৃজনোদ্যোগ বাড়িয়ে তোলার জন্যও সবকিছু করেন। তখন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি গ. ম. ক্রজিজানভস্কির নিকট লেখা পত্রগুলি থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির কাজ নিয়ে লেনিন কী গভীরভাবে ভেবেছিলেন, কী প্রবলভাবে

দাবি করতেন, যেন পরিকল্পনা হয় জীবনের সঙ্গে জড়িত, তা যেন দাঁড়ায় বিজ্ঞানের ওপর, জনগণের ব্যবহারিক অগ্রণী অভিজ্ঞতার ওপর।

বিস্তর কাজ সত্ত্বেও ভ্লাদিমির ইলিচ বিজ্ঞান ও টেকনলজির ক্ষেত্রে আধুনিক ও ভবিষ্যৎগর্ভ আবিষ্কারগুলির হিসেব নিতে ভুলতেন না। দনবাসে যন্ত্র দিয়ে কয়লা কাটা, পিট তোলার হাইড্রলিক পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি জীবন্ত আগ্রহ পোষণ করতেন। উদ্ভাবন নিয়ে তাঁর কী উৎসাহ ছিল এবং সর্বোপায়ে উদ্ভাবকদের কীভাবে সাহায্য করতেন তার অনেক দলিল আছে।

প্রশাসনের সংগঠন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজে অনেক মন দিতেন তিনি। রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজে অনুষ্ঠানসর্বস্বতা, গাড়িমসি এবং শৈথিল্যে তিনি ভারি রাগ করতেন। কেন্দ্রীয় কিছু কিছু দপ্তরে গড়িমসি ও আপিসী মনোবৃত্তি উপলক্ষে লেনিন লিখেছিলেন, 'সোভিয়েত প্রশাসন যন্ত্রকে কাজ করতে হবে নিখুঁতভাবে, যথাযথ ও দ্রুত।'

সোভিয়েত আইন রচনার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিতেন লেনিন, বিপ্লবী আইন পালনের জন্য সংগ্রাম করতেন। ভালো করে না ভেবেচিন্তে তাড়াহুড়ো করে প্রশাসন যন্ত্রের পুনর্নির্মাণের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। 'পুনঃসংগঠনে আমার মারাত্মক ভয়,'

লিখেছিলেন তিনি ১৯২২ সালের জানুয়ারিতে। মোটের ওপর বড়ো যেকোনো ব্যবস্থাকে তিনি বাস্তবে পরীক্ষা করে পরে আইন হিসেবে প্রচলনের পরামর্শ দিতেন। তিনি শিক্ষা দেন, আইন প্রণয়ন করতে হবে 'তিনগুণ দেখে শুনে, **সাত বার মাপ নিয়ে।**'

সোভিয়েত ও পার্টি কর্মীদের লেনিন যত ভালো করে চিনতেন, তেমন আর কেউ নয়। এঁদের মধ্যে কমিউনিজমের প্রতি নিষ্ঠা, কাজের গভীর জ্ঞান, পার্টি লাইন অনুসরণে দৃঢ়তা, আর সেই সঙ্গে নমনীয়তা এবং লোকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি ও মনোযোগে লেনিন খুবই মূল্য দিতেন।

ভ্লাদিমির ইলিচ মনে করতেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্টি কর্মীদের নানা স্থানে যাতায়াত করা ভালো। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটির যন্ত্রটিকে শক্তিশালী করে স্থানীয় এলাকার সঙ্গে **ঘনিষ্ঠ করা** দরকার'; তিনি প্রস্তাব দেন, 'অর্থনৈতিক কর্মীরা (কেন্দ্রীয় কমিটির) যেন স্থানীয় এলাকাগুলোকে টেনে তোলে, যাচাই করে, উপদেশ দেয়।' কর্মী নির্বাচন, স্থাপন ও লালনের ব্যাপারে পার্টি এই লেনিনীয় নীতিতেই পরিচালিত হয়ে এসেছে ও হচ্ছে।

প্রশাসনসর্বস্বতা, হুকুমদারী পদ্ধতি, কমরেডদের প্রতি, অধীনস্থদের প্রতি রূঢ়তার তীব্র নিন্দা করতেন লেনিন। ১৯১৯ সালের মার্চে আ. গ. প্রাভদিনের

(স্বরাষ্ট্র জনকমিশারিয়েতের মণ্ডলী সদস্য) রূঢ় আচরণের কথা জানতে পেরে তিনি জনকমিশার গ. ই. পেত্রভস্কিকে বলেন যে প্রাভদিনকে শাস্তি দেওয়া উচিত, নিয়ন্ত্রণ করা উচিত তার কাজকর্ম, কেননা 'নির্বোধ হুকুমদারির ঝোঁক' আছে তার।

লোকের মূল্য স্থির করার সময় লেনিন মেহনতীদের মতামত শোনার পরামর্শ দিতেন। তিনি লিখেছিলেন, 'যে মানুষ মুখের ঘাম পায়ে ফেলে রুটি রোজগার করছে, বিশেষ সুযোগ ও 'দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ' যার নেই, তেমন মানুষের মনে যারা বিতৃষ্ণা জাগায় তাদের সঙ্গে সৎ ও অনুগত কমিউনিস্টদের পার্থক্য মেহনতীজন ধরতে পারে খুবই চট করে।'

কাজের চাপ ও ১৯১৮ সালের গুরুতর জখমের ফলে (একটা গুলি তখনও বার করা যায় নি) লেনিনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯২১ সালের শীতকাল থেকেই ডাক্তারের জিদে তাঁকে প্রায়ই কাজ থামিয়ে চিকিৎসা ও বিশ্রাম নিতে হত। ১৯২২ সালে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। তাহলেও রোগে দৃক্‌পাত না করে লেনিন দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

১৯২২ সালের মার্চে লেনিন পার্টির একাদশ কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টে লেনিন নয়া অর্থনৈতিক পলিসির প্রথম বছরের খতিয়ান করেন। সানন্দে তিনি বলেন, জাতীয়

অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই উত্থান শুরু হয়েছে, জোরালো হয়েছে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের ঐক্য। সেই সঙ্গেই লেনিন ত্রুটির তীব্র সমালোচনা করেন এবং সোভিয়েত, পার্টি ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির কাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে চালিত বলশেভিক সমালোচনা ও আত্মসমালোচনায় নিদর্শন রাখেন। লেনিন ঘোষণা করলেন, পিছু হটা শেষ হয়েছে, এবার পুঁজিপতি অংশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠন করা দরকার। নতুন জীবন নির্মাণে পার্টির ভূমিকা উল্লেখ করে লেনিন এই দিব্যবাণী করেন যে বিশ্বে এমন কোনো শক্তি নেই, যা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জন হরণ করতে সমর্থ, কেননা এ অর্জন হয়ে উঠেছে বিশ্ব ঐতিহাসিক। পার্টি কংগ্রেসে এই লেনিনের শেষ বক্তৃতা।

গ্রীষ্মে লেনিন মস্কোর উপকণ্ঠে গর্কিতে চলে আসেন। মে মাসের শেষাশেষি তাঁর পীড়ার তীব্র প্রকোপ দেখা দেয়। স্বাস্থ্যের খানিকটা উন্নতির পরই ভ্লাদিমির ইলিচ জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে নতুন করে কাজকর্ম সংক্রান্ত পত্রালাপ শুরু করেন এবং দাবি করেন, তাঁর জন্য বইপত্র পাঠানো হোক। এ সময় তিনি যে সব বইপত্র পড়েছেন তা সংরক্ষিত আছে গর্কি-মিউজিয়মে: ৩২টি বিভিন্ন দৈনিক পত্র, নানা ভাষায় ১৩৭টি পত্রিকা এবং অসংখ্য বই।

দেশের প্রতি কোণ থেকে শ্রমিক ও কৃষকেরা ব্যাকুল অভিনন্দন পত্র পাঠাত ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে, আপন নেতার প্রতি অগাধ ভালোবাসা প্রকাশ পেত তাতে, তাঁর পরিপূর্ণ আরোগ্যের কামনা জানাত তারা। 'গজনাক' প্রথম কারখানার (মস্কো) শ্রমিকেরা এই সিদ্ধান্ত নেয়: 'ভ্লাদিমির ইলিচকে তিন মাসের ছুটি দেওয়া হোক, যাতে মেহনতীদের হিতার্থে তিনি তাঁর শক্তি ফিরে পান, সেজন্য তাঁর কাছে অবিলম্বে ডাক্তারের নির্দেশ পালনের দাবি করা হোক।'

তাম্বভ গুবেনির্য়ার বরিসগ্লেব্স্ক উয়েজ্দের মুচ্কাপ ভলোস্তের কৃষকেরা লেখে, 'আমাদের অতি প্রিয় গুরু ও কমরেড, আমরা ভলোস্ত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ১৫,০০০ চাষীর পক্ষ থেকে তোমার দ্রুত ও পরিপূর্ণ আরোগ্যের কামনা জানাই। আমাদের গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করে, তুমি ফের আমাদের কল্যাণের ডিক্রিতে সই দিতে শুরু করবে কবে। আমরা... অনুরোধ করি, অকালে শয্যা ছেড়ে উঠো না, পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও আরোগ্য কামনা করি।'

অক্টোবরে লেনিন কাজে ফিরলেন। জনকমিশার পরিষদে সভাপতিত্ব করেন তিনি, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে অংশ নেন, বক্তৃতা দেন।

১৯২২ সালের ১৩ই নভেম্বর কমিণ্টার্ণের চতুর্থ কংগ্রেসে লেনিন রিপোর্ট দেন 'রুশ বিপ্লবের পাঁচ বছর

ও বিশ্ববিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত'। প্রতিনিধিদের লেনিন বলেন, নয়া অর্থনৈতিক পলিসির ফলে সোভিয়েত রাজ কী সাফল্য অর্জন করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণের বীরোচিত পরিশ্রমের দৌলতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র নয়া অর্থনৈতিক পলিসির ভিত্তিতে একটা সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে। ফিনান্স ব্যবস্থা শক্ত হয়েছে, বাণিজ্যের সুব্যবস্থা ঘটেছে, কৃষকজোত মজবুত হয়েছে, লঘু শিল্প পুনরুদ্ধারে এক ধাপ এগুনো গেছে, গুরু শিল্পের ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা বাঁক নেওয়া হয়েছে, শ্রমিকদের অবস্থা ফিরেছে, সাংস্কৃতিক গঠনকাজেও কৃতিত্ব আছে। লেনিন দেখালেন যে সাফল্যগুলি ঘটেছে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের সঠিক নীতির ফলে।

বক্তৃতার শেষে লেনিন বলশেভিক পার্টির অভিজ্ঞতা ও রুশ বিপ্লবের শিক্ষাকে ছকবাঁধাভাবে নয়, সৃজনমূলকভাবে প্রয়োগের আহ্বান জানান।

২০শে নভেম্বর মস্কো সোভিয়েতের পূর্ণাধিবেশনে বক্তৃতা দেন লেনিন। শ্বেতরক্ষী ও হস্তক্ষেপকারীদের ছত্রভঙ্গ করার পর দেশের অবস্থা কী তার বর্ণনা দেন তিনি, জনগণের সামনে কর্তব্য কী, তা সাধনের পথ ও পদ্ধতি কী তা নির্দেশ করেন, হিসেব করে অর্থনীতি চালাবার ডাক দেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে

পার্টির ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দেন লেনিন। এই দৃঢ় বিশ্বাস তিনি প্রকাশ করেন যে 'নয়া অর্থনৈতিক পলিসির রাশিয়া পরিণত হবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায়।' প্রকাশ্য বক্তৃতা লেনিনের এই শেষ।

জাতিসমূহের সৌহার্দ্যবৃদ্ধির দিকে খুবই নজর দেন লেনিন। সর্বদাই তিনি লড়ে এসেছেন জাতীয় পীড়ন ও অসাম্যের বিরুদ্ধে, যাতে শোষকদের পক্ষে ভারি সুবিধা হয়। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলিকে বিকশিত করে তোলার জন্য অক্লান্ত যত্ন নেন লেনিন, জাতিসমূহের বন্ধুত্বের মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের সুদৃঢ়তার বনিয়াদ। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলিকে একটি একক ইউনিয়ন রাষ্ট্রে মিলিত করার কর্তব্য তিনি হাজির করেন। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্যদের কাছে প্রেরিত 'সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন' এবং 'জাতিসমূহ অথবা 'স্বায়ত্তশাসনীভূতির' প্রশ্ন প্রসঙ্গে' চিঠিগুলোতে লেনিন প্রজাতন্ত্রগুলির সম্মিলনের মূল ভিত্তি পেশ করেন, যথা: সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন — সমাধিকার সম্পন্ন স্বাধীন জাতিসমূহের স্বেচ্ছাকৃত ইউনিয়ন, যা গড়ে উঠবে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতিতে। এটা হবে এক নতুন, ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব,

জাতিসমূহের মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত এক বহুজাতিক রাষ্ট্র। এতে লেনিন দেখেছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবিনাশী শক্তির উৎস।

প্রথম সারা ইউনিয়ন সোভিয়েত কংগ্রেস (১৯২২, ডিসেম্বর) গ্রহণ করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত। এসময় লেনিন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই তিনি কংগ্রেসে অনুপস্থিত ছিলেন। তবে কংগ্রেসের সব কাজ, সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের ঘোষণা ও ইউনিয়ন চুক্তি রূপায়িত হয়েছিল তারই নির্দেশ অনুসারে। এগুলোতে স্থান পেয়েছিল সব জাতির সমাধিকার ও সহযোগিতার আদর্শ। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন লেনিন।

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে ফের তাঁর ব্যাধির প্রবল প্রকোপ দেখা গেল। ১৯২৩ সালের জানুয়ারি — ফেব্রুয়ারিতে তিনি খানিকটা সেরে উঠলেন। এই সময় তিনি শ্রুতিলিখন দিয়ে যান তাঁর শেষ বিখ্যাত প্রবন্ধগুলির: 'কংগ্রেসের নিকট পত্র', 'দিনলিপির পাতা', 'সমবায় প্রসঙ্গে', 'আমাদের বিপ্লব', 'কীভাবে শ্রমিক ও কৃষক পরিদর্শন পুনর্গঠিত করা উচিত', 'বরং অল্প, কিন্তু ভালো করে'।

অটল সংকল্পে, নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের চেতনায়, পিতৃভূমির ভবিষ্যতের জন্য, সোভিয়েত

দেশের পরবর্তী বিকাশের জন্য উদ্বেগে লেনিন তাঁর ব্যাধির ক্লেশ জয় করে যা নিষ্পন্ন করে যান সেটা মনে হতে পারে যেন বা মানবিক সাধ্যের অতীত। গুরুতর পীড়া সত্ত্বেও মাস দেড়েক সময়ের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করে যান এক গুচ্ছ অপূর্ব রচনা।

লেনিনের শেষ পত্র ও প্রবন্ধগুলির তাৎপর্য মূল্যায়ন করা কঠিন। পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এই লেখাগুলি আসলে যেন একটিই রচনা, যার মধ্যে লেনিন তাঁর আগেকার লেখা ও বক্তৃতার যুক্তি ও প্রস্তাবগুলিকে আরো বিকশিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণের মহা পরিকল্পনার সংরচন সমাপ্ত করেন এবং বিশ্বমুক্তি আন্দোলনের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতের আলোয় সাধারণ রূপরেখায় হাজির করেন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কর্মসূচি।

লেনিন মনে করতেন, সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য আবশ্যক সবকিছুই রাশিয়ায় যথেষ্ট আছে। ভ্লাদিমির ইলিচের মতে, পার্টির প্রধান কর্তব্য হল শিল্প, বিশেষ করে গুরু শিল্পের পুনর্স্থাপন ও অধিকতর বিকাশ সাধন, টেকনিকাল ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অবসান, বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলির সমপর্যায়ে উত্তরণ। তার জন্য দরকার বৃহৎ শিল্পের বিকাশ, সারা দেশের শিল্পায়ন ও বৈদ্যুতীকরণ, শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের ঐক্য সংহত করা অপরিহার্য বলে লেনিন মনে করেন। শ্রমিক শ্রেণীর উচিত কৃষকদের চালিত করা, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে তাদের টেনে আনা, কৃষকদের ছোটো ছোটো, বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিগত জোতকে বড়ো বড়ো যন্ত্রীকৃত, যৌথ কৃষিতে ঢেলে সাজতে তাদের সাহায্য করা। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে কৃষকদের টেনে আনার একমাত্র পথ হল — সমবায়। সমবায়ের মধ্য দিয়ে কৃষকদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে যুক্ত করা যায় রাষ্ট্র ও সমগ্র সমাজের সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে। সমবায় সংগঠনে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে হবে কৃষকদের — তাদের জোগাতে হবে ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র। ১৯১৯ সালেই পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গ্রামাঞ্চলে কাজের বিষয়ে রিপোর্টে লেনিন বলেছিলেন যে গ্রামে যদি আমরা এক লাখ প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাক্টর পাঠাতে পারতাম আর জোগান দিতে পারতাম ট্র্যাক্টর চালক, তাহলেই কৃষকেরা কমিউনিজমের পক্ষ নিত।

সমাজতন্ত্র নির্মাণকে লেনিন জড়িত করেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সঙ্গে। এ কাজটা ছিল অসীম গুরুত্বপূর্ণ। জনশিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে যেন কুণ্ঠা না করা হয় — এই প্রস্তাব দেন তিনি। দ্রুত নিরক্ষরতার অবসান, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিশেষ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাল-বিস্তার, বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রের

বিকাশ এবং নিজস্ব জাতীয় বুদ্ধিজীবী গড়ার কর্তব্য তিনি পার্টির কাছে হাজির করেন।

লেনিন শেখালেন, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রই হল সমাজতন্ত্র নির্মাণের মূল হাতিয়ার। সোভিয়েত রাজ সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র গড়েছে, ব্যাপকভাবে তার কাজে টেনেছে মেহনতী জনগণকে। এ এক বিপুল ঐতিহাসিক বিজয়। কিন্তু এ যন্ত্রের কয়েকটা ধাপ প্রথম দিকে ভালো কাজ করছিল না। নবীন সোভিয়েত কর্মীদের রাষ্ট্রীয় কাজের অভিজ্ঞতা তখনো হয় নি।

জনগণ যাতে রাষ্ট্র চালায়, ব্যাপারটার টেকনিকাল দিকটা আয়ত্ত করে, তার জন্য অধ্যবসায় নিয়ে শিক্ষা দেন লেনিন। আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, জনগণের প্রয়োজন ও স্বার্থের প্রতি হৃদয়হীন আচরণের বিরুদ্ধে, অনুষ্ঠানসর্বস্বতার বিরুদ্ধে দৃঢ় লড়াই করে গেছেন তিনি। নিজের উদাহরণ দিয়ে তিনি সংগঠনশীলতার দৃষ্টান্ত রাখতেন। তাঁর সভাপতিত্বে জনকমিশার পরিষদের অধিবেশন সর্বদাই হয়েছে কাজের অধিবেশন। মিনিটের জন্যেও কখনো তাঁর দেরি হয় নি। বক্তারা ৩—৫ মিনিটের বেশি বলতে পেতেন না। রিপোর্টদাতা ও সমস্ত বক্তাদের কাছ থেকে তিনি সুনির্দিষ্ট, যাচাই করা তথ্য, সংখ্যা ও পরিচ্ছন্ন প্রস্তাবের দাবি করতেন। মামুলী বুলি, ভাবোচ্ছ্বাসের

বিবৃতি, ঝাপসা অনির্দিষ্ট বিবরণ তিনি সইতে পারতেন না। এলাকার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিদের কথা, সাধারণ কর্মীদের অভিমত তিনি মন দিয়ে শুনতেন। কমিশনে তিনি সাগ্রহেই নতুন নতুন লোক টেনে আনতেন, বিশেষ দায়িত্ব দিতেন তাদের উপর।

কাজের যৌথপদ্ধতিকে খুব মূল্যবান জ্ঞান করতেন লেনিন, তাতে উৎসাহ দিতেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বা জনকমিশার পরিষদে আলোচনা না করে একা একা কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনি অন্যায় মনে করতেন। সর্বদাই সমস্যাটির সর্বাঙ্গীন বিচার ও যৌথ সিদ্ধান্ত আদায় করতেন তিনি। যৌথতন্ত্রকে তিনি পার্টি ও রাষ্ট্র পরিচালনার জরুরী নীতি বলে গণ্য করতেন।

লেনিনের আমলে এ নীতিরও অন্যথা হয় নি কখনো। এমনকি গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে যখন কংগ্রেস বসানো ছিল খুবই কঠিন, তখনো কংগ্রেস বসেছে বছরে বছরে: ১৯১৮ সালে সপ্তম কংগ্রেস, ১৯১৯ সালে অষ্টম কংগ্রেস, ১৯২০ সালে নবম কংগ্রেস, ১৯২১ সালে দশম কংগ্রেস, ১৯২২ সালে একাদশ কংগ্রেস। ১৯২৩ সালে দ্বাদশ কংগ্রেসে লেনিন পীড়ার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেন নি, কিন্তু কংগ্রেস চলেছিল তাঁর নির্দেশ ক্রমে।

সেই সঙ্গে লেনিন বোঝালেন যে যৌথ নেতৃত্বে অর্পিত কাজটার জন্য কঠোর ব্যক্তিগত দায়িত্ব নাকচ হচ্ছে না, বরং স্বীকৃত হচ্ছে। সমস্ত সোভিয়েত ও পার্টি কর্মীদের কাছ থেকে লেনিন দাবি করতেন উদ্যোগ, উচ্চমাত্রার ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ, সোভিয়েত রাজের আইন ও নির্দেশ প্রতিপালনের কঠোর যাচাই, লেনিন যা বলতেন, বাস্তবে কী দাঁড়াচ্ছে তার যাচাই। বিশেষ রকমের উঁচু দাবি তিনি করতেন কমিউনিস্টদের কাছ থেকে। একাধিকবার লেনিন বলেছেন, আপনারা হলেন বলশেভিক পার্টির প্রতিনিধি, আপনাদের আচরণ দেখেই লোকে গোটা পার্টিকে বিচার করবে। তাই সবকিছুতে এবং সর্বত্র সুদৃষ্টান্ত দেখানো আপনাদের দায়িত্ব। লেনিন এইটেতে জোর দেন যে অন্যান্য মেহনতীদের তুলনায় কোনো বিশেষ সুযোগ ও অধিকার পার্টি সভ্যদের নেই, আছে কেবল আরো বেশি দায়িত্ব।

তীব্র ও গভীরভাবে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের ত্রুটি উদ্ঘাটন করে লেনিন অতীত জেরের চূড়ান্ত মূলোচ্ছেদ, রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে বাহুল্যের সমস্ত চিহ্ন দূরীকরণের দাবি করতেন। এ যন্ত্রের সহজীকরণ, ব্যয়হ্রাস ও সংক্ষেপন আদায় করেন তিনি। শ্রমের প্রতি, দায়িত্বের প্রতি নতুন সমাজতান্ত্রিক মনোভাব অবলম্বনের, কঠোরভাবে সোভিয়েত আইন মান্যের শিক্ষা দেন তিনি। ঘুষখোরির বিরুদ্ধে লড়াই চালান

তিনি — এটাকে তিনি বলতেন জারতন্ত্রের অভিশপ্ত দায়ভাগ। ঘুষখোরির জন্য কঠোর শাস্তি বিধানের আইন প্রস্তুত করতে ১৯১৮ সালের মে মাসে তিনি বিচার বিভাগীয় জনকমিশার দ. ই. কুর্স্কির নিকট প্রস্তাব পাঠান।

সোভিয়েত ও পার্টি কর্মীদের কাছ থেকে কঠোর শৃঙ্খলা দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন নিজেই সে শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত রেখে যান। পার্টি যা সিদ্ধান্ত করল, সেটা পালন করা তাঁর কাছে ছিল আইনের মতো, অন্যের কাছ থেকেও তিনি তাই দাবি করতেন। ভ্লাদিমির ইলিচ বলতেন, পার্টির শৃঙ্খলা যে লঙ্ঘন করে, সে সাহায্য করে পার্টির শত্রুদের।

লেনিন বলতেন, সোভিয়েত আইন এবং সমাজতান্ত্রিক জীবনযাপনের নিয়ম সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক। যেই হোক না কেন, কারো মুখ চেয়ে নিয়ম লঙ্ঘন তিনি সইতেন না। ১৯১৮ সালের মে মাসে লেনিন জনকমিশার পরিষদের ব্যবস্থাপককে কঠোর ভর্ৎসনা ঘোষণা করেন এই জন্য যে তিনি নিজের ইচ্ছামতো লেনিনের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

রুমিয়ানৎসেভ গ্রন্থাগার (বর্তমানে লেনিন গ্রন্থাগার) থেকে একবার খানকতক বইয়ের দরকার পড়ে লেনিনের। বইগুলি তিনি চেয়ে পাঠান এবং সেই সঙ্গে বলে দেন, বইগুলি যদি বাড়িতে পাঠানোর নিয়ম

না থাকে, তাহলে এগুলি তাঁকে যেন দেওয়া হয় কেবল এক রাতের জন্য, যখন গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে। আর সকালেই তিনি ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।

আশ্চর্য মানবিক গুণ ছিল ভ্লাদিমির ইলিচের — তিনি ছিলেন বিনয়ী, অনাড়ম্বর, সংবেদনশীল। নিজের প্রশংসা বা স্তুতি তিনি সইতে পারতেন না। যখন তাঁর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়, তখন মস্কোর কমিউনিস্টরা নেতার জন্মজয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত নেন। লেনিন সেটা কীভাবে নেন? কিছু বক্তার বক্তৃতা শোনার পর তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত আর কোনো প্রশস্তি তিনি শুনতে রাজী হলেন না। পরে নিজের বক্তৃতায় তিনি আত্মশ্লাঘার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সাবধান করেন ও অসাধিত কর্তব্যগুলির দিকে পার্টির সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার আহ্বান জানান।

ভ্লাদিমির ইলিচ ছিলেন সমাজতন্ত্রের শত্রুদের প্রতি ক্ষমাহীন, লোকের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে জানতেন, যারা পার্টি বা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ভাঙত অথবা নিজের কাজে শিথিলতা দেখাত, তাদের প্রতি তিনি ছিলেন কঠোর। তিনি বলতেন, দশেক বার ভুল শোধরাতে হলেও শোধরাবে, কিন্তু যাই হোক না কেন গৃহীত কর্তব্যটা পালন করাই চাই।

মেহনতীদের চিঠিপত্র ও অভিযোগের প্রতি অতিশয় মন দিতেন ভ্লাদিমির ইলিচ এবং গোটা

সোভিয়েত যন্ত্রের কর্মচারীদের তিনি তা শিখিয়ে যান। তাঁর নির্দেশ ছিল, জনকমিশার পরিষদে প্রেরিত সমস্ত লিখিত অভিযোগ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং মৌখিক অভিযোগ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে জানানো চাই। অভিযোগের ওপর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তা পালন হল কিনা সেটা খুঁটিয়ে যাচাই করার দাবি করতেন তিনি।

তাঁর শেষ প্রবন্ধগুলিতে লেনিন বার বার বুঝিয়েছেন যে শান্তিপ্রিয় বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা দরকার, শান্তির জন্য, পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগের জন্য, পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার জন্য একাগ্র সংগ্রাম প্রয়োজন। সেই সঙ্গেই সর্বদা সতর্ক থাকতে, দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি বাড়িয়ে তুলতে, চোখের মণির মতো লাল ফৌজকে রক্ষা করতে শেখান তিনি। লেনিনের অটল বিশ্বাস ছিল, সমাজতন্ত্র অধিকতর প্রগতিশীল ব্যবস্থা হিসাবে শেষ পর্যন্ত সব দেশেই বিজয়ী হবে।

'কংগ্রেসের নিকট পত্র'টি তাঁর শেষ রচনাগুলির অন্যতম। ১৯২৪ সালের মে মাসে পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের নিকট চিঠিটি পড়ে শোনানো হয়েছিল। এতে লেনিন পুনরায় পার্টির ঐক্য রক্ষার আবশ্যিকতায় জোর দেন। লেনিনের মতে, পার্টি ঐক্যের জরুরী শর্ত হল কেন্দ্রীয় কমিটির সংহতি ও

দৃঢ়তা। ‘কংগ্রেসের নিকট পত্রে’ লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যসংখ্যা কয়েক দশক, এমনকি একশত পর্যন্ত বাড়াতে বলেন। তিনি লেখেন, যৌথ সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য এবং ‘কেন্দ্রীয় কমিটির অল্পাংশের মতসংঘাত সমস্ত পার্টির ভাগ্যের পক্ষে অতি মাত্রাতিরিক্ত একটা তাৎপর্য পাবে এ সম্ভাবনা প্রতিষেধের জন্য’ এটা প্রয়োজন।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সংহতি ও সদস্য বৃদ্ধির লেনিনীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়ান ত্রৎস্কি, কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে যথাযোগ্য জবাব পান তিনি।

পত্রে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু সভ্যের ব্যক্তিগত গুণের দিক থেকে পার্টির দৃঢ়তার প্রশ্নটিও বিচার করেন এবং জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, ত্রৎস্কি, বুখারিন, পিয়াতাকভ, স্তালিনের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন।

লেনিন বললেন, অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের আত্মসমর্পণমূলক আচরণটা আকস্মিক নয়। ত্রৎস্কির অবলশেভিকপন্থা, কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি, এবং ত্রৎস্কির চরিত্র নির্ধারণ করেন এই বলে যে তিনি অতি বেশি রকমের আত্মবিশ্বাসী, হুকুমদারির প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত টান। ত্রৎস্কি

সম্বন্ধে লেনিন বলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে, কিন্তু আমাদের নন।

এ পত্রে স্তালিনের চরিত্রের বিশদ বর্ণনা দেন লেনিন। ভ্লাদিমির ইলিচ এই বিপদের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেন যে স্তালিন নিজের হাতে অনেক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করলে তার সঠিক সদ্ব্যবহারে অক্ষম হবেন তাঁর বড়ো বড়ো কতকগুলি ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারির পদ থেকে স্তালিনকে অপসারিত করার প্রশ্নটি নিয়ে ভাবা হোক। লেনিনের মত ছিল, এ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত এমন কর্মীর, 'অন্য সমস্ত দিকের তুলনায় স্তালিনের চেয়ে যার শুধু একটি প্রাধান্য, অর্থাৎ আরো বেশি সহনশীল, বেশি সৌহার্দ্যবান, বেশি ভদ্র, কমরেডদের প্রতি বেশি মনোযোগী এবং কম জেদী ইত্যাদি।' ত্রৎস্কিবাদের বিরুদ্ধে স্তালিনের আপোসহীন সংগ্রাম এবং পার্টির লেনিনীয় ধারা রক্ষায় তাঁর অবদানের কথাটা ত্রয়োদশ কংগ্রেস হিসেবে নিয়েছিল এবং জেনারেল সেক্রেটারির পদেই তাঁকে রেখে দেয়।

১৯২৩ সালের মার্চের গোড়ায় লেনিনের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। মে মাসে তিনি ফের গর্কিতে চলে আসেন। নেতার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে পার্টি এবং শ্রমিক ও কৃষক জনগণ। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি

কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। ১৮ই ও ১৯শে অক্টোবর উনি মস্কোয় ছিলেন। ন. ক. ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিকথায় আছে: '...একদিন তিনি গ্যারেজে গেলেন, উঠে বসলেন গাড়িতে, বললেন মস্কো যাবেন। সেখানে তিনি সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে দেখেন, নিজের আপিস ঘরে ঢোকেন, জনকমিশার পরিষদের অধিবেশন কক্ষে উঁকি দেন, তারপর শহর ঘুরে দেখতে চান। গাড়ি যায় কৃষি প্রদর্শনীর কাছ দিয়ে। নিজের খাতাপত্রগুলো দেখাশোনা করেন, তিন খণ্ড গেগেল সঙ্গে নেন... পরের দিন আবার গর্কি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।'

১৯২৩ সালের নভেম্বরের শুরুতে গর্কিতে ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে আসে গ্লুখভ কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিদল। ১৮টি চেরি গাছ এনেছিল তারা। সাক্ষাৎকারের ঘরে অপেক্ষা করছে প্রতিনিধিরা। দুয়ার খুলে হাসিমুখে ঢুকলেন ভ্লাদিমির ইলিচ। শ্রমিকদের কাছে এসে উনি সকলের সঙ্গে কুশল সম্ভাষণ করেন। পাঁচ মিনিট থেকে প্রতিনিধিরা লেনিনের সঙ্গে চুম্বন বিনিময় করে বিদায় নেয়। সবশেষে বিদায় নেন ষাট বছরের মজুর কুজনেৎসভ। আলিঙ্গন করে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন মিনিট দুয়েক। চোখের জলে বুড়ো কুজনেৎসভ কেবলি বলছিলেন:

'আমি কামারশালার মজুর, ভ্লাদিমির ইলিচ, আমি কামার, তুমি যা বলেছ, সব আমরা গড়ে পিটে তুলব।'

সবাই চলে গেলে ভ্লাদিমির ইলিচ গভীর রাত পর্যন্ত গ্লুখভ মজুরদের অভিভাষণটা বার বার করে পড়েন। শ্রমিকদের সঙ্গে লেনিনের এই শেষ সাক্ষাৎকার।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মারা যান ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

সেই রাত্রেই কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন বসে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জনগণের প্রতি যে আবেদন জানায়, তাতে বলা হয়, 'মৃত্যু হয়েছে তাঁর, যাঁর সংগ্রামী নেতৃত্বে আমাদের পার্টি বারুদের ধোঁয়ার মধ্যে পরাক্রান্ত হাতে সারা দেশে তুলে ধরে অক্টোবরের লাল ঝাণ্ডা, চূর্ণ করে শত্রুর প্রতিবন্ধকতা, প্রাক্তন জার রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে মেহনতীদের সুদৃঢ় প্রভুত্ব। মারা গেছেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ব কমিউনিজমের নেতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের ভালোবাসা ও গর্বের ধন, নিপীড়িত প্রাচ্যের পতাকা, রাশিয়ায় শ্রমিক একনায়কত্বের শীর্ষব্যক্তি।'

দুঃসংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে, সারা বিশ্বে। ২২শে জানুয়ারি একাদশ সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিদের কাছে লেনিনের মৃত্যুর খবর জানান কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি ম. ই. কালিনিন।

২৩শে জানুয়ারি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের শবাধার গর্কি থেকে মস্কোয় এনে রাখা হয় ইউনিয়ন ভবনের স্তম্ভ কক্ষে। অসহ্য শীত সত্ত্বেও চার দিন, চার রাত ধরে অবিরাম লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক, লাল ফৌজী ও কর্মচারী, সোভিয়েত দেশের নানা অঞ্চলের মেহনতীদের প্রতিনিধিদল, শিশু আর বৃদ্ধ স্তম্ভ কক্ষের ভিতর দিয়ে প্রদক্ষিণ করে মহান লেনিনকে জানান তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা। সীমা ছিল না লোকের শোকের।

২৬শে জানুয়ারি বলশয় থিয়েটারে দ্বিতীয় সারা ইউনিয়ন সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশন বসে মেহনতীদের মহানায়ক ও গুরুর স্মৃতিতর্পণের জন্য। প্রথম বক্তৃতা দেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি ম. ই. কালিনিন। তিনি বলেন, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি উভয় ক্ষেত্রেই সোভিয়েত সরকার অটলভাবে অনুসরণ করবে লেনিনের নির্দেশ। ন. ক. ক্রুপস্কায়া তাঁর ভাষণ শেষ করেন দেশের সমস্ত মেহনতীদের প্রতি, বিশ্বের সমস্ত ভাগ্যহতদের প্রতি সংহত হবার, লেনিনের পতাকার নিচে, কমিউনিজমের পতাকার নিচে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে।

ই. ভ. স্তালিন, ক্লারা সেৎকিন, ন. নারিমানভ এবং অন্যান্যরাও কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন। 'ক্রাসনি

পুতিলভেৎস' কারখানার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বলেন আ. ন. সের্গেয়েভ, পার্টিবহির্ভূত কৃষকদের পক্ষ থেকে আ. ব. ক্রায়ুশকিন, লাল ফৌজের পক্ষ থেকে ক. ইয়ে. ভরোশিলভ, যুবজনের পক্ষ থেকে প. ই. স্মরোদিন, বৈজ্ঞানিকদের পক্ষ থেকে আকাদমিশিয়ান স. ফ. অলদেনবুর্গ।

লেনিনের স্মৃতি চিরন্তন করার সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস এবং মেহনতী মানবজাতির প্রতি একটি আবেদন গ্রহণ করে। কংগ্রেস এইটে জোর দিয়ে বলে যে সারা বিশ্বে তাঁর রচনার এবং কমিউনিজমের অমর ধারণার ব্যাপক গণ-প্রচার হবে লেনিনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি সৌধ।

পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের অনুরোধ ক্রমে পেত্রগ্রাদের লেনিনগ্রাদ নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস।

২৭শে জানুয়ারি বিকাল চারটেয় লেনিনের সমাধি অনুষ্ঠান শুরু হয়। ক্রেমলিনের দেয়ালের কাছে বিশেষভাবে নির্মিত ম্যুজোলিয়মে স্থাপিত হয় লেনিনের দেহ।

গভীর শোক নিয়ে নেতাকে বিদায় দিল সোভিয়েত জনগণ। সমস্ত কাজ পাঁচ মিনিটের জন্য বন্ধ রাখার ঘোষণা জানাল আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত। থেমে গেল মোটর, ট্রেন, কলকারখানায় বন্ধ হয়ে গেল কাজ, — সমস্ত বিশ্বের মেহনতীরা তাদের অধিনায়ক, পিতা ও গুরু, শ্রেষ্ঠ সুহৃদ ও রক্ষককে শেষ বিদায় জানাল।

পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে, সমস্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে এক মহা ক্ষতি হল লেনিনের মৃত্যুতে। সে ক্ষতি পূরণের জন্য পার্টি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে সংহত হল তার কেন্দ্রীয় কমিটির পেছনে আর শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনগণ সংহত হল লেনিনের পার্টিকে ঘিরে। লেনিনের পার্টিতে প্রবেশের বাসনা জানাল হাজারে হাজারে অ-পার্টি শ্রমিক। কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিকদের কাছে লেনিনীয় পার্টি-ভুক্তির আহ্বান জানাল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পার্টিতে আসে ২ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি শ্রমিক।

অটলভাবে লেনিনের নির্দেশ পালন করে, তাঁর শিক্ষায় বিশ্বাস রেখে, তাঁরই হাতে গড়া ও পোক্ত হওয়া কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের জনগণকে নিয়ে চলেছে মহা লেনিনের নির্দিষ্ট পথে।

লেনিনবাদের মহাভাবনার বিজয়

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন রেখে গেছেন এক মহান বিপ্লবী মতবাদ, বিপ্লবী ভাবনা ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের এক অফুরান উৎস — লেনিনবাদ।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় পুঁজিবাদের ধ্বংস এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের যে যুগ শুরু হয়, সে যুগে মার্কসবাদের বিকাশে একটা নতুন লেনিনীয় পর্যায় সূচিত হয়েছে তাঁর সব রচনায়। সৃজনী প্রেরণায় মার্কসবাদকে বিকশিত করেন লেনিন, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব — তার এই সবকটি মূল অঙ্গকেই নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ও প্রতিপাদ্যে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। সেই জন্যই লেনিনবাদকে মার্কসবাদের বিপরীত হিসেবে দেখাবার যে চেষ্টা করে বুর্জোয়া পণ্ডিত ও শোধনবাদীরা তা একেবারেই অলীক। লেনিনবাদ হল লেনিন কর্তৃক সর্বাঙ্গীন রূপে বিকশিত আধুনিক যুগের মার্কসবাদ। লেনিন যে মহা অবদান যোগ করেছেন তা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো মার্কসবাদ নেই, হতে পারে না। মার্কসবাদের লেনিনবাদী বোধেই তার সত্যকার সারার্থ, তার বিপ্লবী প্রাণ প্রতিফলিত হয়।

লেনিনবাদের বিরোধীরা, শোধনবাদীরা লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য নস্যাৎ করার জন্য তাকে একটা ভৌগোলিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। তারা বলে, লেনিনবাদ নাকি একটা বিশুদ্ধ রুশী ব্যাপার, তা উদিত ও প্রসারিত হতে পারে কেবল রুশীয় পরিস্থিতিতে। এই মিথ্যে উৎকল্পনাটি বাস্তব জীবনেই

নাকচ হয়ে গেছে। সব দেশেই লেনিনবাদ প্রযোজ্য, সাধারণ একটা আন্তর্জাতিক তাৎপর্য আছে তার। ইউরোপীয়, এশীয়, আফ্রিকীয় বা সাধারণভাবে কোনো একটা 'জাতীয়' মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হতে পারে না, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য মতবাদ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — এ হচ্ছে এক ভাবাদর্শগত মহান পতাকা, শিক্ষা, যা সব দেশের কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করে শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার রয়েছে আন্তর্জাতিক তাৎপর্য। তা সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষকে দেখিয়ে দেয় সংগ্রামের পথ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল মানব সমাজের বিকাশের একমাত্র তত্ত্ব, যা কালের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের কীর্তিতে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সাফল্যে, জাতীয় মুক্তি অভিযানের পরাক্রমে রয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরের বছরগুলোতে আমাদের দেশের মেহনতীরা একটা বৃহৎ গৌরবোজ্জ্বল পথ পাড়ি দিয়েছে, লেনিনীয় পার্টির নেতৃত্বে লেনিনের নির্দেশ পালন করে বিশ্ব ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। জার রাশিয়া ছিল এক পশ্চাৎপদ

দেশ, সে অবস্থা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এক পরাক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পোন্নত শক্তির অন্যতম। শিল্পোৎপাদনের পরিমাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন ইউরোপে প্রথম এবং বিশ্বে দ্বিতীয়।

কৃষি জোতের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য লেনিনের যে নির্দেশ ছিল তা পালিত হয়েছে সোভিয়েত দেশে, বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা। পশ্চাৎপদ, ক্ষুদে, খণ্ড বিখণ্ড কৃষি জোত পরিণত হয়েছে বৃহৎ, যন্ত্রায়িত সমাজতান্ত্রিক কৃষিতে। সমাজতন্ত্র নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল কৃষির যৌথীকরণ। মালিক কৃষক থেকে পার্টি গড়ে তুলেছে যৌথখামারী কৃষকদের, যারা বীর শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলছে। মেহনতীদের মূল স্বার্থের ঐক্যের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের যে জোট সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের সমবেত সংগ্রামে দানা বেঁধেছিল তা দৃঢ় হয়ে উঠেছে। এটা আমাদের জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্যের অটুটতার সাক্ষ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে অতি অল্পকালের মধ্যে সমাপ্ত হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। অক্টোবরের আগে আমাদের দেশের জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশের বেশি ছিল নিরক্ষর; এখন এটা পরিপূর্ণ সাক্ষরতা, উচ্চ সংস্কৃতির

দেশ। এ ছাড়া দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণ ছিল অকল্পনীয়। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে মানবিক বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও টেকনলজি ইতিহাসে প্রথম জনগণের কাজে লাগবে, মেহনতীদের বিরুদ্ধে তা প্রযুক্ত হতে পারবে না, লেনিনের এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গতিপথে গড়ে ওঠে সত্যি করেই জনগণের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মহত্তম অবদান হল লক্ষ লক্ষ মেহনতীর কমিউনিস্ট চেতনা গঠন।

সোভিয়েত মাতৃভূমি তার বৈজ্ঞানিকদের বড়ো বড়ো আবিষ্কার ও কৃতিত্বে সঙ্গত কারণেই গর্বিত। বিশ্বে প্রথম স্পুৎনিক সৃষ্টি এবং পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষপথে তাদের সফল নিক্ষেপ সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও সমগ্র জনগণের একটা বড়ো কীর্তি। সোভিয়েত মানুষই প্রথম মহাজগতে উড্ডয়ন করে, সরাসরি মহাজগতে বেরিয়ে আসে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র পাঠায় শুক্রগ্রহে; কক্ষপথে মহাজাগতিক যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় সংযোজন, স্বয়ংচালিত যন্ত্র 'লুনাখোদ-১'-এর চন্দ্রাবতরণ ও তার সফল কাজে পুনরায় সোভিয়েত জনগণের পৌরুষ, বীরত্ব ও সাহস, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও টেকনলজির উচ্চ মান প্রমাণিত হল।

জাতীয় প্রশ্নেও সোভিয়েত দেশে লেনিনের ভাবনা বাস্তব হয়েছে। মানবেতিহাসে এই প্রথম সোভিয়েত

19—1880

ইউনিয়নে এমন একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, যার ভিত্তি হল সমস্ত জাতির স্বেচ্ছামূলক মিলন ও তাদের পরিপূর্ণ সমানাধিকার। সমস্ত জাতির অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে ক্রমাগত উঁচুতে তুলছে লেনিনীয় পার্টি, দৃঢ় করছে তাদের মৈত্রী, শভিনিজম ও জাতীয়তাবাদের জেরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। আমাদের দেশে জাতিসমূহের ভ্রাতৃমৈত্রী প্রতি বছরেই দৃঢ় হচ্ছে, — এ হল প্রলেতারীয়, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার জয়, আমাদের রাষ্ট্রের এক অপরাজেয় শক্তি-উৎস।

সোভিয়েত আমলে আমাদের দেশের মেহনতীদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান বেড়েছে অসাধারণ। 'সবই মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণার্থে' — এই কথাই ঘোষিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতীদের আছে কর্ম, বিশ্রাম, অবৈতনিক শিক্ষা, চিকিৎসা ও বার্ধক্য পেনশনের অধিকার। সমাজতন্ত্র আমাদের জনগণকে যা দিয়েছে তা সর্বাধিক সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকদের নেই, যথা: পুঁজিপতিদের নিগড় থেকে মুক্তি, আগামী দিনের নিশ্চিতি। কাকে বলে শোষণ, বেকারি কী জিনিস তা সোভিয়েত জনগণ জানে না, কখনো জানবেও না।

সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম দেশ, যেখানে লোকের স্বাস্থ্যের দায় নিয়েছে রাষ্ট্র, সমস্ত নাগরিকের জন্য ব্যবস্থা করেছে বিনা পয়সায় চিকিৎসা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীদের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমতা নিশ্চিত হয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মেয়েরা সমানে খাটে পুরুষের সঙ্গে, তারা আছে বীর কমিউনিজম নির্মাতাদের প্রথম সারিতে।

প্রধান যে হাতিয়ারটির সাহায্যে আমাদের দেশের মেহনতীরা সাবেকী দুনিয়াকে চূর্ণ করে, শোষক শ্রেণীগুলির প্রতিরোধ দমন করে ও নিজেদের ভাগ্যের দৃঢ় বদল ঘটায়, সেটি হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র। বর্তমানে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে জনসাধারণের রাষ্ট্র, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত জনগণের রাষ্ট্র। সমাজতন্ত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত মানুষ শুধু অক্টোবরে মুক্ত তার আপন জন্মভূমির প্রতি নয়, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিও তার দায়িত্ব পালন করেছিল।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর সোভিয়েত জনগণ কমিউনিজম নির্মাণের কাজে নেমেছে। কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের মূল লক্ষ্য ও কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে পার্টির ২২শ কংগ্রেসে গৃহীত কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কর্মসূচিতে। বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করে পার্টির ২৪শ কংগ্রেস কমিউনিজম অভিমুখে সমাজতান্ত্রিক সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যবস্থার বিধান দিয়েছে।

সমাজতন্ত্রের নির্মাণ, শিল্প ও কৃষি এবং বিজ্ঞান ও টেকনলজির বিকাশে সমস্ত সাফল্য, জনগণের সংস্কৃতি ও কল্যাণের বৃদ্ধি — এ সবই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির, তার কেন্দ্রীয় কমিটির বিপুল রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত ও সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অচ্ছেদ্য জড়িত। বিগত বছরগুলিতে পার্টি সারার্থ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে অভূতপূর্ব কাজ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি সমস্যাও নেই, যার সমাধানে পার্টি তার মনীষা, সংকল্প ও অফুরন্ত কর্মোদ্যোম ব্যয় না করেছে। খুচরো খুচরো মার্কসবাদী গ্রুপ ও চক্র থেকে বহু লক্ষের এক সংগঠনের বিপুল একটা পথ অতিক্রম করেছে পার্টি, হয়ে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েত সমাজের নেতা ও পরিচালক শক্তি।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্তব্য নিষ্পন্ন করতে গিয়ে ত্রৎস্কিপন্থী, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী, জাতীয়তাবাদী ও অন্যান্য যেসব বিরোধী গ্রুপের মতামতে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া স্তরগুলির চাপ প্রকাশ পাচ্ছিল তাদের সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়েছে পার্টি। সর্বপ্রথম কেবল একটি দেশে, আমাদের দেশে, সমাজতন্ত্র নির্মাণের সম্ভাবনা অস্বীকার করে, শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিতে, কৃষকদের সঙ্গে তাদের মৈত্রীর মজবুতিতে বিশ্বাস না করে ত্রৎস্কিপন্থী ও অন্যান্য সুবিধাবাদীরা পার্টিকে লেনিনীয় পথ থেকে

সরাতে চেয়েছিল। বিরোধী ধারা ও গ্রুপগুলির ভাবাদর্শ ও রাজনীতিকে বিধ্বস্ত করে পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের, সাধারণ লেনিনীয় পথের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছে, নিজ পঙক্তির ঐক্য সংহত করেছে এবং দৃঢ় পদে লেনিনবাদের পতাকাতলে সোভিয়েত জনগণকে নিয়ে চলেছে কমিউনিজমের দিকে।

সংগঠন ও ভাবাদর্শের দিক দিয়ে পার্টির আরও শক্তিবৃদ্ধি এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের আরও প্রসার, কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা এবং অর্পিত ভারের জন্য দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি এবং ব্যাপক জনগণের সঙ্গে পার্টি সংগঠনগুলির যোগাযোগ বর্ধনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির ২৪শ কংগ্রেস যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার তাৎপর্য বিপুল। এ সবের ফলে নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনায় যে বিরাট ও জটিল কর্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে তার সার্থক সমাধান ও আমাদের দেশে কমিউনিজম নির্মাণের সফল পরিচালনায় সাহায্য হবে।

দ্রুত কমিউনিজমে পেঁছিতে হলে সোভিয়েত জনগণের দরকার কায়েমী শান্তি; অন্যান্য সমস্ত জাতিরও শান্তি প্রয়োজন। শান্তির আদর্শ সোভিয়েত ইউনিয়ন রক্ষা করে এই কারণে নয় যে সে দুর্বল। শক্তির পরীক্ষা সে দিয়েছে গৃহযুদ্ধের আগুনে, নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে যখন চারিদিক থেকে বেষ্টন করেছিল সাম্রাজ্যবাদীরা, তখন আভ্যন্তরীণ ও

বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ফ্যাসিবাদকে বিধ্বস্ত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে অবদান সেটা নির্ধারক, মানব জাতিকে সে ফ্যাসিস্ট দাসত্বের বিপদ থেকে রক্ষা করে। লেনিনের নির্দেশ অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় যে পরাক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক শিল্প, সমাজতান্ত্রিক কৃষি ও সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠেছিল, তারই ফলে এবং জনগণের বীরত্বে নিশ্চিত হয় জার্মান ফ্যাসিবাদের বিনাশ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বহির্নীতির সূত্রপাত করে যান লেনিন, তার লক্ষ্য হল — কমিউনিজম নির্মাণের পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি, সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যবস্থার পরাক্রমবৃদ্ধি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তির জন্য জনসংগ্রামে সর্ববিধ সহায়তা, এবং শান্তির সংহতি ও নতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে লেনিনীয় নীতির প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক শক্তিগুলিকে তা দৃঢ় প্রত্যাঘাত হানে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন আছে পুরোভাগে।

লেনিন এই ভবিষ্যদ্দর্শন করেছিলেন যে নিপীড়িত জাতিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্থিত হয়ে ঔপনিবেশিক দাসত্বের শেকল ছিঁড়বে। এটা আজ বাস্তব হচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার নতুন নতুন দেশ স্বাধীন ও অবাধ বিকাশের পথ নিচ্ছে। যার বাণী

ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ভূগোলকে সেই মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, তথা বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর কীর্তি ও বিজয়ের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের সাফল্য ও উপনিবেশবাদের ধ্বংস অচ্ছেদ্য জড়িত। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যেসব জাতি সংগ্রাম করছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু। ঔপনিবেশিক নিগড় থেকে জনগণের জাতীয় মুক্তিকে সে উদ্দীপ্ত অভিনন্দন জানায়, তাদের শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশে বন্ধুত্বপূর্ণ নিঃস্বার্থ সহায়তা দেয়, সেই সঙ্গে দেয় ঔপনিবেশিকতা ও নয়া ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামরিক সাহায্য।

অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পর পঞ্চাশ বৎসরাধিক কালের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের এই সিদ্ধান্ত আশ্চর্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে পুঁজিবাদের পতন অনিবার্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, ঐতিহাসিক বিকাশের গতি রোধ করা সাম্রাজ্যবাদের সাধ্যাতীত, বিশ্ব রণাঙ্গনে শক্তি অনুপাত বদলে যাচ্ছে সমাজতন্ত্র, শ্রমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে। বর্তমানে বিশ্ব বিকাশের মূল ধারাটা নির্ধারিত করছে সাম্রাজ্যবাদ নয়, সমাজতন্ত্র।

লেনিন বৈজ্ঞানিকভাবে এই কথা প্রতিষ্ঠিত করে যান যে গোটা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয় হবে। তাঁর

গভীর বিশ্বাস ছিল যে শুধু আমাদের দেশ নয়, সমগ্র মানবজাতিই কমিউনিজমের পথ নেবে। তিনি বলতেন, ‘আমাদের পথটা সঠিক, কারণ আগে হোক, পরে হোক বাকি দেশগুলিও অব্যর্থই এই পথে আসবে।’

এবং লেনিনের এই কথা সত্য হয়ে উঠছে। লেনিন যা ভবিষ্যদ্দর্শন করেছিলেন, সেইভাবেই মানবজাতি চলেছে সমাজতন্ত্রের দিকে। প্রথমে কেবল আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের জয় হল, তারপর পুঁজিবাদ থেকে খসে পড়তে লাগল অন্যান্য দেশ। গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা, একগুচ্ছ দেশ তার অন্তর্ভুক্ত, যাদের লোকসংখ্যা শত কোটির বেশি। সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার সৃষ্টিটা হল মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বৃহত্তম একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের এক গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। নিজের আন্তর্জাতিক দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে অক্টোবরের জন্মভূমি ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জনগণকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে ও করছে।

সমাজতন্ত্রের পথ নেওয়া দেশগুলির ঘনিষ্ঠতায়, সমাজতান্ত্রিক সহমিতালীতে তাদের ঐক্যে জনগণের মূল স্বার্থই সাধিত হয়। একই রকমের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, একই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ, এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সাধারণ কর্তব্যই তার ভিত্তি। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা ছিল সর্বদাই কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান নীতি, বর্তমানে তা এক প্রোজ্জ্বল রূপ নিয়েছে শ্রমিক শ্রেণী ও তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি পরিচালিত সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক সহযোগিতায়।

সমাজতান্ত্রিক সহমিতালীতে ভাঙন ঘটাবার, চেকোস্লোভাকিয়ায় যা ঘটেছিল সেভাবে কোনো রাষ্ট্রকে তার থেকে সরিয়ে নেবার যে চেষ্টা করে সাম্রাজ্যবাদীরা, সোভিয়েত রাষ্ট্র তার ঘোর বিরোধী।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি একথা বুঝেছে যে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের পথে এগুনো সম্ভব কেবল সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সাধারণ নিয়মগুলিকে সুসঙ্গত ও কঠোরভাবে মেনে, সর্বাগ্রে শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালক ভূমিকা জোরালো করে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রশ্নে সৃজনশীল সমাধানে পেঁছবার সময় নিজ নিজ দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও পরিস্থিতির কথা মনে রাখতে হবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অটল নিষ্ঠা, সমাজতন্ত্র ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রেরণায় জনগণকে

শিক্ষাদান এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামই হল সমাজতন্ত্রের অবস্থান সংহত করে সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা প্রতিহত করার গ্যারাণ্টি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা থেকে বিচ্যুতির পরিণাম হয় সমাজতন্ত্র ও জনগণের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে সর্বনাশা।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাতলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন বর্তমানে এক বিপুল অপরাজেয় শক্তি রূপে বেড়ে উঠেছে। লেনিনীয় মতবাদের প্রাণশক্তি প্রমাণিত হচ্ছে এতে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ, প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে তার আভ্যন্তরীণ সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রভাবে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সাফল্যে।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির ঐক্য সংহত করার জন্য অবিরাম ডাক দিয়ে গেছেন লেনিন। তিনি বলেছেন, ‘প্রথমে প্রলেতারিয়েতের পক্ষ থেকে এবং পরে সারা বিশ্বের সমস্ত দেশ ও জাতির সমস্ত মেহনতী জনগণের পক্ষ থেকে জোট ও ঐক্যের স্বেচ্ছামূলক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া পুঁজিবাদের ওপর বিজয় সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন হতে পারে না।’ শ্রমিক শ্রেণীর

আন্তর্জাতিক সংহতি এবং সমাজতন্ত্রের অনিবার্য বিশ্ব বিজয়ের লেনিনীয় মহাভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য স্বীয় জনগণের সংগ্রামে অগ্রবাহিনী হয়ে এগুচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি হল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের একটি অন্যতম বাহিনী, অন্যান্য ভ্রাতৃ পার্টির সঙ্গে তার যে যোগ, সেটা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের মহান মতবাদের প্রতি অটুট বিশ্বস্ততায়, মেহনতী জনগণের মূল স্বার্থের জন্য সংগ্রামের সাধারণ লক্ষ্যে। সোভিয়েত জনগণ ও তার কমিউনিস্ট পার্টি অর্ধশতাব্দী যাবৎ অবিচলে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার পথ অনুসরণ করেছে, এই নীতি মেনে এগিয়েছে যে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের দেশের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কর্তব্য অবিচ্ছিন্ন। সোভিয়েত জনগণের মহান লক্ষ্য কমিউনিজম নির্মাণ, এটা যুগপৎ তার প্রধান আন্তর্জাতিক কর্তব্যও বটে।

লেনিনীয় রণনীতি ও রণকৌশল এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি পালন করে আমাদের পার্টি দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে নীতিনিষ্ঠভাবে লড়াই করে চলে।

নিজের ক্রিয়াকলাপে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি অবিচলে বিশ্ব কমিউনিস্ট

আন্দোলনের সাধারণ লাইন অনুসরণ করে। বিভিন্ন পার্টির পারস্পরিক সম্পর্কের যে নীতি যৌথভাবে রচিত হয়েছে, — যথা, পরিপূর্ণ সমানাধিকার ও স্বাধীনতা, পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে না-হস্তক্ষেপ, পারস্পরিক সমর্থন, আন্তর্জাতিক সংহতি—সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি তা দৃঢ়ভাবে মেনে চলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য হল বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য; অধিকাংশ কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি তার সঙ্গতিনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদের গুণগ্রাহী ও সমর্থক।

নিজের সমগ্র ক্রিয়াকলাপে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি অটলভাবে পরিচালিত হয় মৃত্যুহীন লেনিনীয় ভাবনায়, সৃজনশীল প্রেরণায় তাকে পরিবিকশিত ও বাস্তবে রূপায়িত করে। ভ্রাতৃস্থানীয় পার্টিগুলিও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাণ্ডারে নিজ নিজ অবদান যোগ করে। লেনিনবাদ হল সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির, বিশ্বের সমস্ত দেশের জনগণের ভাবাদর্শগত অস্ত্র।

* * *

রাশিয়ার ভলগা নদীর তীরে, সিমবির্স্ক শহরে, উলিয়ানভদের সংসারে যখন জন্ম নেন মার্কস ও

এঙ্গেলসের বিপ্লবী মতবাদের প্রতিভাবান উত্তরসাধক, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্মাতা, সমস্ত দেশের মেহনতীদের নেতা ও গুরু ভ্লাদিমির ইলিচ, তারপর থেকে এক শত বছরেরও বেশি কাটল।

এর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে মানবজাতি। বিশেষ করে সোভিয়েত দেশ খুবই লম্বা একটা পথ পাড়ি দিয়েছে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, যার প্রেরণাদাতা ও সংগঠক ছিলেন বিপ্লবের মহত্তম রণনীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নায়ক ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। নিজের বিপুল সাফল্যের জন্য সোভিয়েত জনগণ ও সমগ্র মানবজাতি লেনিন, তাঁর গড়া মহান পার্টি ও লেনিনবাদের কাছে ঋণী।

মহান লেনিনের প্রতি জনগণের ভালোবাসার সীমা নেই। মেহনতী জনগণের স্বার্থ ও সুখের জন্য সংগ্রামে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা উৎসর্গ করেছেন। আমাদের গোটা পৃথিবীর লোকের কাছে তাঁর নাম অসীম শ্রদ্ধেয়। তা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রলেতারীয় বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও প্রগতির প্রতীক, বিশ্বের কমিউনিস্ট রূপান্তরের প্রতীক। বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশ ক্রমেই বেশি করে প্রভাবিত হচ্ছে লেনিনের অমর ভাবনায়।

সমগ্র মানবজাতির মনে ও হৃদয়ে বেঁচে আছে ও চিরকাল বেঁচে থাকবে নেতা ও গুরু লেনিনের মূর্তি —

স্ফটিকপ্রতিম নৈতিক নির্মলতা, অসাধারণ বিনয় ও সহজসরলতা, অফুরন্ত বিপ্লবী উদ্যম, কঠোর নীতিনিষ্ঠা, অসীম আত্মত্যাগ, আর শোষকদের, শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুদের প্রতি ক্ষমাহীনতা ও মেহনতী লোকেদের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় ভরা সেই মানুষ।

লেনিনকে দেখার, তাঁর সঙ্গে কাজ করার, অন্তরঙ্গভাবে তাঁকে জানার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, লেনিনের সেই সমকালীনেরা সঙ্গতভাবেই বলে গেছেন, ভ্লাদিমির ইলিচের চরিত্র — এ হল কমিউনিস্ট সমাজের মানুষের প্রতিমূর্তি।

লেনিনের নাম, তাঁর মহৎ আদর্শ ও শিক্ষামালার মৃত্যু নেই, শত সহস্র বছর ধরে তা বেঁচে থাকবে।

লেনিনের কর্মযজ্ঞ অপরাজেয়!

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

লেনিন • সংক্ষিপ্ত জীবনী